শ্রীভরত।



শ্রীমতী মানময়ী দেবী প্রণীত।



Published by
SRIJUT ASVINI KUMAR CHAKRAVERTI, B. L.
Vakil, High-Court, Calcutta,
17, Sikdar Bagan Street.



1922.

মূল্য ১।০

PRINTED BY J. N. GHOSH,
At the Star Printing Works,
30, Shibnarain Das Lane, Calcutta.

বিজ্ঞপ্তি।

["হিন্দুর ষড়্দর্শন," "কর্ম্মানুসারে জীবের গতি," "ভোগ ও ত্যাগ" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীঅশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী, বি, এল, 'কর্ত্তৃক লিখিত']।

শ্রীভরত গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। পূর্ব্বে 'উৎসব' মাসিকপত্রিকাতে ধারাবাহিকরূপে খণ্ডাকারে শ্রীভরত প্রকাশিত হইত। তখন লেখিকার নাম অপ্রকাশিত রাখা হইয়াছিল। রচনাটীতে উচ্চ অঙ্গের ভক্তি ও জ্ঞানের সাধনার সারকথাগুলি সাধকের মধুর ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকের হৃদয়ে শ্রীভরত পরম আনন্দ ও শান্তিদান করিয়াছে। সেইজন্য ভক্তগণের অভিপ্রায় বুঝিয়া আমরা গ্রন্থাকারে আজ শ্রীভরত প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। ধর্ম্মপিপাসু জ্ঞানী ও ভক্তগণের মঙ্গলেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া এই গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যের বিশালগগনের এক প্রান্তে উদিত হইল।

শ্রীমতী মানময়ী দেবী 'শ্রীভরত' লিখিয়া যে যশঃ লাভ করিয়াছেন, তাহা অনেক বিদুষীর ভাগ্যে—এমন কি অনেক চিন্তাশীল পণ্ডিতেরও ভাগ্যে দুর্লভ। একটু ভাল করিয়া গ্রন্থখানি পড়িলে সকলেরই বোধ হইবে, ইহাতে কিছু বিশেষত্ব আছে ; মনে হইবে, যেন এমন করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ইষ্টদেবকে ডাকিবার ছলে হৃদয়-চিরিয়া ভক্তিরস জমাইয়া প্রত্যেক কথা লিখিতে বুঝি অন্য আর কোনও ব্যক্তি পারিত না। লেখিকা আজ ধন্যা হইলেন। তাঁহার লেখনী ধারণ সার্থক হইল। লেখিকার এই অভাবনীয় সাফল্যের কতকগুলি কারণ আছে। প্রথম কারণ—শ্রীমতী মানময়ী দেবী জ্ঞান ও ভক্তির অবতার লোকপাবন শ্রীশ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মহাপুরুষের বংশে

জন্মলাভ-জনিত সংস্কারে ভক্তি আপনিই অঙ্কুরিত হয়, কাজেই এই সুন্দর ভক্তিগ্রন্থ লিখিতে বসিয়া লেখিকার সংস্কারগত ভক্তিভাব সহস্রধারায় নির্গত হইয়া শ্রীভরতের আগাগোড়া মধুরভাবে সরস করিয়াছে। ভাষাও দাসীর ন্যায় ভাবের অনুগত হইয়া ভগবৎভাবের তরঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া যেন বিভোর ভাবে ছুটিয়া চলিতেছে।

দ্বিতীয় কারণ :—এই গ্রন্থে জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি-তত্ত্ব বিশদ-ভাবে আলোচিত হইয়াছে। ভক্তবীর সিদ্ধ-মহাত্মা শ্রীতুলসী দাসের হিন্দী 'রামায়ণে' অপূর্ব্ব ভক্তিভাব প্রতি পৃষ্ঠায় প্রতি ছত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, ভগবান্ বাল্মীকির মূল রামায়ণ, ভগবান্ ব্যাসের আধ্যাত্ম রামায়ণ এবং মহাত্মা তুলসীর সেই ভক্তিগ্রন্থ হিন্দী রামায়ণকে প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া লেখিকা এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ লিখিয়াছেন; সেইজন্য ভগবান্ ব্যাস বাল্মীকির সনাতন উক্তির সহিত শ্রীতুলসী দাসের সাধন লব্ধ রমণীয় ভগবৎভক্তি শ্রীভরতের নানাস্থলে প্রতিধ্বনিত হইয়া সুধা-বৃষ্টি করিয়াছে। লেখিকা বহুস্থলে শ্রীতুলসী দাসের মূল হিন্দী উদ্ধৃত করিয়া বাঙ্গালী পাঠককে যেন মহাপুরুষের অপূর্ব্ব ভক্তিভাব শুনাইয়া দিয়া শ্রীতুলসী দাসের লেখার সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিতেছেন। ভরত-চরিত্র শ্রীতুলসী দাস একটু নূতন ভাবে আঁকিয়াছেন; লেখিকাও শ্রীভরতকে শ্রীতুলসী দাসের চক্ষে দেখিয়াছেন। শ্রীভরত না জন্মিলে শ্রীরামের প্রতি ভক্তি কে শিখাইত? শ্রীরামের মাহাত্ম্য কে প্রচার করিত? অতএব শ্রীরামকে বুঝিতে হইলে, শ্রীভগবানকে পাইতে হইলে, শ্রীভরতের ভাবে শ্রীরামের—নিজ ইষ্টদেবের, সেবা করিতে হইবে। এই সুন্দর শরণাপত্তি ও নিষ্কাম কর্ম্ম সাধনার ভাবটী লেখিকা বরাবর অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

তৃতীয় কারণ:—লেখিকা 'উৎসব' সম্পাদক পূজ্যপাদ ঋষিকল্প মহাত্মা

শ্রীল শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের তিনটী উপদেশ প্রাপ্তা মানস-কন্যার মধ্যে অন্যতম। লেখিকা পূজনীয় 'উৎসব' সম্পাদক মহাশয়ের নিকট আসন প্রাণায়ামাদি সাধনার উপায় ও ক্রমগুলি রীতিমত উপদেশ পাইয়া কঠোর সাধনায় নিজ শুদ্ধ-হৃদয়ে যে সকল দুর্লভ ভাব উপলব্ধি করিয়াছেন, শ্রীভরতে তাঁহার সাধনা প্রসূত সেই সকল নিজ অনুভবেরই বিষয় প্রসঙ্গক্রমে লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে লেখিকার অনুভবের কথা আছে, শাস্ত্র পড়িয়া পরোক্ষ-জ্ঞানের কথা বেশী নাই। পণ্ডিত ব্যক্তি শাস্ত্রের কথা গুলি যুক্তি দ্বারা সাজাইয়া বেশ বলিতে পারেন; কিন্তু লেখিকা শাস্ত্রজ্ঞানের উপর বেশী নির্ভর করেন নাই, কারণ তিনি উচ্চ অঙ্গের বিদুষী নহেন; তাঁহার লেখায় শাস্ত্রবিরুদ্ধ একটি কথাও নাই কারণ শাস্ত্র আজ্ঞামত তিনি সাধনরতা থাকিয়া ভগবৎ তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাই এই গ্রন্থে তিনি ভাবের মুখে প্রকাশ করিয়াছেন। লেখিকার মুখে শুনিয়াছিলাম যে, তিনি যখনই শ্রীভরত লিখিতে বসিতেন, তখনই মানস-চক্ষে শ্রীরাম, শ্রীলক্ষ্মণ, শ্রীসীতা, শ্রীভরত প্রভৃতিকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেন এবং কতদিন ভক্তিভাবের আবেশে কত কান্নাই কাঁদিতেন এবং তাঁহার শ্রীভরত গ্রন্থ রচনা কোথায় পড়িয়া থাকিত তাঁহার লক্ষ্য থাকিত না। লেখিকা নিজ হৃদয়ে সর্ব্বদা 'রাম' 'রাম' ধ্বনি, যোগীর অনাহত ধ্বনির ন্যায় শুনিতে পাইতেন। কখন বা সত্য সত্যই দেখিতে পাইতেন, জটাবল্কল-ধারী ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের সদা প্রসন্ন মূর্ত্তি অরণ্য-পথে বিচরণ করিতেছেন। কখন দেখিতেন শ্রীভরত শ্রীরামের বিরহে আকুল হইয়া কাঁদিতেছেন কখন বা শ্রীরামের পাদুকার দিকে প্রজার সহিত একদৃষ্টে তাকাইয়া তাঁহার প্রাণারামের প্রতিনিধিকে শ্রীভরত সকল কার্য্য নিবেদন করিয়া ব্রহ্মচারী-বেশে রামত্যক্ত রাজ্য পালন করিতেছেন। এইরূপে শ্রীভরত—

চরিত্রের প্রত্যেক চিত্রখানি অগ্রে লেখিকার মানস-পটে ফুটিয়া উঠিত, পরে অপরোক্ষ অনুভূতির সহিত ভক্তিরস ভরিত করিয়া তিনি এই ভক্তিগ্রন্থ লিখিতেন। সুতরাং এই গ্রন্থখানির আগাগোড়া একটী প্রবল ভাবের বন্যা বহিয়া গিয়াছে।

শ্রীভরত-চরিত্র আলোচনা করিলে আমাদের মত প্রবর্ত্তকদের কি উপকার হইতে পারে—এইটি স্মরণ করিয়াই যেন লেখিকা এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। শ্রীভরতের বৈরাগ্য ও নিষ্কাম-কর্ম্ম-সাধনা, শ্রীভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের প্রীতির জন্য অহং কর্ত্তা অভিমান ত্যাগ ও তাঁহার শ্রীমুখের আদেশ পালন, শ্রীরামের প্রসন্নতা কায়মনোবাক্যে ভিক্ষা করিতে করিতে বৈদিক ও লৌকিক সকল কার্য্য করা,—এই বিশেষ গুণগুলি শ্রীভরত চরিত্রের অনুকরণের জিনিষ। শ্রীভরত যেমন শ্রীরামকে ভক্ত-বৎসল বলিয়া চিনিয়াছিলেন, জীব যখন তাঁহার ইষ্টকে সেই রকম শরণাগত পালক বলিয়া চিনিতে পারিবেন, বিশ্বাস করিবেন, তখনই তাঁহার জীবন ধন্য হইবে, এবং তাহার সর্ব্বার্থ-সিদ্ধিলাভ হইবে। এই সকল সুন্দর সাধনার রহস্য-জ্ঞান ও ভক্তির মধুর সার কথাগুলি লেখিকা শ্রীভরত চরিত্র লিখিতে বসিয়া, বেশ প্রাণস্পর্শী ভাষায় বলিয়াছেন তাই আজ এই গ্রন্থ ভগবৎ প্রেমিকের বহু আদরের ধন হইয়াছে এবং ভক্তগণ এই গ্রন্থের যে কোন অংশ পড়িয়া শ্রীভগবানের সান্নিধ্য অনুভব করতঃ প্রেমাশ্রু-বর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

শ্রীভরতের 'অবতরণিকার' কিয়দংশ এবং 'উপসংহারের' সমস্ত অংশটি পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় কৃপা পূর্ব্বক লিখিয়া দিয়া গ্রন্থটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া দিয়াছেন। পূজনীয় 'উৎসব' সম্পাদক মহাশয়ের প্রেরণায়, ও উৎসাহে ও শিক্ষায় লেখিকা এই গ্রন্থ লিখিতে দুঃসাহস করিয়াছেন। লেখিকার ঐকান্তিক গুরুভক্তি ও নিষ্ঠাই তাঁহার

রচিত, এই ভক্তিগ্রন্থের সকল দোষ শূন্য করিয়া দিয়া শ্রীভরতকে বাস্তবিকই ভক্ত হৃদয়ের একটী উপাদেয় সামগ্রী করিয়া দিয়াছে। শ্রীগুরু-কৃপায় কিনা সম্ভব হয়?

শ্রীভরতের 'অবতরণিকায়' ও 'উপসংহারে গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও করণীয় সার-মর্ম্ম সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কথাগুলি লেখা হইয়াছে; সুতরাং এখানে আমরা এই গ্রন্থের আর বিশদ সমালোচনা করিব না। তবে পাঠককে এই কথাটী জানান আবশ্যক যে, লেখিকার রচনা ও ভাব-প্রকাশের কৌশল এত সুন্দর হইয়াছে, জ্ঞান ও ভক্তির সার কথাগুলি গ্রন্থের যথাযথ স্থানে এমনই চিত্তাকর্ষক করিয়া তিনি লিখিয়াছেন যে, 'উৎসবে' শ্রীভরত প্রকাশের সময় অনেক চিন্তাশীল পাঠক তাহা পড়িয়া ভাবিয়াছিলেন, শ্রীভরত প্রবন্ধটী পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয়েরই রচনা। 'উৎসব' পাঠকেব এরূপ ধারণা লেখিকার পক্ষে কম সৌভাগ্যের পরিচায়ক নহে। লেখিকার এই গ্রন্থ রচনার সফলতায় তাঁহার শিক্ষা-গুরু পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয়েরই বিভূতি-প্রকাশ হইয়াছে।

আজ ব্রহ্মচর্য্যের অভ্যাস নাই বলিয়া বিধবাগণ ভাগ্যহীনা ইহা লোকে বলে। কিন্তু অস্থিমাংসের আবরণে যে যথার্থ চিন্ময়-স্বামী আছেন, সেই স্বামীকে—সেই চৈতন্যকে যিনি চিনিবার সাধনা করেন তিনি হৃদয়ে, পত্রে, পুষ্পে, আকাশে, তারায়, সাগরে, বায়ুতে সেই একজনেরই সন্ধান পান। লেখিকা বঙ্গের ব্রাহ্মণ বিধবা কিন্তু ভাগ্যহীনা নহেন। শাস্ত্রমত ব্রহ্মচর্য্য, স্বাধ্যায় ও তপস্যা করিলে বঙ্গ-বিধবার দৃশ্যতঃ অপ্রয়োজনীয় জীবন কত মূল্যবান হইতে পারে, লেখিকার জীবন তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। লেখিকার সামাজিক অবস্থা ও সাধারণ স্ত্রীলোকের মত যৎসামান্য লেখাপড়া জ্ঞান স্মরণ করিয়া শ্রীভরত গ্রন্থ পড়িলে লেখিকার বিপুল আধ্যাত্মিক সম্পত্তির কথা স্বতঃই স্বীকার করিতে হয় এবং গুণগ্রাহী ব্যক্তি লেখিকার প্রতি

শ্রদ্ধাবান্ না হইয়া থাকিতে পারেন না। লেখিকার আদর্শে যদি আর একটীও সাধন সম্পত্তিহীনা বিধবা শ্রীভগবানের দিকে উন্মুখী হইয়া প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মচারিণী হন, তবেই এই গ্রন্থ প্রকাশ সার্থক হইবে।

অলমতিবিস্তরেণ। ইতি।

১৭ নং সিকদার বাগান ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।
২৫শে ভাদ্র ১৩২৯ সাল।

প্রকাশক।

মঙ্গলাচরণ

(১)

মনোভিরামং নয়নাভিরামং বচোভিরামং শ্রবণাভিরামং ।
সদাভিরামং সততাভিরামং বন্দে সদা দাশরথিঞ্চ রামম্ ॥

(২)

রাম ত্বমেব ভুবনানি বিধায় তেষাং
সংরক্ষণায় সুর মানুষ তির্য্যগাদীন্ ।
দেহান্ বিভর্ষি ন চ দেহগুণৈর্বিলিপ্ত
স্ত্বত্তো বিভেত্যখিল মোহকরী চ মায়া ॥

(৩)

যৎ পাদপঙ্কজরজঃ শ্রুতিভির্বিমৃগ্যং
যন্নাভিপঙ্কজ ভবঃ কমলাসনশ্চ
যন্নাম সাররসিকো ভগবান্ পুরারি ।
স্তং রামচন্দ্রমনিশং হৃদি ভাবয়মি ॥

(৪)

নমস্তুভ্যং ভগবতে বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্ত্তয়ে ।
আত্মারামায় রামায় সীতারামায় বেধসে ॥

উৎসর্গ।

প্রেমের সাধনা খানি, লভেছে জনম
বহি তৃপ্তি ; তুচ্ছ সেথা সম্পদ গরিমা।
সে মহান্ সংযমেতে নির্ম্মল বৈরাগ্য
দৈন্যেরে করেছে শ্রেষ্ঠ ভোগেরে বাঁধিয়া।
বাঞ্ছিতের পথ চাহি রচি সিংহাসন—
আকাঙ্ক্ষা জাগায়ে তীব্র তারি প্রতীক্ষার,
কর্ম্মীরে শিখালে যোগ যুক্ত চিত্তে থাকি
সর্ব্ব কর্ম্ম ফল স্পৃহা করি পরিহার।
তরুণ তপন সম অপরূপ ভাতি
সেথা নাই কামনার তীব্রতা গরল,
তপঃ কৃশ শীর্ণ দেহে উঠিয়াছে ফুটি—
অন্তঃশান্ত প্রসন্নতা প্রেমে ঢল ঢল।
গৌরবের পুষ্প এযে পত্রপুটে ধরি,
আনিয়াছি রামপদে দিতে অর্ঘ্য ভরি॥

অবতরণিকা।

বিচিত্র ঘটনা শ্রীভরতের জীবনে ঘটে নাই, কিন্তু যাহা ঘটিয়াছিল তাহাতেই সকল জীবন ধন্য করিবার উপাদান রহিয়াছে। বিবাহের পরে মাতুলালয়ে গমন, উৎকণ্ঠা স্ফুটিত চিত্তে মাতুলালয় হইতে আগমন, মাতার নিকটে পিতার মৃত্যু সংবাদ ও রামবনবাস বৃত্তান্ত শ্রবণ, কৌশল্যা জননীর নিকট নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ, চিত্রকূটে রাম মিলনের পূর্ব্বে বশিষ্ঠ দেব কর্ত্তৃক পরীক্ষা, চিত্রকূট পথে গুহক, ভগবান্ ভরদ্বাজ ও লক্ষ্মণের সন্দেহ অপনয়ন, চিত্রকূটে রামমিলন, পাদুকার অধীনে থাকিয়া নিষ্কাম ভাবে রাজ্য পালন, বনবাসান্তে শ্রীহনূমান মুখে রামাগমন শ্রবণ এবং শ্রীরামকে রাজ্য প্রত্যর্পণ ইহাই শ্রীভরতের জীবনের ঘটনা।

এমন করুণরস পূর্ণ জীবন ত কাহারও দেখা যায় না। যাঁহার কোন অপরাধ নাই, তিনি যদি কোন বিচিত্র অবস্থায় সকলের নিকট অপরাধী বলিয়া প্রতীত হন, তবে বুঝি তাঁহাকে সকলেরই নিকট কাঁদিতে হয়। ভরতকে জীবনের বহু দিন ধরিয়া কাঁদিতেই হইয়াছিল। নির্ম্মল ভরত মাতৃ অপরাধে অপরাধী। ভরতের দুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন করে না এমন মানুষ বুঝি নাই।

শ্রীরামায়ণে শ্রীভরত-চরিত্র অতি সুন্দর। এই ভরত-চরিত্রের অনুকরণ করিতে পারিলে শ্রীভগবানে কিরূপে আত্ম-নিবেদন করিতে হয়, সকল ভাবনা, সকল বাক্য, সকল কর্ম্ম, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া, তুমিই আমার একমাত্র হৃদয়ের রাজা, আমি তোমার দাস জানিয়া, এই দুর্ব্বার মৃত্যু সংসার সাগরে শ্রীভগবানের অভয় চরণ তরণী লাভ করিয়া অনায়াসে ভববারিধি পার হইতে পারা যায়। ভরত-চরিত্র অনুকরণে কর্ম্মের কৌশলরূপ যে যোগ তাহা শিক্ষা করিয়া সাধক বা সাধিকা সকল সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া চির অমরত্ব লাভ করিতে পারেন।

ভরত ত বৈরাগ্যের মূর্ত্তি। এ বৈরাগ্যের মূলে ছিল রামানুরাগ। যিনি রামকে ভাল বাসিয়াছেন জগতে এমন কি আছে যাহা তাঁহাকে রাম ভুলাইতে পারে? প্রেম তো নিজে ভোগ করিতে কিছুই চায় না: নিজে ভোগ করার সুখ তো প্রেমিকের কাছে অতি ঘৃণ্য। প্রিয়কে যে সব দিতে চায় সে কি প্রিয়ের জন্য সংগৃহীত কোন কিছু প্রিয়কে বঞ্চিত করিয়া ভোগ করিতে পারে? ভরত যে প্রেমের মূর্ত্তি, তাই ভরত অযোধ্যার রাজ সিংহাসন অধিকার করিতে পারিলেন না। তাই ভরত রামের আজ্ঞায় রামের পাদুকাকে রত্ন সিংহাসনে বসাইয়া, রাম বোধে তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন—রাম বোধে রামের পাদুকার সহিত কথা কহিয়াছিলেন—ভরতের প্রেমে পাদুকা জীবন্ত হইয়াছিল।

"কামার্ত্তা হি প্রকৃতি কৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু।" অনুরাগের চক্ষে চেতন অচেতনের ভেদ লক্ষিত হয় না। কালিদাসের যক্ষ

অচেতন মেঘকে দূত করিয়া প্রিয়ার নিকট পাঠাইয়াছিল। আর দময়ন্তী অস্ফুট চেতন হংসকে দূত করিয়া নলের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। আর ভরত? রাম পাদুকার উপরে শ্রীরাম, পদ রক্ষা করিয়া সিংহাসনে বসিয়া রাজ্য পালন করিতেছেন দেখিতে পাইতেন, তাই তিনি পাদুকার সহিত কথা কহিতেন। নিষ্কাম কর্ম্মের এমন জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আর কোথায়? স্বামীর পাদুকার পূজা এখনও এ জাতির মধ্যে দেখা যায়—ইহা বুঝি শ্রীভরতের পাদুকা পূজার অনুকরণ? হইতেও পারে।

শ্রীভগবানকে লাভ করিবার সহজ সাধনা শ্রীভরতে আছে। পুস্তক লেখা বা পুস্তক পড়ায় যদি শ্রীভগবানকে ভাবনা না করায়, তবে সে ক্ষণিক চিত্ত বিনোদনে বড় একটা কিছু হয় না। ভগবৎ ভাবনাইত ভবরোগের একমাত্র ঔষধ। শুধু শ্রবণে কি হইবে যদি শ্রবণের পর মনন না করা যায়? কোটি কল্প শাস্ত্র শুনিলেও কিছু হইবে না যদি শ্রুত বিষয় ভাবনা না করা যায়। ভাবনাই সাধনার প্রাণ। ভাবনাই নষ্ট বুদ্ধি জনগণের সংসার সাগর পার হইবার লঘূপায়। ভরত লিখিয়া, ভরত ভাবিয়া, ভরতের মত হইয়া রাম রাম করিবার জন্যইত এই আয়োজন? ভরত চতুর্দ্দশ বর্ষ সাধনা করিয়াছিলেন, আর শ্রীভগবান্ ঠিক চতুর্দ্দশ বর্ষের শেষে শ্রীভরতের প্রতিষ্ঠিত সিংহাসনে রাজা হইয়া বসিয়াছিলেন। আর তোমার আমার জীবনব্যাপী সাধনার শেষেও কি রাম আসিয়া তাঁহার এই দেহ রাজ্য গ্রহণ করিয়া হৃদয় সিংহাসনে চরণ স্থাপন করিয়া একবার উপবেশন

করিবেন না? অথবা এ ভাবনা সাধকের কেন আসিবে? সাধক এই শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট লঘূপায় ধরিয়া শ্রীভগবানের আজ্ঞা পালনরূপ স্বাধ্যায় চেষ্টা করুন্ ইহাই ত প্রার্থনা। ইতি—

সন ১৩২৯ সাল।
তারিখ—৩১শে বৈশাখ সংক্রান্তি।

শ্রীভরত।

প্রথম চিত্র

ভরত এখনও যুধজিৎ নগরে। ভরতের মাতুল বিবাহের কিছুদিন পরেই ভরতকে লইয়া গিয়াছেন। মাণ্ডবীও বুঝি ভরতের সঙ্গে গিয়াছেন—এ সংবাদ কিন্তু ভগবান বাল্মীকি কোথাও দেন নাই। দিবার অবসর তাঁহার ছিল না। আমরা শুধু শ্রীভরত লইয়াই ভাবনা করি তাই মাণ্ডবীকেও তাঁহার সঙ্গে দেখি।

ভরতের বয়ঃক্রম এখন ২৭ বৎসর। বিবাহের পরে দ্বাদশ বৎসর কাটিয়া গেল। আজ চৈত্র মাস। "চৈত্রঃ শ্রীমানয়ং মাসঃ পুণ্যঃ পুষ্পিতকাননঃ" হিমান্তে বসন্ত ঋতুর আগমনে প্রকৃতি হরিত বর্ণ পল্লব বসনে দেহ আবরিত করিয়া নবকিশলয় দল যুক্ত রক্তবর্ণ কোমল করের সঞ্চালনে মৃদু মন্দ—সমীর প্রবাহে দিক সমূহে আনন্দের বার্ত্তা প্রচার করিতেছে। এই ত রাম অভিষেকের সময়। ফলে-ফুলে প্রকৃতি সাজিয়া, রাম

অভিষেক দেখিতে আসিল, বড় সুন্দর সুরে সপ্তমে তান তুলিয়া বিহগকুল মধুর কণ্ঠে রাম গুণগান করিতে লাগিল, বসন্তের পুষ্প গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইয়াছে, ফুলকুল রাম চরণে স্থান পাইবে বলিয়া সুবাস বিলাইয়া রামানন্দে ভরিয়া ফুটিয়া উঠিল, রাম গুণকীর্ত্তনে অযোধ্যাবাসীরা আনন্দে আপনহারা হইয়া আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেল, সীতার সহিত কখন্ রাম রাজাসনে উপবিষ্ট হইবেন, কখন্ আমরা সেই জগ-মন-মনোহর বিদ্যুল্লতা জড়িত, নব-জলধর রামকে আমাদের রাজা হইতে দেখিব, পুনঃ পুনঃ এই কথা হৃদয়ে চিন্তা করিয়া অযোধ্যাবাসিগণ হর্ষাশ্রু কণ্টকিতকায়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে ভাসিতে লাগিল। অযোধ্যায় রামাভিষেকের মহাধূম পড়িয়া গেল।

রাজা দশরথ রামাভিষেকের সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু ব্যষ্টি জীবের সঙ্কল্প সমষ্টি জীবের মধ্যেও কার্য্য করে। রাজা দশরথের সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গে দেবলোকেও এক সঙ্কল্প উঠিল। দেবতাগণ দেবর্ষি নারদকে গোপনে অযোধ্যায় পাঠাইলেন। দেবর্ষি—শ্রীভগবানকে স্মরণ করাইয়া দিলেন—ভগবন্ কাল তোমার অভিষেকের দিন কিন্তু ঐ দিনই তোমাকে বনে যাইতে হইবে। শ্রীভগবান্ হাসিলেন—বলিলেন ভূভার হরণের অঙ্গীকার আমার স্মরণ আছে। ইহার পরেই দুষ্টা সরস্বতী, মন্থরা হইতে কৈকেয়ীতে আগমন করিলেন। রাম রাজা হইবেন শুনিয়া এবং ভরতের ভাবী অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া দুষ্টবুদ্ধি মন্থরার কুটিল হৃদয়ে প্রতিহিংসা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। সে অবিলম্বে

কৈকেয়ী হৃদয়ে দুষ্টবুদ্ধিরূপে প্রবেশ করিয়া নানা প্রকার ছলে ও কৌশলে কৈকেয়ীকে আপন অধীনে আনিল। কৈকেয়ীও রাম, সীতা ও লক্ষ্মণকে চীর বসন পরাইয়া বনে পাঠাইল! রাজা দশরথ রাম রাম করিয়া দেহত্যাগ করিলেন।

ভীষণ অজ্ঞানের কি জ্বালাময় খেলা! দুষ্ট সংসর্গের কি বিষময় ফল! দুঃসঙ্গ, রামানুরাগিণী কৈকেয়ীর সমস্ত বিবেক নষ্ট করিয়া মতিভ্রম আনিয়া দিল। এই সংসর্গ দোষে কৈকেয়ীর হৃদয়ের সমস্ত সৎবৃত্তি দূরে সরিয়া গেল, এবং পৈশাচিক বৃত্তি আসিয়া হৃদয় মন অধিকার করিল। অতি ধীর বিবেকবান্ জ্ঞানী বা ভক্ত যে কেহ সর্ব্বদা এই পাপ পরিপূর্ণ দুষ্ট জন সংসর্গ করিয়া থাকেন, তাঁহাকেই যে এই কৈকেয়ীর মত হইতে হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? অসৎসঙ্গ সৎএর শত গুণ নষ্ট করিয়া ইহাকে আপন আকারে আকারিত করিয়া নরকের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়। চৌরাশী লক্ষ কত কত যোনিতে ভ্রমণ করিয়া জীব মানুষ হয়। কত দুর্ল্লভ এই মানবজন্ম। মানব শ্রীভগবানকে লাভ করিবার জন্য যে এখানে আসে, অসৎসঙ্গ মানুষকে ইহা একেবারে ভুলাইয়া দিয়া আবার চৌরাশী লক্ষের ফেরে নিক্ষেপ করে। আর সৎসঙ্গ অত্যন্ত দুর্লভ! বহুভাগ্য যাহার তাহারই এই সৎসঙ্গ লাভ হয়। মহাত্মা তুলসীদাস সৎ-অসৎ-সঙ্গের বিষয় বলিয়াছেন—

"গগন চঢ়ে রজ পবন প্রসঙ্গা"।
"কীচই মিলই নীচ জল সঙ্গা"॥

"সাধু অসাধু সদন শুক সারি"।
"সুমিরহি রাম দেহি গণিগারী" ॥
"ধূম কুসঙ্গতি কারিখ হোই"।
"লিখিয় পুরাণ মঞ্জু মসি সোই" ॥
"সোই জল অনল অনিল সংঘাতা"।
"হোই জলদ জগ জীবন দাতা" ॥

পবন প্রসঙ্গে ধূলি গগনে গমন করে, নীচ জল সঙ্গে সেই ধূলিই আবার নীচে নামিয়া কর্দ্দমে পরিণত হয়। সাধুসদনে শুক শারীও রাম রাম বলে, অসাধু সঙ্গে উহাই আবার জনগণকে গালি দিয়া থাকে। কুসঙ্গেতে ধূম, কদাকার ঝুলির আকার প্রাপ্ত হয়, পুনরায় সেই মসীতে সুন্দর পুরাণ লেখা হয়। পুনরায় ওই ধূম অনল ও অনিল সংঘাতে, মেঘ হইয়া জগতের প্রাণদান করে।

এই সৎসঙ্গে জীব চির অমরত্ব লাভ করিতে পারে। "ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা" "ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা" এই বাক্য দেবদেব শঙ্কর জীব হিতার্থে ভূতলে অবতরণ করিয়া নিজমুখে বলিয়া গিয়াছেন।

আরও কোন মহাত্মা বলিয়াছেন—

"তাত স্বর্গ অপবর্গ সুখধরীতুলা একসঙ্গ।
তুলয়ন্ তাহি সকল মিলি যে সুখ নব সৎসঙ্গ" ॥

সৎসঙ্গের মহিমা অতিশয়। যদি তুলে তোলা যায়, এক পার্শ্বে স্বর্গ ও মুক্তি, অন্য পার্শ্বে ক্ষণমাত্র সৎসঙ্গের তুলনা হয়।

অনাদি দুঃখপ্রদ এই সংসার-নিবৃত্তির প্রথম উপায় সৎসঙ্গ। যেমন অগ্নি-সংযোগে কয়লার ময়লা ছুটিয়া যায়, অজ্ঞানী ও অসৎ ব্যক্তি যদি যথার্থ ধর্ম্মপিপাসু হইয়া ভক্ত জ্ঞানী বা সৎজনের আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে তাহারও অজ্ঞানকৃত পাপরাশি বা মনের সকল ময়লা সাধু বাক্যান্তর্গত জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায়। অজ্ঞানীও তখন বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ভরিত হইয়া পরম সুখে, পরম পদে মন সংলগ্ন করিয়া সুখে কালাতিপাত করিতে পারে। পরম শুদ্ধ আনন্দ স্বরূপ চৈতন্যদেবের নিত্যলীলা হয় সাধুদিগের নির্ম্মল হৃদয়ে। আর "সঙ্গদোষে শতগুণ নাশে" ইহা নিশ্চয়।

সত্যসন্ধ রাজা দশরথের নিকট কৈকেয়ী নিজ দুষ্ট অভিসন্ধি প্রকাশ করিল। রাজা সত্যবন্দী ছিলেন—সত্য তাঁহার প্রাণ! রাম তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, আর রাম হইতেও প্রিয় তাঁহার সত্য! সত্যবন্দী রাজা সত্যধর্ম্ম পালন করিয়া রাম-বিরহে প্রাণত্যাগ করিলেন। তথাপি সত্যচ্যুত হইতে পারিলেন না। কিন্তু পূর্ব্বে যে অযোধ্যার নরনারী, কীট পতঙ্গ, পশু পক্ষী পর্য্যন্ত অপার আনন্দ সাগরে ভাসিয়াছিল এক্ষণে তাহাদের অবস্থা বর্ণনাতীত! ক্ষণ পূর্ব্বে যে রাজপ্রাসাদ নানাবিধ বাদ্য যন্ত্রে মুখরিত ছিল, এক্ষণে তাহা সাগর কল্লোল সদৃশ হৃদয়ভেদী ক্রন্দন ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইল। বিহগ কণ্ঠ নীরব হইল, কুসুম রাশি ঝরিয়া পড়িল, বৃক্ষ, লতা, ফুল, পাতা বিশুষ্ক হইল, উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসের ন্যায় সহসা সমীরণ বড় উত্তপ্ত হইয়া প্রবাহিত

হইতে লাগিল। কোথায় জগৎজীবন রামচন্দ্র আজ রাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবেন বলিয়া নগরবাসীর আনন্দ, আর কোথায় তাঁহার আজ দণ্ডকারণ্যে গমন, রাজা দশরথের অকালে রাম-বিরহে প্রাণত্যাগ। লোক বিমোহনকারী শ্রীরাম আজ সীতার সহিত কোথায় রাজাসনে আসীন হইয়া জনগণের প্রাণ মন বিমোহন করিবেন, আর কোথায় রাম আজ জটা বল্কলধারী হইয়া মুনিবেশে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনগমন করিতেছেন। লীলাময় ঈশ্বরের বিচিত্র লীলাপূর্ণ বিশ্বরাজ্যের অচিন্তনীয় লীলা রহস্য ভেদ করা মানব বুদ্ধির অতীত।

দ্বিতীয় চিত্র।

তখন অযোধ্যা হইতে যুধাজিত নগরে ভরতের নিকট দূত প্রেরিত হইল। দূত প্রেরণ করিলেন ভগবান্ বশিষ্টদেব। এখানে

"দেখহিঁ রাতি ভয়ানক সপনা।
জাগি করহিঁ বহু কোটি কল্পনা" ॥

ভরত রজনীতে ভয়ানক কুস্বপন দেখিয়া বহুবিধ কুচিন্তন করিতেছেন। প্রাতঃকৃত্য সমাধানান্তে চিন্তাকুল-চিত্তে শ্রীভরত নির্জ্জনে উপবেশন করিয়া আছেন, চিত্ত অত্যন্ত অস্থির হইয়াছে, অযোধ্যার সংবাদের জন্য প্রতিক্ষণে ব্যাকুল হইতেছেন; তাঁহার অন্তর আপনা হইতে কাঁদিয়া উঠিতেছে।

ভরতের বয়স্যগণ ভরতকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া দুঃখিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, ভাই! আজ তোমার কি হইয়াছে? কেন ভাই! একাকী চিন্তাকুল-চিত্তে নির্জ্জনে ভূমিতলে বসিয়া আছ? তোমার শরীর কি অসুস্থ হইয়াছে? অথবা কেহ কিছু কি অন্যায় করিয়াছে? অন্যদিন হৃষ্টচিত্তে শ্রবণ মন রসায়ণ রাম কথা বলিয়া বিশুদ্ধ রামানন্দে আমাদের হৃদয় পূর্ণ করিয়া দিতে আজ কেন এমন অধোমুখে নীরব হইয়া বসিয়া আছ?

বাষ্পাকুলিত-কণ্ঠে ব্যাকুলিত ভরত বলিলেন—আমার কোন ব্যাধি হয় নাই বা অন্য কিছুই হয় নাই, গতরাত্রে দুঃস্বপ্ন দর্শনে

আমি যে কেমন হইয়াছি যেন কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছি না, আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি পিতা আমার মলিন ও মুক্তকেশ হইয়া পর্ব্বতশিখর হইতে ক্লেশদায়ক গোময়পূরিত-হ্রদমধ্যে পড়িতেছেন এবং হাসিতে হাসিতে বারবার তৈল পান করতঃ তৈল মধ্যে পুনঃ পুনঃ অবগাহন করিতেছেন—

"স্বপ্নেঽপি সাগরং শুষ্কং চন্দ্রঞ্চ পতিতং ভুবি।
উপরুদ্ধাঞ্চ জগতীং তমসেব সমাবৃতাম্" ॥ ১১।৬ অযো

সখে! আমি স্বপ্নে আরও দেখিয়াছি যে, সাগর শুষ্ক, চন্দ্র ভূতলে পতিত, পৃথিবী রাক্ষসগণে উপদ্রুত ও যেন তিমিরাবৃত হইয়াছে। পৃথিবী বিদীর্ণা, বৃক্ষ শুষ্ক এবং পর্ব্বত সকল ছিন্নভিন্ন ও ধূমব্যাপ্ত হইয়াছে।

স্বপ্ন দর্শনে ভয়ের কারণ কিছুই নাই জানি, তথাপি আমার প্রাণ কেন এমন করিতেছে? কেন এখন চিন্তায় এবং ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছে? স্বপ্ন দেখিয়া আমার মনে হইতেছে, "অহং রামোঽথবা রাজা লক্ষ্মণো বা মরিষ্যতি" আমি, রাম, কিংবা রাজা অথবা লক্ষ্মণ কেহ না কেহ মরিবে। কারণ—

"নরো যানেন যঃ স্বপ্নে খরযুক্তেন যাতি হি।
অচিরাৎ তস্য ধূম্রাগ্রং চিতায়াং সম্প্রদৃশ্যতে" ॥

স্বপ্নে যে ব্যক্তিকে খরযুক্ত রথে যাইতে দেখা যায়, শীঘ্রই সেই ব্যক্তির চিতার ধূম দৃষ্টিগোচর হয়।

"এতন্নিমিত্তং দীনোঽহং ন বচঃ প্রতিপূজয়ে।
শুষ্যতীব চ মে কণ্ঠো ন স্বস্থমিব মে মনঃ" ॥

এই জন্যই আমি দীনভাবাপন্ন হইয়াছি, আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইতেছে, মনও সুস্থ নাই। আমার স্বর ভগ্ন এবং কান্তি মলিন হইয়াছে, আমার বোধ হইতেছে যেন আমি নিন্দনীয় হইয়াছি।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে অযোধ্যা হইতে দূত আসিয়া, ভরত ও শত্রুঘ্নকে অযোধ্যায় গমন করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইল।

ভরত মাতামহ ও মাতুলের অনুমতি লইয়া ত্বরায় অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভক্ত তুলসীদাস লিখিয়াছেন—

"চলে সমীরবেগ হয় হাঁকে"।
"লঙ্ঘিত সরিত শৈল বন বাঁকে" ॥
"হৃদয় শোচ বড় কচ্ছু ন সোহাই"।
"অস জানহিঁ জিয় জাউঁ উড়াই" ॥
"এক নিমেষ বর্ষ সম জাই"।
"ইহিবিধি ভরত অবধ নিয়রাই ॥"
"অশকুন হোহিঁ নগর পৈঠারা"।
"রটহিঁ কুভাঁতি কুখেত করারা" ॥
"খর শৃগাল বোলহিঁ প্রতিকূলা"।
"সুনি সুনি হোহিঁ ভরতউর শূলা" ॥

শ্রীভরত রথাশ্বকে বায়ুবেগে পরিচালিত করিয়া নদী শৈল বন অতিক্রম করিলেন। হৃদয় শোকপূর্ণ কিছুই ভাল লাগিতেছে না,

নিমেষে বর্ষ বহিয়া যাইতেছে, ভরতের মনে হইতেছে বুঝি বা উড়িয়া যাইতে পারিলে ভাল হইত।

এইরূপে শ্রীভরত অযোধ্যায় আসিলেন। নগরীতে প্রবেশ করিতেই অসম্ভব সূচক চিহ্ন সকল দর্শন করিলেন। দাঁড়কাক গর্দ্দভ শৃগাল ইত্যাদি বিপরীত স্বরে চীৎকার করিতেছে। তাহাদের চীৎকার শ্রীভরতের হৃদয়ে শূলপ্রায় বিদ্ধ হইতে লাগিল।

"শ্রীহত সর সরিতা বাগা"।
"নগর বিশেষ ভয়াবন লাগা" ॥
"খগ মৃগ হয় গজ জাহিঁন জোয়ে"।
"রামবিয়োগ কুরোগ বিগোয়ে" ॥
"নগর নারী নর নিপট দুখারী"।
"মনহুঁ সবহি সব সম্পতিহারী" ॥

শ্রীভরত আরও দেখিলেন—নদী সরোবর বন উপবন সকলই শ্রীহত। বিশেষতঃ অযোধ্যা নগরী ভয়ঙ্কর মত বোধ হইতেছে। খগ মৃগ অশ্ব গজ যেন কাহার বিরহে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া আছে। আর পুরনারী অতিশয় দুঃখিত। মনে হইতেছে তাহাদের সমুদায় রত্ন হারাইয়া গিয়াছে।

অযোধ্যায় আসিয়া ভরত আরও ভীত ও বিস্মিত হইয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সারথে! এই অযোধ্যা নগরী এমন নিরানন্দ বোধ হইতেছে কেন? "হীনচন্দ্রেব রজনী নগরী প্রতিভাতি মাম্" এই নগরী চন্দ্রবিহীনা রজনীর সাদৃশ্য লাভ

করিয়াছে। যে নগরের কোলাহল ধ্বনিতে পূর্ব্বে মেদিনী কম্পিত হইত, আজ তাহা শ্রীহীন নির্জ্জন অরণ্যের মত বোধ হইতেছে কেন ? আমাকে লক্ষ্য করিয়া যেন সকলেই রোদন করিতেছে, উদ্যানের সে মনোহারিণী শোভা আর নাই, পূর্ব্বে যাহারা বিবিধ অব্যক্ত মধুর রবে আমাদের মনোরঞ্জন করিত, আজ সেই মত্ত মৃগ পক্ষীদিগের মধুর ধ্বনি শুনিতে পাইতেছি না কেন ? দেখ প্রত্যেক পথেই বৃক্ষসকল অশ্রুজলরূপ পত্র মোচন করত যেন রোদন করিতেছে, পূর্ব্বের ন্যায় চন্দন অগুরু ও ধূপ গন্ধে সুবাসিত শোভা-সমন্বিত নির্ম্মল বায়ু আর বহিতেছে না ; এই প্রভাতে সদ্য প্রস্ফুটিত কুসুম রাশির মধ্যে কত ভ্রমর গুঞ্জন করিত, কই আজ সে ফুলও ফুটে নাই সে ভ্রমরও আইসে নাই, নগর যেন শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, পূর্ব্বে এই নগরে বাদ্যযন্ত্রে এবং সুন্দর বাঁশরীতে সুন্দর করিয়া কত রাগ রাগিণী ঝঙ্কার দিত, আজ সে সকল কোথায় গেল ? সারথে ! আমি যে সমস্ত অমঙ্গল দর্শন করিতেছি তাহাতে আমার দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। গুরুদেব আমাকে কোন্ কারণে ত্বরায় এখানে আসিতে আদেশ করিয়াছেন ? ক্ষণে ক্ষণে অমঙ্গল আশঙ্কায় আমার চিত্ত যেন কম্পিত হইতেছে, যতক্ষণ আমি সকলকে কুশলে না দেখিব, তদবধি আমার অস্থির চিত্ত কিছুতেই শান্ত হইবে না। রাজা বিনা রাজ্যের অবস্থা যেরূপ হয়, আজ সকলই সেইরূপ বোধ হইতেছে। ওই দেখ সারথে ! আমাকে দেখিয়া জনপদবাসীরা অধোমুখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে, কেহ বা

ঘৃণাসূচক কটাক্ষে একবার মাত্র আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, মুখ ফিরাইয়া অন্য স্থানে গমন করিতেছে। দেব মন্দির জনতা শূন্য, ধূপ ধূনা পুষ্পের পবিত্র গন্ধ আর নাই, গৃহস্থ ভবন ধূলিরাশিতে সমাচ্ছন্ন, দেবপূজা যজ্ঞানুষ্ঠানের কোন আয়োজন নাই, মাল্য বিপণিকুল মধ্যে পুষ্প বিক্রেতা আপন ব্যবসা বন্ধ করিয়া চিন্তাব্যাকুল চিত্তে কি যেন কি ভাবনা করিতেছে; সকলেই রোরুদ্যমান, সকলেই অধোবদনে অশ্রুপাত করিতেছে, কিন্তু কারণ কি এখনও আমি কিছুই জানিতে পারিলাম না। সারথে! কি স্ত্রী কি পুরুষ এই নগর নিবাসী সকল ব্যক্তিকেই দীন, মলিন, ধ্যানপরায়ণ অশ্রুপূর্ণ চক্ষু ও কৃশ দেখিতেছি! পুনঃ পুনঃ ভীত বিস্মিত শ্রীভরত রাজ্যের সংবাদ এইরূপে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ইন্দ্রতুল্য রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। ব্যস্ত চিত্তে ত্রস্ত পদে তিনি প্রথমে পিতার গৃহে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু একি! রাজগৃহ শূন্য, গৃহ কপাট ইত্যাদি ধূলিপূর্ণ, রাজলক্ষ্মী যেন বিদায় লইয়াছেন, পিতার গৃহে পিতাকে না দেখিতে পাইয়া ভরত কম্পিত হৃদয়ে দ্রুতপদে মাতা কৈকেয়ীর নিকট আগমন করিলেন। কৈকেয়ী এতক্ষণ হর্ষোৎকণ্ঠচিত্তে ভরতের আগমন প্রতীক্ষায় স্বর্ণসিংহাসনে বসিয়াছিলেন। ভরত আসিল। আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। কৈকেয়ী ভরতকে আপন অঙ্কে স্থাপিত করিয়া মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক আনন্দোৎফুল্ল চিত্তে পিতৃকুলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

দুশ্চিন্তায় ভরতের মুখকমল মলিন হইয়া গিয়াছে, কপালে অল্প অল্প ঘর্ম্ম বিন্দু দেখা দিয়াছে। ভরত যেন বড়ই পরিশ্রান্ত। কৈকেয়ী হস্ত দ্বারা ভরতের মুখের ঘর্ম্ম মুছাইতে মুছাইতে বলিলেন—অতি শীঘ্র আগমন জন্য বড়ই পরিশ্রান্ত হইয়াছ, তাই বুঝি আমার আশালতাবর্দ্ধনকারী প্রাণানন্দকর মুখ এত মলিন হইয়া গিয়াছে? কৈকেয়ী কত কথাই বলিল, ভরত কিন্তু বড়ই অন্যমনা। ভরত সব শুনিয়াও যেন কিছুই শুনিতেছেন না। ভরত শুধু নিস্পন্দ নির্ব্বাক কাষ্ঠ পুত্তলিকার মত কৈকেয়ীর মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন। ভরত এখন আপন কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন।

"কহু কহঁ তাত কঁহা সব মাতা"।
"কঁহ সিয় রাম লখণ প্রিয় ভ্রাতা" ॥

মা! পিতা আমার কোথায়? অন্য মাতাগণ কোথায় আছেন? সীতারাম প্রিয় ভ্রাতা শ্রীলক্ষ্মণই বা কোথায়? তুমি তো মা, পিতাকে ছাড়িয়া কখনও একাকিনী থাক নাই, "ত্বয়া বিনা ন মে তাতঃ কদাচিদ্রহসি স্থিতঃ" পিতা আমার তোমা ব্যতীত কখনও নির্জ্জনে থাকেন না, তবে আজ তুমি একাকিনী কেন মা? এই স্বর্ণভূষিত পর্য্যঙ্ক শূন্য পড়িয়া আছে, পিতার গৃহেও তিনি নাই, তবে কি তিনি জ্যেষ্ঠমাতা কৌশল্যা দেবীর গৃহে আছেন? মা সত্বর আমার পিতার সংবাদ বলুন, পিতার চরণে প্রণাম করিয়া মনের সকল সংশয় আমি মিটাইয়া আসি। তখন সেই

রাজ্যলোভে মোহিতা কৈকেয়ী অজ্ঞাত বিষয়ক আপন শুভ সংবাদ বলিলেন।

বলিলেন বৎস!

"যা গতিঃ সর্ব্বভূতানাং তাং গতিং তে পিতা গতঃ"।
"রাজা মহাত্মা তেজস্বী যায়জূকঃ সতাং গতিঃ"॥

অন্তে সকল প্রাণীর যে গতি হইয়া থাকে, তোমার পিতা সাধুগণ প্রতিপালক নিয়ত যাগশীল তেজস্বী মহাত্মা রাজা দশরথ সেই গতি লাভ করিয়াছেন।

কৈকেয়ীর নিকটে এই নিদারুণ বাক্য শুনিবামাত্র ভরত বজ্রাহতের ন্যায় ভূতলে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইলেন, মূর্চ্ছা ভঙ্গে অত্যন্ত কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, "হা তাত ক্ব গতোঽসি ত্বং ত্যক্ত্বা মাং বৃজিনার্ণবে" হা তাত! আমাকে দুঃখ-সাগর মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া তুমি কোথায় গমন করিলে? "অসমর্প্যৈব রামায় রাজ্ঞে মাং ক্ব গতোঽসি ভো" পিতঃ! আমাকে রাজা রামের হস্তে অর্পণ না করিয়া তুমি কোথায় যাইলে?

ভক্ত তুলসী গোঁসাই বলিতেছেন—

"সুনত ভরত ভয়ে বিবশ বিষাদা।
জনু সহমেউ করি কেহরিনাদা"॥

সিংহনাদে করী যেমন অত্যন্ত ভীত হয়, বিষাদে বিবশ প্রায় ভরত তেমনি ভীত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন—

"তাত তাত হা তাত পুকারী"।
"পরেউ ভূমিতলে ব্যাকুল ভারী"॥
"চলত না দেখন পায়ই তোহীঁ"।
"তাত ন রামহিঁ সোঁপেউ মোহী"॥

হা তাত! হা তাত! বলিয়া ভূমিতলে পড়িয়া ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে করিতে বিলাপ করিতে লাগিলেন, পিতা! তোমার গমনকালে আমি দেখিতে পাইলাম না, আমার ভার রামকে না দিয়া তুমি কোথায় গমন করিলে?

কৈকেয়ী রোরুদ্যমান ভূতলে পতিত ভরতকে তুলিয়া নয়ন মুছাইয়া দিয়া বলিলেন—"সমাশ্বসিহি ভদ্রং তে সর্ব্বং সম্পাদিতং ময়া" বৎস! আশ্বস্ত হও, তোমার মঙ্গল আমি সকল বিষয়ে সম্পাদন করিয়া রাখিয়াছি। ভরত কিছুই যেন বুঝিতে পারিতেছেন না। কৈকেয়ী কি বলিতেছেন তাহা যেন কর্ণে গেল না। মাতার মুখের পানে বিস্মিত চক্ষু রাখিয়া ভরত বলিতে লাগিলেন মা! এই নিমিত্তই কি আমি এত অমঙ্গল দর্শন করিতেছি? হায়! আমার ভাগ্যদোষে স্বপ্ন বৃত্তান্ত আজ সত্যে পরিণত হইল, কি কুক্ষণে আমি মাতুলালয় যাত্রা করিয়াছিলাম, যে পিতার গমন সময়েও কিছুমাত্র পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে পারিলাম না, পরে রাম ও লক্ষ্মণকে স্মরণ করিয়া বলিলেন, ভাই তোমরাই ধন্য পিতার শেষ সময়ে প্রাণ ভরিয়া পিতৃসেবা করিয়াছ, আমি অতি হতভাগ্য সন্তান, তাহা না হইলে পিতার শেষ সময়ে কেন থাকিতে পাইলাম না, বল মা! পিতা আমার কোন্ রোগাক্রান্ত হইয়া

দেহত্যাগ করিলেন? সেই ধর্ম্মাত্মা আমার পিতা মৃত্যুকালে আমাকে কি আদেশ করিয়া গিয়াছেন? হয় ত শেষ সময়ে পিতা আমাকে কতই স্মরণ করিয়াছিলেন, হায়! আজ আমরা চারি ভাই অনাথ হইলাম। পিতা আমায় এইরূপে কাঁদিতে দেখিলে সেই সুখস্পর্শ শীতল হস্ত দিয়া, নয়ন মুছাইয়া, অঙ্গের ধূলা ঝাড়িয়া, কোলে লইয়া, সকল জ্বালা নিভাইয়া দিতেন, হায়! পিতা আমায় শোক-সাগর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া কোথায় গমন করিলেন? এক্ষণে সেই সর্ব্বজনজীবন, শান্তিদাতা একমাত্র শ্রীরামের শ্রীচরণ ভিন্ন আর আমার অন্য গতি নাই।

"যো মে ভ্রাতা পিতা বন্ধুর্যস্য দাসোঽস্মি সম্মতঃ"।
"তস্য মাং শীঘ্রমাখ্যাহি রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ"॥

যিনি আমার পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু, সকলই, এবং আমি যাঁহার অভিমত দাস, সেই রাম কোথায় আছেন আমাকে সত্বর বলুন? বল মা, আমার তাপিত-হৃদয়ের শান্তিদায়ক, আমার জীবন মরণের বন্ধু, শেষের সম্বল, প্রাণের চিন্তামণি, রাম এক্ষণে কোথায়? আমি সেই সর্ব্বদুঃখহারী রামের শ্রীমুখ দর্শন করিয়া এ অসহ্য দারুণ পিতৃশোক নিবারণ করিব। আমি আশা করিয়াছিলাম পিতা হয়ত সর্ব্বগুণাকর রামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, তাই দূতের দ্বারা ত্বরায় আমায় আসিতে আদেশ করিয়াছেন, হায়! আজ আমার সকল আশা উৎপাটিত হইয়া সকল সাধে বাদ পড়িল। বল মা! ধর্ম্মজ্ঞ আর্য্য ব্যক্তিরা যাঁহাকে পিতৃতুল্য মান্য

করেন, পিতার প্রেতকার্য্য সমাধানান্তে শ্রীরাম এক্ষণে কোথায় অবস্থান করিতেছেন? বল, বল মা! আমার মৃতদেহে জীবন সঞ্চার হউক, আমি সেই জগৎ-জীবন রামের শীতল চরণতলে লুটাইয়া একবার প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া আসি, তাহা হইলে পিতৃ-বিয়োগ-জনিত এ ভীষণ-বহ্নি নির্ব্বাপিত হইবে। আর বল মা, পিতা আমার কেমন করিয়া কি বলিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন? তখন সেই ভয়বর্জ্জিতা কৈকেয়ী নির্ভয়ে ভরতকে বলিল ;—

"হা রাম রাম সীতেতি লক্ষ্মণেতি পুনঃ পুনঃ"।
"বিলপন্নেব সুচিরং দেহং ত্যক্ত্বা দিবং যযৌ" ॥

বৎস! তোমার পিতা বার বার হা রাম হা সীতা, হা লক্ষ্মণ বলিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এবং নিগড় দ্বারা হস্ত পদ বদ্ধ-হস্তীর ন্যায় কাল-পাশে বদ্ধ হইয়া রাজা এই বলিয়া বিলাপ করিয়াছেন, যে যাঁহারা সেই রাম, লক্ষ্মণ সীতাদেবীকে নগরে ফিরিতে দেখিবেন তাঁহারাই ধন্য। তখন সেই নিতান্ত সরল হৃদয় রামপ্রিয় ভরত দুঃখে বিষাদে অতি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, সে কি মা! সেই সত্যবাদী পুরুষপ্রবর জিতেন্দ্রিয় রাম এক্ষণে লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত কোথায় গমন করিয়াছেন?

অতি উৎসাহের সহিত কৈকেয়ী বলিল, রাজপুত্র রাম চীর ও জটা বল্কলধারী হইয়া দণ্ডকারণ্যে গমন করিয়াছে, ভ্রাতৃভক্তি দেখাইয়া লক্ষ্মণ, এবং পতিভক্তি দেখাইবার জন্য সীতাও রামের অনুগমন করিয়াছে।

ভরত শিহরিয়া উঠিলেন। ভরত বলিলেন, মা! তুমিও কি সন্তানের দুঃসময় দেখিয়া পরীক্ষা করিতেছ? আমি যে এ প্রহেলিকা কিছুই ভেদ করিতে পারিতেছি না? বল মা আমার রাম কি সত্যই এখানে নাই? সেই জিতেন্দ্রিয় শ্রীরামের লোক বিমোহন চরিত্রে এমন কি দোষ ঘটিয়াছে, যাহাতে তাঁহার প্রতি এই কঠোর শাসন? আর তিনি আজ নির্ব্বাসিত? তিনি ত ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করেন নাই? কোন নিষ্পাপ ধনাঢ্য ব্যক্তিকে হিংসা ত করেন নাই? রঘুরামচন্দ্র পরস্ত্রীর প্রতি ত আসক্ত হয়েন নাই?

কৈকেয়ী তখন হর্ষ গদ্‌গদ্ চিত্তে বলিল, যে রাম কাহারও প্রতি হিংসা, দ্বেষ, বা কাহারও ধন অপহরণ করেন নাই, কোন পরস্ত্রীকে চক্ষেও দেখেন নাই। তোমার পিতা রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার জন্য ত্বরা করেন, পূর্ব্বে রাজার নিকট দুই বর আমার প্রাপ্য ছিল, তোমার অনিষ্ট আকাঙ্ক্ষা করিয়া এক বরে আমি রামকে চতুর্দ্দশবর্ষ জন্য বনবাস দিয়াছি, অন্য বরে রাজা দশরথের এই অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবার জন্য তোমায় রাজা করিয়াছি।

বৃক্ষ যেমন বজ্রপাতে দগ্ধ হয় ভরত সেইরূপ হইলেন, হস্ত দ্বারা হৃদয় চাপিয়া হা পিতঃ হা ভ্রাতঃ হা সীতে বলিয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন।

"কৈকেয়ী পুনরপ্যাহ বৎস শোকেন কিং তব"।
"রাজ্যে মহতি সম্প্রাপ্তে দুঃখস্যাবসরঃ কুতঃ"॥

কৈকেয়ী পুনরায় বলিলেন, এখন কি দুঃখ করিবার সময়? উঠ বৎস শোক দূর করিয়া রাজ্য উপভোগ করিয়া আমার আশা পূর্ণ কর, আমি যে তোমার শুভ আগমন প্রতীক্ষায় পথ পানে চাহিয়া বসিয়াছিলাম।

হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল। নিষ্পন্দ, চিত্র পুত্তলিকার মত ভরত কৈকেয়ীর মুখপানে চাহিয়া আছেন, পরে ভাবিলেন এ কি হইল! এ কি স্বপ্ন দেখিতেছি! না ইহা যে স্বপ্নেরও অতীত! এ কি বিষম ভ্রমে পড়িলাম। নতুবা মা হইয়া কে কোথায় সন্তানকে বধ করে। বল মা আমার কি হইয়াছে? তুমি আমায় কি বলিতেছ, আমি যে সকলই তোমার অযোগ্য বাক্য শুনিতেছি।

কৈকেয়ী বলিল, তুমি বিপরীত কিছুই শ্রবণ কর নাই, আমি তোমার মঙ্গলের জন্যই এই সমস্ত কার্য্য করিয়াছি। তুলসীদাস বলিতেছেন—

"সুনি সুঠি সহমেউ রাজকুমারা।
পাকে ক্ষত যেন লাগু অঁগারা" ॥

রাজকুমার বড় ভয় পাইলেন, কৈকেয়ীর বাক্য পাকা ঘায়ে যেন জ্বলন্ত অঙ্গার ধরিল। এইবার ভরতের বাহ্যজ্ঞান আসিল, কুপিত এবং পদদলিত ফণীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া ভরত কৈকেয়ীকে দৃষ্টি দ্বারা দগ্ধ করতঃ বলিলেন, ওরে রাক্ষসি তোকে "মা" া, মাতৃনাম আর কলঙ্কিত করিতে চাহি না। রে পাপীয়সি!

তোর গর্ভে জন্মিয়াছি বলিয়া আমিও পাপিষ্ঠ। অতএব এ কলঙ্কিত জীবন আর আমি রাখিব না।

"অহমগ্নি প্রবেক্ষ্যামি বিষং বা ভক্ষয়াম্যহম্।
খড়্গেন বাথ চাত্মানং হত্বা যাস্তি যমক্ষয়ম্" ॥

আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া, অথবা বিষপান কিংবা খড়্গপ্রহারে আত্মহত্যা করিব। হায়! পিতা আমার এই মহাবিষ-সম্পন্না কালভুজঙ্গিনীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া এত দিন কি তাহা কিছুই জানিতে পারেন নাই? ওরে সূর্য্যবংশ কলঙ্কিনি! পতি পুত্র ঘাতিনি! সেই পবিত্রাত্মা নিষ্পাপ সর্ব্বজন-প্রিয় কমলদল-লোচন, শ্রীরামকে বনে পাঠাইয়া এখনও তোর পাষাণ হৃদয় দ্বিখণ্ডিত হইতেছে না?

অহো! রামের শোকে যে পাষাণও ফাটিয়া যায়? বিধাতা তোর হৃদয় কি দিয়া গড়িয়াছেন? রাম যদি তোমাকে মাতৃতুল্য না দেখিতেন, এখনি তোরে বিনাশ করিয়া আমার সকল জ্বালা দূর করিতাম। অরে হতভাগিনি! তুই কোন্ দোষে ধর্ম্মনিরতা একমাত্র পুত্রবতী মাতা কৌশল্যাদেবীকে পতি পুত্রবিহীনা করিয়াছিস্? ওই দেখ পাষাণি! পুরজন, রামশোকে প্রাণমাত্র রাখিয়া অশ্রুজলে ভাসিয়া আমার পাপমুখ দেখিয়া নিন্দা করিতেছে। রে ক্রূরাচরে! এ পাপের তোর আর প্রায়শ্চিত্ত নাই; তুই শীঘ্র বিষ ভক্ষণে বা উদ্বন্ধনে অথবা অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া পাপপ্রাণ ত্যাগ কর, ক্ষণকালবিলম্ব কর, এ চিরকিঙ্কর

রাম-দাস রামের অনুগমন করিয়া তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছে। ভক্ত তুলসীদাস বলিতেছেন—

“ধীরজ ধরি ভরি লেহিঁ উসাঁসা”।
পাপিনি সবহি ভাঁতি কুলনাশা” ॥

ধৈর্য্য ধরিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়িয়া ভরত তখন বলিল, পাপিনি! সর্ব্বরূপে কুল বিনাশ করিলি?

“জো পৈ কুরুচি রহী অসি তোহিঁ”।
“জনমত কাহে ন মারেসি মোহিঁ” ॥
“পেড় কাটি তৈঁ পল্লব সীঁচা”।
মীন জিয়ন হিত ধারি উলীচা” ॥

যদি এইরূপ কুরুচি পূর্ণই তোর অন্তর ছিল, আমি জন্মিবা মাত্র কেন তুই আমায় বিনাশ করিলি না? তরুমূল উচ্ছেদ করিয়া শিরে জল ঢালিতে চাহ? জল শূন্য করিয়া মীনের জীবন ইচ্ছা করিয়াছ?

“জবতে কুমতি কুমত মন ঠয়উ”।
“খণ্ড খণ্ড হোই হৃদয় ন গয়উ” ॥
“বর মাঁগত মন ভইনহিঁ পীরা”।
“জরি নঁ জীহ মুঁহ পরেউ ন কীরা” ॥
“অস কো জীব জন্তু জলমাহীঁ।
“জেহি রঘুনাথ প্রাণপ্রিয় নাহিঁ” ॥

"ভে অতি অহিত রাম তেউ তোহী ।
"কো তূ অহসি সত্য কহু মোহী" ॥

রে কুমতে ! এইরূপ কুমত মনে উদয় হইলে, তোর হৃদয় খণ্ড খণ্ড হইল না ? ধর্ম্মবন্ত রাজা দশরথের প্রাণনাশক এ বর প্রার্থনা করিতে তোর মনে ব্যাথা জন্মাইল না ? তোর পাপ-রসনা দগ্ধ হইয়া মুখে কীট জন্মাইল না ? এ জগতে জীব জন্তু এমন কেহ কি আছে, রঘুনাথ যাহার প্রাণপ্রিয় হন্ না ? সেই রাম তোর অপ্রিয় হইলেন ? কে তুমি যথার্থ করিয়া, আমায় বল ?

"জোহসি সোহসি মুঁহ মসি লাই।
"আঁখিওট উঠী বৈঠহু জাই ॥"

যে হও' সে হও, মুখে কালি লাগাইয়া আমার নয়ন অন্তরাল হইয়া যাও। এই বলিয়া ভরত সর্পের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে গভীর গর্জ্জনে পুরী কম্পিত করিতে লাগিলেন, "ইতি নির্ভৎর্স্য কৈকেয়ীং কৌশল্যা ভবনং যযৌ" ভরত শিথিল বসনে স্খলিত ভূষণে আরক্ত লোচনে মাতা কৌশল্যা দেবীর নিকট গমন করিলেন। "সাপি তং ভরতং দৃষ্ট্বা মুক্তকণ্ঠা রুরোদহ" কৌশল্যা ভরতকে দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিয়া বলিতে লাগিলেন। পুত্ররে ! তোর অবিদ্যমানে যে সকল সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, সে সকলই তুমি কৈকেয়ীর মুখে শুনিয়াছ—

"পুত্রঃ স ভার্য্যো বনমেব যাতঃ
সলক্ষ্মণো মে রঘুরামচন্দ্রঃ।

চীরাম্বরো বদ্ধজটাকলাপঃ
সন্ত্যজ্য মাং দুঃখসমুদ্রমগ্নাম্॥

আমার পুত্র রঘুনন্দন রামচন্দ্র চীরবস্ত্র পরিধান ও জটাভার বন্ধন পূর্ব্বক দুঃখ-সাগর-নিমগ্না আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, ভার্য্যা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে বনে গমন করিয়াছেন। পরক্ষণেই তিনি, 'রাম' 'রাম' করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

"হা রাম হা মে রঘুবংশনাথ,
জাতোঽসি মে ত্বং পরতঃ পরাত্মা।
তথাপি দুঃখং ন জহাতি মাং বৈ,
বিধির্বলীয়ানিতি মে মনীষা॥

হা রাম! হা রঘুবংশনাথ! তুমি পরাৎপর পরমাত্মা আমার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছ তথাপি দুঃখ আমায় পরিত্যাগ করিতেছে না। অতএব আমি নিশ্চয় করিয়াছি বিধাতাই বলবান; কৌশল্যা আবার বলিতে লাগিলেন—ভরত রে! "যখন রাম আমার সেই নীলোৎপল শ্যামকায় হইতে বসন ভূষণ খুলিয়া চীর বল্কল ধারণ করিলেন, বিস্ময়, বা হর্ষ তাঁহার কিছুই হইল না"।

"মুখ প্রসন্ন মন রাগ ন রোষূ।
সবকর সববিধি করি পরিতোষূ॥"

রাগ, দ্বেষ বিহীন প্রসন্ন-মনে সকলকে যথাবিধি পরিতোষ করিয়া "রাম লষণ সিয় বনহিঁ সিধায়ে" আমার রাম লক্ষ্মণ সীতা কাননে

গমন করিলেন—"গইউঁ ন সঙ্গ ন হিঁ প্রাণ পঠায়ে" আমি রামের সঙ্গেও গেলাম না, প্রাণও পাঠাইলাম না।

"য়হ সব ভা ইন আঁখিন আগে।
তউ ন তজত তনু জীব অভাগে॥
মোঁহি ন লাজ নিজ নেহ নিহারী।
রাম সরিস সুত মৈঁ মহতারী॥
জীয়ে মরে ভল ভূপতি জানা।
মোর হৃদয় শত কুলিশ সমানা"॥

আমারই নয়ন সম্মুখে এই সব হইল, তবুও পাপ প্রাণ তনু-ত্যাগ করিল না। ভরত রে! রাম হেন পুত্র আমার, রামের জননী আমি, তবুও আমার আপন স্নেহ দেখিয়া লজ্জা হইল না? রাজা জীবনাপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ জানিয়াছিলেন, শত বজ্রের মত কি আমার হৃদয়?

"যো এতেহু দুখ মেহিঁ জিয়াবা।
আজহুঁ কো জানৈ কা তেহি ভাবা"॥

এত দুঃখেও বিধাতা আমার প্রাণ যখন রাখিয়া দিয়াছে, তখন আরও বা কি তার মনে আছে তাহা কে জানে?

এই বলিয়া রামজননী কৌশল্যা আকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

ভরত কৌশল্যা জননীকে দেখিয়া, রাম বিরহ-জনিত নিজ দুঃখ বিস্মৃত হইলেন, তখন তাঁহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতে

লাগিল, তিনি অত্যন্ত দুঃখসূচক স্বরে কৌশল্যা দেবীকে বলিলেন, মা, কৈকেয়ী আমাদের হৃদয়ে যে দারুণ শেলাঘাত করিয়াছে ইহার বিন্দু বিসর্গ যদি আমার জানা থাকে তবে শত ব্রহ্মহত্যা, গো-হত্যা, স্ত্রী-হত্যার পাতক যেন আমায় স্পর্শ করে। মা! আর আমি কি বলিব, খড়্গ প্রহারে অরুন্ধতী সহিত বশিষ্ঠদেবকে বধ করিলে যে পাপ হয়, আমায় যেন সেই পাপ স্পর্শ করে। রঘুবংশ তিলক সত্যসন্ধ রাম যাঁহার মতানুসারে বনগমন করিয়াছেন তাঁহার যেন কোন কালে ধর্ম্ম শাস্ত্রানুমোদিত বুদ্ধি না হয়, এবং গুরুপত্নী গমনে, মিত্রদ্রোহী হওয়াতে, পিতামাতার শুশ্রূষা না করিলে, তৃষ্ণার্ত্তকে জল না দিলে, পৌষ্যবর্গকে পোষণ না করিলে, অপাত্রে দান করিলে, প্রাতঃকালে সন্ধ্যাকালে শয়ন করিয়া থাকিলে, পাদ দ্বারা গো-শরীর স্পর্শ করিলে যে পাপ হয়, সেই পাপ যেন আমার হয়।

এইরূপে ভরত অতি কঠোর কঠোর কত শপথই করিলেন। ভক্ত তুলসীদাসের ভরতের উক্তি বড় সুন্দর। ভরত তখন ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কৌশল্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"মাতু তাত কহঁ দেহ দিখাই।
কহঁ সিয়রাম লখণ দৌউ ভাই॥
কৈকেয়ী কত জনমী জগমাঝা।
জো জনমী তৌ ভই কিন বাঁঝা॥
কুল কলঙ্ক জেহি জনমেউ মোহীঁ।
অপযশ ভাজন প্রিয়জনদ্রোহী॥

কো ত্রিভুবন মোহিঁ সরিস অভাগী।
গতি অসি তোরি মাতু জেহিলাগী॥
পিতু সুরপুর বন রঘুকুলকেতু।
মৈ কেবল সব অনরথ হেতু॥
ধিক মোহিঁ ভবউ বেণুবন আগী।
দুসহ দাহ দুখ দূষণ লাগী॥”

মা! আমার পিতা কোথায়? কোথায় শ্রীরাম জানকী? কোথা বা স্নেহের ভ্রাতা লক্ষ্মণ? আমায় দেখাও। এ বিশ্বে কেন বা কৈকিয়ী রাক্ষসী জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, যদি জন্মাইল তবে কেন পাপিনী বন্ধ্যা হইল না? কুলের কলঙ্ক স্বরূপ আমায় জন্ম দিয়া, প্রিয়দ্রোহীকারী করিয়া ত্রিজগতে অপযশ ভাজন করিল। আমার ন্যায় দুর্ভাগ্য বুঝি ত্রিভুবনে কেহ নাই।

মা! যাহার জন্য আজ তোমার এই দুর্গতি, আমিই এই সমস্ত অনর্থের মূল, আমারই জন্য পিতা সুরপুরে গমন করিয়াছেন, আমারই জন্য রঘুকুল-কেতু রাম আজ বনে, ধিক্ আমায়। 'অগ্নি জ্বালা জ্বলিত বংশ' বনের সমান, আমি এই বংশ দাহন করিতে, সকলের উত্তাপের কারণ হইলাম।

“বিলপহিঁ বিকল ভরত দোউ ভাই
কৌশল্যা লিয় হৃদয় লগাই।”

তখন কৌশল্যাদেবী ভরতকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, ভরতের নয়নাশ্রু মুছাইয়া বলিতে লাগিলেন, পুত্র রে! আমি কি তোর স্বভাব জানি না?

"রাম প্রাণতে প্রাণ তুমহারে।
তুম্ রঘুপতিহি প্রাণতে প্যারে" ॥

তোমার প্রাণ রামের জীবনাধীন, তুমিও যে বৎস, রামের প্রাণ হইতেও প্রিয়।

"বিধু বিষ চুবৈ শ্রবৈ হিম আগী।
হোই বারিচর বারি বিরাগী ॥
ভয়ে জ্ঞান বরু মিটৈ ন মোহূ।
তুম্ রামহিঁ প্রতিকূল ন হোহূ ॥"

চন্দ্র যদি বিষ ক্ষরণ করে, শিশির হইতেও যদি বহ্নিপাত হয়, জলে যাহারা বিচরণ করে তাহাদের যদি কখন সলিলে বিরাগ উদয় হয়, জ্ঞানেও যদি কখন মোহনাশ সম্ভব না হয় তথাপি তুমি কখন রামের বিপক্ষ হইবে না।

তবে কেন এ কঠোর শপথ করিয়া, আমার দগ্ধ প্রাণের জ্বলিত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতেছিস? বল্ বাবা! কোথায় গেলে কি করিলে আমি এককালে পতিপুত্র-শোক উপশম করিতে পারিব? রামের সেই জলভরা আঁখি, সেই নবজলধর শ্যামকায় সেই প্রাণ মনহরা "মা" বলিয়া ডাকা, যতই মনে হইতেছে প্রাণ আমার তত ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে, জানি না বাবা! কৈকেয়ীর নিকট আমরা কোন্ দোষে দোষী ছিলাম?

"অস কহি মাতু ভরত হিয় লায়ে।
থন পয় শ্রবহিঁ নয়ন জল চ্ছায়ে" ॥

এই বলিয়া স্নেহময়ী মাতা কৌশল্যা ভরতকে হৃদয়ে ধরিলেন, স্নেহময়ী স্নেহরসে সিক্ত হইলে তাঁহার স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতে লাগিল। "অতিহিত মনহুঁ রাম ফিরি আয়ে" ভাবিলেন আমার প্রিয়তম প্রাণের রামই বুঝি ফিরিয়া আসিয়াছে।

এইরূপ অচেতনপ্রায় অবসন্নচিত্তে উভয়ে বিলাপ ও রোদন করিতে লাগিলেন। সে রাত্রি এমনই করিয়া কাটিল।

তৃতীয় চিত্র।

প্রভাতে ভরত বশিষ্ঠদেবের চরণ বন্দনা করিতে গিয়া পদমূলে লুটাইয়া ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে বলিলেন—

"পিতরি স্বর্গমাপন্নে রামে চারণ্যমাশ্রিতে।
কিং মে জীবিতুসামর্থ্যং প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্॥
হীনো ভ্রাত্রা চ পিত্রাচ শূন্যামিক্ষ্বাকুপালিতম্।
অযোধ্যাং ন প্রবেক্ষ্যামি প্রবেক্ষ্যামি তপোবনম্॥

দেব! রাম অরণ্যবাসী ও পিতা স্বর্গগামী হইলেন, তবে আমার আর জীবন ধারণের কি শক্তি আছে? আমি অনলে প্রবেশ করিব। আমি পিতা ও ভ্রাতার বিরহে এই ইক্ষ্বাকু বংশীয়-পালিতা শূন্যা অযোধ্যা নগরীতে প্রবেশ করিতে পারিব না, আমি তপোবনে বাস করিব।

তখন পুরহিতকারী রামগুরু বশিষ্ঠদেব সর্ব্ব শোক-দুঃখ-হর, পরম ঔষধ, একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান দিয়া শ্রীভরতকে সান্ত্বনা করিলেন।

তিনি ভরতকে উঠাইয়া হস্তদ্বারা অঙ্গের ধূলা ঝাড়িয়া স্নেহ-সূচকস্বরে অতি আদরের সহিত বলিলেন বৎস! শোক পরিত্যাগ কর, যেহেতু জ্ঞানী ব্যক্তির তাহা সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য, তোমার পিতা দশরথ বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং মহাজ্ঞানী সত্যধর্ম্ম তৎপর সত্য

পালন করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। আর তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণকে পুত্ররূপে পাইয়া রামনাম উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রাচীন দেহটা ত্যাগ করিয়া অক্ষয় আনন্দধামে অবস্থিত আছেন। শ্রীভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন—

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ" ॥

শেষ সময়ে, যিনি যে ভাব স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করিবেন, সেই ভাবনা দ্বারা তন্ময়চিত্ত হওয়ায় তিনি সেই ভাবই প্রাপ্ত হইবেন। তোমার পিতা রামগত চিত্ত হইয়া রাম নাম স্মরণ করিয়া রাম রাম জপ করিতে করিতে, চিরদিনের জন্য রামকে লাভ করিয়াছেন। বল ভরত! ইহাপেক্ষা সুখের আর কি আছে? কোটি কোটি জন্ম তপস্যা করিয়া কেহ বা শ্রীরাম চরণ লাভ করিতে পারে কেহ বা পারে না, জপ ক্রিয়া পূজা ধ্যান স্বাধ্যায়, জীবনের সমস্ত সঞ্চয় শুধু এই শেষ স্মরণটুকু রাখার জন্য। জীবের যুগযুগান্তরের অজ্ঞানকৃত ক্ষত সংস্কার পুঞ্জীকৃত, সেই শেষ দিনে অন্তরে কোন্ সংসার ভাসিয়া উঠিবে তাহা কে বলিতে পারে? তাই উঠিতে বসিতে চলিতে ফিরিতে সর্ব্বদা প্রতি শ্বাসে শ্বাসে নাম করিতে বলা যায়। রাজা দশরথ রাম ধ্যানে স্থির নেত্রে, রাম জ্ঞানে পরিপূর্ণ হৃদয়ে রাম নামে প্রাণ ভরিয়া "হা রাম রাম রামেতি" রাম নাম রসনায় উচ্চারণ করিয়া জড় দেহটা জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছেন, এইরূপে প্রাণপ্রয়াণ,

ইহাতে উৎসবের ন্যায় আনন্দজনক এবং বহু ভাগ্য সাপেক্ষ। ভরত! কেন তবে আর মুক্তিভাজন রাজার জন্য বৃথা শোক করিতেছ? আর জন্মনাশাদি বর্জ্জিত আত্মা অব্যয় ও নিত্য শুদ্ধ। আত্মা এবং অনাত্মা সম্বন্ধে বিচার করিলে শোকের অবকাশ থাকে না, ভরত! আত্মস্বরূপ সাধনা দ্বারা যদি একবার উপলব্ধি করিতে পারা যায়, তখন আর শোক মোহ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। জন্ম অপক্ষয়, বৃদ্ধি পরিণাম, বিনাশ, অস্তিত্ব, এই ষড়্‌বিকার দেহেরই হইয়া থাকে, এই শরীর অতিশয় অপবিত্র এবং নশ্বর, পঞ্চভূতের গড়া পঞ্চভূতময় দেহটার জন্য শোকে অধীর হওয়া সাজে না, ভরত! রামভ্রাতা তুমি, তুমিও কি অজ্ঞজনের আচরণ করিবে? আর "যাবজ্জননং তাবন্মরণং" জন্মিলে অবশ্যই মৃত্যু আছে।

"ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ো নষ্টাঃ সৃষ্টয়ো বহুশো গতাঃ।
শুষ্যন্তি সাগরাঃ সর্ব্বে কৈবাস্থা ক্ষণজীবিতে"॥

যখন কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে; অনেকানেক সৃষ্টি অতীত হইয়াছে সাগর সকলও বিশুষ্ক হয়; তখন আর ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্য জীবনে আস্থা কি?

"চলপত্রান্তলগ্নাম্বু বিন্দুবৎ ক্ষণভঙ্গুরম্।
আয়ুস্ত্যজত্যবেলায়াং কস্তত্র প্রত্যয়স্তব"॥

চঞ্চল পত্রের প্রান্ত-লগ্ন জলবিন্দুর ন্যায়, ক্ষণস্থায়ী আয়ু অসময়েও ফুরাইয়া যায়, তবে তাহাতে তোমার স্থায়ীত্ব বিশ্বাস কেন?

নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল জগতে অনিত্য বস্তুর প্রতি যে আসক্তি, তাহা কেবল অজ্ঞানী মূঢ়বুদ্ধিরই কার্য্য, এ জগতের সমস্তই ত স্বপ্ন-সঙ্গমের ন্যায় অস্থির। নিয়ত ক্ষয়শীল সর্ব্বদা গতিশীল জগতের সকল দ্রব্যই ক্ষণভঙ্গুর। "আপদঃ ক্ষণমায়াত্তি ক্ষণমায়াত্তি সম্পদঃ" এখানে একক্ষণেই আপদ, আবার সম্পদ, এই জন্ম, এই মৃত্যু, দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া যায়। একটু আনন্দ, একটু হাঁসি একটু শোক, একটু সন্তাপ, সকলই ভোজবাজী। তড়িৎ স্ফুরণের মত "ক্ষণমৈশ্বর্য্য মায়াতি ক্ষণম্যেতি দরিদ্রতা" ক্ষণকালের নিমিত্ত ঐশ্বর্য্য, আবার পরক্ষণেই পথের ভিখারী। দগ্ধ সংসার প্রত্যহ ক্ষয় হয়, "প্রত্যহ জায়তে পুনঃ" প্রত্যহ জম্মে, অতএব "জগৎ অনিত্য সুখ হীন তৃষ্ণা দুর্ব্বহ, চিত্ত সদা আকুল"। দেহের জন্ম মৃত্যু, মনের শোক মোহ, প্রাণে রক্ষুধা তৃষ্ণা এই মিথ্যা ষড়ূর্ম্মির আঘাত হইতে আপনাকে বাঁচাইতে হইলে অনন্য মনে শ্রীভগবানের চরণে শরণ লওয়া ব্যতীত ত্রিতাপ তাপিত ত্রিগুণ পীড়িত জীবের আর অন্য উপায় নাই।

জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখ মনুযান্তি পুনঃ পুনঃ।
বিমৃশন্তি ন সংসার পশবঃ পরমোহিতঃ" ॥

যাহারা এই সংসার বিচার না করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু, জরা দুঃখের অনুগামী হয়, তাহারা মানব হইয়াও পশু। অতএব শাস্ত সুধী জন এই মায়ার খেলায় মোহিত হইতে পারেন না। আর এই ত্বক্ অস্থি মাংস বিষ্ঠা মূত্র রেত্ রক্তাদি-

ময় পরিণাম ও বিকারী দেহ আত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। মনুষ্য অজ্ঞান জনিত এই দেহের ধর্ম্মকে আত্মার ধর্ম্ম মনে করিয়া দেহের বিনাশে আত্মার বিনাশ মনে করিয়া থাকে। নতুবা অচ্ছেদ্য অদাহ্য অক্লেদ্য অশোষ্য বিকার বর্জ্জিত অনন্ত সত্য নির্ব্বিকল্প জ্ঞান স্বরূপ আনন্দময় আত্মার কখনও বিনাশ নাই। আত্মা সর্ব্বদা নির্লিপ্ত আপনাতে আপনি পূর্ণ। ভরত! এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া তুমি আত্মসংস্থ হও। জীব জন্ম জন্ম কৃত কর্ম্মফলে পুনঃপুনঃ দেহ ধারণ করে, তাহার মধ্যে এই মানব জন্ম লাভ করা বড় দুর্ল্লভ। মানব—জন্মের প্রধান উদ্দেশ্য শ্রীভগবানকে লাভ করা। নতুবা শুধু মায়া হাটের ছায়া নাটে আপন স্বরূপ হারাইয়া হাঁসিয়া কাঁদিয়া অভিনয় করিবার জন্য এ জীবন নয়। এই সুখ দুঃখ হাসি কান্না সবই অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়ার রঙ্গ মাত্র। অতএব ইহাতে অভিভূত হওয়া তোমার মত লোকের কোন মতেই উচিত নহে। আর এই—

"নিঃসারে খলুসংসারে, বিয়োগো জ্ঞানিনাং যদা।
ভবেদ্বৈরাগ্য হেতুঃ স শান্তি সৌখ্যং তনোতি চ"॥

অসার সংসারে প্রিয় বিয়োগ, জ্ঞানিগণের বৈরাগ্যজনক হয় ও শান্তি সুখ দান করে। এই নিখিল দোষের আকর সংসারে বৈরাগ্যই সার বস্তু। জ্ঞান লাভ ভক্তি লাভ সহজেই হইতে পারে, কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ ধন বৈরাগ্য লাভ বড় দুর্ল্লভ।

শোক অতি পবিত্র বস্তু। শোকে সমস্ত মিথ্যা বস্তুকে মিথ্যা বলিয়া জানাইয়া দেয়, শোক মনুষ্যের চিত্তকে নির্ম্মল করে, শোক জীবের স্বার্থের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া দিয়া হৃদয়কে প্রসারিত করিয়া দেয়, দৃষ্টিকে বিশাল করিয়া দেয়, শোক, চিত্তের সমস্ত বৃত্তি—জীবিকা উচ্ছেদ করিয়া দিয়া অন্তরে অনন্তের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়, আর শোক হইতেই এই বৈরাগ্য লাভ হয়। এই বৈরাগ্য সহায় করিতে পারিলে, সমস্ত বাসনা কামনা দগ্ধ হইয়া যায়, এই বৈরাগ্যকে আশ্রয় করিতে পারিলে নিরাশ্রয় জীব চিরদিনের জন্য অভয় চরণাশ্রয় লাভ করিতে পারে। অন্য কোন কিছু থাকিলে যে, সে আসে না। শোকানলে সমস্ত যখন দগ্ধ হইয়া, হৃদয় শ্মশানের মত হয় তখন সেই শ্মশানেই শ্মশানবাসিনীর শুভ পদার্পণ হইয়া থাকে। অনিত্য ধনৈশ্বর্য্যে মত্ত হইয়া অহঙ্কার বশে আপন স্বরূপ হারাইয়া ভব বিকারোন্মত্ত জীব নিরন্তর তাণ্ডব নৃত্যে মাতিয়া আছে, কোথায় আপনার দেশ? কোথায় সে দেশের রাজা? কে তুমি, কেন আসিয়াছ? কি উদ্দেশ্য? জানিবার অবসর থাকে না। আপন অন্তর দেবতা যে হৃদয়েই শয়ান্ তাহা একেবারে বিস্মৃত হয়। একবারও ভাবিয়া দেখেনা তাঁহার সাড়া পায় কি না? বাহিরের দৃশ্যে নয়ন এতই আবদ্ধ যিনি দয়ামান দীর্ঘ নয়নে সর্ব্বদা চাহিয়া চাহিয়া ডাকিতেছেন, আপনার মাঝে ডুবিয়া জীব তাঁহাকে দেখিতে পারে না। হাহাকারোন্মত্ত, আশা বায়ুগ্রস্ত, দুর্ভাগ্য জীবের যখন এইরূপে অধঃপতন হইতে থাকে, সন্তান বৎসল, দুঃখহারী

দয়াল ঠাকুর দয়া করিয়া তখন রোগ শোক দুঃখ পাপে ম্রিয়মাণ জীবকে চৈতন্য দান করিয়া থাকেন, অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ড্যাকিয়া নিদ্রাচ্ছন্ন নয়নে জল প্রক্ষেপ করিয়া বলিয়া দেন দেখ জীব! "এখানে আস্থার বস্তু কিছুই নাই অনিত্য জগতের সকল পদার্থই অনিত্য, একমাত্র সত্য ধন শ্রীশ্রীভগবানের অভয় চরণ" ভরত! জীব কিন্তু এমন সুন্দর বৈরাগ্যকে ধরিয়া রাখিতে পারে না; যাঁহারা এই বৈরাগ্যকে স্থায়ী করিয়া সাধনা করিতে পারেন তাঁহারা এই শোক হইতেই অনন্ত কালের জন্য নিশ্চিন্ত হইবার উপায় লাভ করেন। ভরত তুমি অধৈর্য্য হইও না! আমার মনে হইতেছে, দশরথ বিয়োগ জন্য এবং শ্রীরাম বিরহ জনিত, যে শোক তোমার হইয়াছে, শোকপূর্ণ হৃদয়ের এই বৈরাগ্য লইয়া জীবের কল্যাণের নিমিত্ত তোমা দ্বারা ভগবান্ কোন্ মহৎ কার্য্য সাধন করাইয়া লইবেন। কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না, আর মঙ্গলময়ের কার্য্যের উদ্দেশ্য সকলই আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত। দেখ ভরত! জ্ঞানী এবং ভক্ত দুই প্রকারের সাধক আছেন। জ্ঞানী ব্যক্তি জগতকে মিথ্যা বোধ করিয়া, সুখ দুঃখ রূপ, মায়া রঙ্গের সাক্ষীস্বরূপে অবস্থান করেন, প্রকৃতি হইতে আপনাকে পৃথক জানিয়া সর্ব্বদা নিশ্চিন্ত ভাবে আত্মরতি আত্মক্রীড় আত্মারাম আত্মানন্দে মগ্ন থাকেন। আর ভক্ত সমস্তই তাঁহার স্নেহের দান বলিয়া আনন্দ মনে নতশিরে, সুখ দুঃখের পশরা বহন করিয়া থাকেন। সকল রূপের মাঝে তাঁহার প্রাণপ্রিয়কে দেখিয়া, সবের মধ্যে তাঁহার সাড়া পাইয়া, ভরিত

হইয়া যান। ভরত! তুমি অহং কর্ত্তা অভিমান ত্যাগ করিয়া তাঁহারই আজ্ঞাপালনে, তাঁহার প্রসন্নতালাভ মানসে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার কর্ম্ম কর। তোমার আত্মাকে হৃদয়-গুহাবাসী আত্মরামে সংলগ্ন করিয়া শোকজনিত মোহ ত্যাগ কর।

তুলসীদাস লিখিতেছেন—

বশিষ্ঠদেব বলিলেন—

"তাত বিচার করহু মনমাহীঁ।
শোচযোগ দশরথ নৃপ নাহীঁ॥

বৎস ভরত মনমধ্যে বিচার করিয়া দেখ, রাজার নিমিত্ত শোক করা উচিত হয় না। রাজা শোক যোগ্য নহেন—শোক করিবে কাহাদের জন্য?

"শোচিয় বিপ্র জো বেদ বিহীনা।
তজি নিজ ধর্ম্ম বিষয় লবলীনা॥
শোচিয় নৃপতি জো নীতি ন জানা।
জেঁহি ন প্রজা প্রিয় প্রাণ সমানা॥
শোচিয় বৈশ্য কৃপণ ধনবান্।
জো ন অতিথি শিবভক্তি সুজান্॥
শোচিয় শূদ্র বিপ অপমানী।
মুখর মানপ্রিয় জ্ঞান গুমানী॥

শোচিয় পুনি পতিবঞ্চক নারী।
কুটিল কলহ প্রিয় ইচ্ছাচারী॥
শোচিয় বটু নিজব্রত পরিহরই।
জো নহিঁ গুরু আয়সু অনুসরই॥

শোচিয় গৃহী জো মোহবশ
করৈ ধর্ম্মপথ ত্যাগ।
শোচিয় যতি প্রপঞ্চরত
বিগত বিবেক বিরাগ॥

শোচিয় পিশুন অকারণ ক্রোধী।
জননী জনক গুরু বন্ধুবিরোধী॥
সববিধি শোচিয় পর অপকারী।
নিজ তনু পোষক নির্দ্দয় ভারী॥
শোচনীয় সবহী বিধি সোই।
জো ন চ্ছাঁড়িচ্ছল হরিজন হোই॥

বিপ্র যদি বেদহীন হইয়া অসার বিষয়াসক্তবিলীন থাকিয়া নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ করে, তবে তাহারই শোকযোগ্য। রাজা যদি নীতিজ্ঞান শূন্য প্রজার অপ্রিয় হয়েন, ধনবান্ বৈশ্য যদি ব্যয়কুণ্ঠ হইয়া অতিথি ও দেবতায় ভক্তি না করে, শূদ্র যদি বিপ্র অবমাননা-কারী মুখর সম্মান প্রিয় জ্ঞানগর্ব্বী হয় তবে তাহাদের জন্য শোক করা উচিত। নারী যদি কুটিল কলহপ্রিয় ও ইচ্ছাচারিণী হইয়া পতিকে ছলনা করে, ব্রহ্মচারী যদি নিজব্রত ত্যাগ করে, গুরু

আদেশ পালনে যত্ন না করে, তবে তাহাদেরই জন্য শোক করা কর্ত্তব্য। গৃহী যদি মোহবশে ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করে, পরিব্রাজক যদি বিবেক-বিরাগ শূন্য হইয়া মিথ্যা মায়ায় লিপ্ত হয়, অনুশোচনা তাহাদের জন্যই করা উচিত। অকারণ ক্রোধী খল যাহারা পিতা মাতা গুরু ও বান্ধব বিরোধী, ইহারাই শোক যোগ্য পর অপকারী নিষ্ঠুর দেহ সুখ লইয়াই যাহারা ব্যস্ত, যাহারা কপটতা শূন্য হইয়া শ্রীহরির ভজনা না করে, তাহারাই সর্ব্বপ্রকারে শোক যোগ্য।

"শোচনীয় নহি কোশল রাউ।
ভুবন চারি দশ প্রগট প্রভাউ॥
ভয়উ ন অহৈ ন অব হোনি হারা।
ভূপ ভরত জস পিতা তুম্ হারা॥
বিধি হরিহর সুরপতি দিশিনাথা।
বরণহি সব দশরথ গুণ গাথা॥
সব প্রকার ভূপতি বড় ভাগী।
বাদি বিষাদ করিয় তেহি লাগী॥"

চতুর্দ্দশ ভুবনে যাঁহার শক্তির প্রচার সেই কোশলাধিপতি রাজা কখনই শোক যোগ্য নহেন। ভরত! তোমার পিতার মত রাজা হয় নাই, হইবে না, বিদ্যমান ও নাই, শিব বিরিঞ্চি শ্রীহরি, ইন্দ্রাদি দিক পালগণ দশরথ কীর্ত্তি কথা কেনা প্রচার করে? তিনকালে ত্রিভুবনে রাজা দশরথের মত সৌভাগ্য বুঝি কাঁহারও হয় নাই!

"রামলষণ তুম শত্রুহুন,
সরিস সুবন সুত জাসু"।

তুমি, লক্ষণ, রাম ও শত্রুঘ্নের ন্যায় যাঁহার পুত্র, সেই সৌভাগ্য ভাজন রাজার জন্য বৃথা কেন শোক করিতেছ ?

সাক্ষাৎ গুরু বশিষ্ঠ এইরূপ বুঝাইলে, অজ্ঞান জনিত মোহ ত্যাগ করিয়া ভরত বলিলেন গুরুদেব ! রাম, সীতা এবং লক্ষ্মণ দণ্ডকারণ্যে গমন করায় রাক্ষসী সদৃশী আমার জননীকে দেখিবামাত্র আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে।

অতএব আমি কৃতনিশ্চয় হইলাম, আমিও বনগমন করিয়া, "রামং সীতাসমেতং স্মিত রুচিরমুখং নিত্যমেবানুসেবে" ঈষৎ হাস্যযোগে রুচির বদন সীতা-সমেত রামকে নিয়ত সেবা করিব।

ভরত এইরূপ কৃত নিশ্চয় করিয়া বশিষ্টদেবের আদেশানুসারে যথাবিহিত পিতৃ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

চতুর্থ চিত্র।

পিতার প্রেতকার্য্য সমাধানান্তে ভরত করতলে কপোল সংন্যস্ত করিয়া বিষন্নচিত্তে ভূমিতলে উপবেশন করিয়া আছেন, শত্রুঘ্নও ভরতের নিকটে। এমন সময়ে "বসন বিভূষণ বিবিধ বনাই" নানাবিধ বসন ভূষণ অঙ্গে পরিয়া মন্থরা সেখানে আসিল, তাঁহারা জানিয়াছেন, এই লোমহর্ষণ কার্য্যের মন্ত্রণা দাত্রীই মন্থরা।

মন্থরাকে সম্মুখে দেখিয়া শত্রুঘ্ন জ্বলিয়া উঠিলেন।

"হুমকি লাত তকি কূবর মারা।
পরি মুঁহভরি মহি করত পুকারা॥
কূবর টূটেউ ফূট কপারূ।
দলিত দশন মুখ রুধির প্রচারূ॥
অহহ দৈব•মৈঁ কাহ নশাবা।
করত নীক ফল অনইস পাবা॥"

কূঁজ ফাটিয়া কপাল ফুটিয়া দন্ত ভাঙ্গিয়া মন্থরার মুখে রুধির বহিতে লাগিল। সে কাঁদিতেছে ও বলিতেছে হা বিধাতা আমি কি অন্যায় করিয়াছি? মঙ্গল করিতে গিয়া এই ফল লাভ হইল? শত্রুঘ্ন লাফ দিয়া তাহার পৃষ্ঠস্থিত কুব্জে পদাঘাত করিলেন। মন্থরা প্রাণভয়ে বিকট চীৎকার করিতেছে, তাহার চীৎকার শুনিয়া রাজমহিলাগণ সকলেই সেস্থানে উপনীত হইলেন, কৈকেয়ীও আসিলেন। কৈকেয়ীকে দেখিবামাত্র শত্রুঘ্নের ক্রোধাগ্নিতে কেহ যেন ঘৃতাহুতি ঢালিয়া দিল। কৈকেয়ী ক্রোধান্ধ শত্রুঘ্নের রোষ-কষায়িত মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভীত প্রাণে ধর্ম্মাত্মা ভরতের আশ্রয় লইলেন।

তখন বিবেকবান্ পরম শান্ত ভরত এই বলিয়া শক্রঘ্নকে নিরস্ত করিলেন, ভাই শক্রঘ্ন! অল্প বুদ্ধি ও মন্দমতি মন্থরাকে বধ করিলে কি ফল হইবে? আর স্ত্রীজাতি সকলেরই অবধ্য; অতএব ইহাকে বধ করিলে সেই ক্ষমাশীল দয়াসিন্ধু রাম হয় তো স্ত্রী-বধকারী বলিয়া আমাদের ক্ষমা করিবেন না। ভাই! পাপরূপ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া অবিহিত কার্য্য করা কখনই উচিত নয়। ক্রোধরূপ মহাশক্র মোক্ষপথের পরম বিঘ্নদায়ক "ক্রোধমূলো মনস্তাপঃ ক্রোধঃ সংসারবন্ধনম্" ধর্ম্মক্ষয়কর এই ক্রোধ, মনস্তাপের মূল; ক্রোধ সংসারের বন্ধন। শ্রীগীতায় ভগবান বলিয়াছেন—

"ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

ক্রোধ হইতে মোহ জন্মে, মোহ আত্মস্বরূপ বিস্মৃতি করিয়া দেয়, আপনাকে ভুলিলেই জীবের নাশ হয়, সৎবুদ্ধি নাশে জীব বিনাশ প্রাপ্ত হয়, (সৎবুদ্ধির নাশ হইলে সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ আপন প্রাণারামকে ভুলিয়া জীব মৃত্যুর পথে ধাবিত হয়); অতএব এই ক্রোধ রূপ চণ্ডালকে পরিত্যাগ কর। ভাই! অন্যায় কার্য্য করিলে রাম নিদয় হইবেন, শ্রীরাম অপ্রসন্ন হইলে এ ছার জীবনে আমাদের কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? মানব জীবনে উপার্জ্জনের বস্তু শুধু শ্রীভগবানের প্রসন্নতা। একমাত্র ভগবানের প্রসন্নতা অনুভব করিতে পারিলেই জীবনের সকল

সাধ আশা মিটিয়া থাকে, ভাই শত্রুঘ্ন! সেই সর্ব্বজন পরমাত্মা রামের চরণে চিত্ত স্থির করিয়া ক্রোধ পরিত্যাগ কর।

মহাধীর এবং মহাবীর শত্রুঘ্ন ভরতের এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র শিহরিয়া উঠিলেন। রাম ধ্যান, রাম জ্ঞান, রামের করুণাই যাঁহার একমাত্র ভরসা, "রাম অপ্রসন্ন হইবেন, রাম স্ত্রী-বধকারীকে ক্ষমা করিবেন না" এই একটি কথায় তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল। রামচিন্তা করিবা মাত্র রজস্তম পরাস্ত হইল। শুদ্ধ সত্বগুণোদয়ে আপন স্বরূপ পরমাত্মায় দৃষ্টি পতিত হইলে ক্রোধ জনিত মোহ ছুটিয়া যায়। শ্রীভগবানই যাঁহাদের একমাত্র বাঞ্ছনীয়, তাঁহাদের প্রাণের ঠাকুরের রূপ গুণ কর্ম্ম স্মরণ করিলে আর কি মোহ থাকিতে পারে? মোহ-ত মিথ্যা বস্তু, সত্য সনাতন পুরাণ পুরুষ পরমেশ্বরের স্মরণে আর মিথ্যার স্থান কোথায়? ভক্ত গাহিয়াছেন "স্মরিলে সে মুখ দূরে যায় দুখ এই গুণ শ্যামা মা'র রে।" সে মুখ স্মরণে যদি সব দুঃখ দূর না হয়, সব শোক, সব তাপ, সব জ্বালা, (কাম ক্রোধ লোভ মোহাদি) সমস্ত রিপুর উৎপীড়ন নিভিয়া না যায়, তবে ভালবাসা কই?

হায়! জীব এই বিষম মৃত্যু সংসার সাগরে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য রূপ পরম শত্রুর কবলে পড়িয়া আপনাকে হারাইয়া, অজ্ঞানবশে কত অবিহিত কার্য্যই করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহাদের সত্য সত্যই শ্রীভগবৎ চরণ বাঞ্ছনীয়, তাঁহারা যদিও প্রকৃতি কর্তৃক তাড়িত হইয়া দুরন্ত স্বভাব

বশে মায়ামোহে মোহিত হইয়া অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলেন, তাঁহারাও কিন্তু শত্রুঘ্নের মত বিবেক রূপ বুদ্ধির একটি কথায় জাগিয়া উঠেন। আমার প্রাণরূপী চিরবাঞ্ছিত প্রাণের ঠাকুর অপ্রসন্ন হইবেন শুনিলে, তাঁহাদেরও অন্তর কম্পিত হয়, আপন চৈতন্যে দৃষ্টি পড়ে, আর সেই সদা প্রসন্নময়ের শ্রীমুখ-কমল স্মরণ পথে উদয় হইবামাত্র সব শত্রু, ভয়ে পলাইয়া যায়, ভক্তও তখন বিশুদ্ধান্তঃকরণে ভরিত হইয়া বাঞ্ছিত দেবের চরণ কমলে হৃদয় মন লুটাইয়া থাকেন; বিশ্ব বিমোহিনী ত্রিগুণের খেলায় আর তখন ভক্ত বিমোহিত হয়েন না। আত্মাতে যার লক্ষ্য থাকে, সে কি আর রাগ দ্বেষের বশীভূত হয়? আমি মাত্র যন্ত্র, যন্ত্রী সেই একমাত্র রাম। তাঁহারই আদেশ পালন করিয়া সাধক সুখে কালাতিপাত করে। তাঁহারই স্মরণে সকল কামনা বাসনা বিনাশ হয়, আপন আনন্দে আনন্দ স্বরূপে স্থিতিলাভ করিতে পারে।

ভরতের কথা শুনিয়া লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন দোষযুক্ত উক্ত কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

পঞ্চম চিত্র।

ত্রয়োদশ দিবস গত হইল। রজনীর শেষ যাম। গগনে ম্লান চন্দ্রমা মৃদু রশ্মি বিতরণ করিতেছেন ফুলকুল যেন অনিচ্ছায় আপনাদের অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া ধীরে ধীরে বিকশিত হইতে ছিল, মৃদু মন্দ বসন্ত বায়ু সকলকে জাগাইয়া দিয়া এক একবার বহিয়া যাইতেছে, তখনও বিহঙ্গকুলের নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই, এক একটি পাখী বড় করুণাস্বরে স্বর তুলিতে ছিল। আজ ভরতের অভিষেকের দিন। প্রহরে প্রহরে যে সকল বাদ্য ধ্বনিত হইত, বশিষ্ঠ দেবের আদেশানুসারে তাহা এককালে বাজিয়া উঠিল। তখন সেই গম্ভীর তূর্য্যধ্বনি শোক সন্তপ্ত ভরতকে আরও শোকাকুল করিয়া, যেন আকাশ মণ্ডল প্রতি-ধ্বনিত করিয়া তুলিল। তখন ভরত জাগরিত হইয়া, "নাহং রাজেতি চোক্ত্বা" আমি রাজা নহি—বলিয়া সেই শব্দ নিবারণ করিয়া শত্রুঘ্নকে বলিলেন, শত্রুঘ্ন! দেখ কৈকেয়ী লোকের কি মহৎ অপকার করিয়াছে। "বিসৃজ্য ময়ি দুঃখানি রাজা দশরথো গতঃ" রাজা দশরথ সমস্ত দুঃখভার আমার উপর নিক্ষেপ করিয়া স্বর্গে গেলেন। মহাত্মা দশরথের ধর্ম্ম লব্ধ রাজ্য শ্রী, জলমধ্যে নাবিক বিহীন নৌকার ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে, "যো হি নঃ সুমহান্ নাথঃ সোঽপি প্রব্রাজিতো বনম" আর যিনি আমাদের রক্ষা কর্ত্তা, আমার জননী ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজেই সেই রঘুনন্দন রামকে বনবাসিত করিয়াছেন। ভরত

এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে সেই রাজনীতিজ্ঞ বশিষ্ঠদেব ইক্ষ্বাকুনাথের দেবসভা-তুল্য রাজসভায় শিষ্যগণ পরিবৃত হইয়া দ্বিতীয় ব্রহ্মার ন্যায় প্রবেশ করিলেন। উৎকৃষ্ট আস্তরণ সমাবৃত স্বর্ণময় পীঠে উপবেশন করিলে "অদৃশ্যত ঘনাপায়ে পূর্ণচন্দ্রেব শর্ব্বরী" শরৎকালে পূর্ণচন্দ্র সমন্বিতা রাত্রি যেরূপ মনোহর হয়, সেই বিদ্বজ্জনাধিষ্ঠিতা মনোহারিণী সভা সেইরূপ মধুর-দর্শনা হইল।

বশিষ্টদেব তখন ভরতকে আনয়ন করিয়া বলিলেন আজ তোমার অভিষেকের দিন, "বৎস রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যামস্ত্বামদ্য পিতৃশাসনাৎ" বৎস! তোমার পিতার আদেশ মত আজ আমরা তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করাইব, "অভিষেকো ভবত্বদ্য মুনিভির্মন্ত্র পূর্ব্বকম্" মুনিগণ মন্ত্রপাঠ করিয়া অদ্য তোমার অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। তুমি অমাত্যদিগকে আনন্দিত করতঃ পিতা ও ভ্রতার প্রদত্ত এই অকণ্টক রাজ্য ভোগ কর।

"তচ্ছ্রুত্বা ভরতো বাক্যং শোকেনাভি পরিপ্লুতঃ।
জগাম মনসা রামং ধর্ম্মজ্ঞো ধর্ম্ম কাঙ্ক্ষয়া" ॥

ধর্ম্মজ্ঞ ভরত সেই কথা শুনিয়া অতিশয় শোকাকুল হইলেন, ধর্ম্ম লাভ আকাঙ্ক্ষায় পূর্ব্বে মনে মনে রামকে স্মরণ করিলেন।

"স বাষ্পকলয়া বাচা কলহংসস্বরো যুবা।
বিললাপ সভামধ্যে জগর্হে চ পুরোহিতম ॥

পরে সেই যৌবন সম্পন্ন কলহংসতুল্য স্বরসম্পন্ন ভরত, পুরোহিত বশিষ্ঠকে নিন্দা করতঃ এইরূপ বিলাপ করিতে

লাগিলেন। শ্রীরাম—বিরহসন্তপ্ত ভরত, বশিষ্টদেবের চরণ মূলে পতিত হইয়া তখন বলিলেন,

"উত্তর দেউঁ ক্ষমব অপরাধূ।
দুখিত দোষগুণ গণহিঁ ন সাধূ"।

প্রভু উত্তর দিতেছি, আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন। যেহেতু দুঃখীর দোষ গুণ সাধুগণের গ্রহণীয় নয়। আর সন্তান পিতা মাতার নিকট চিরদিনই ক্ষমার পাত্র।

দেব! সেই অনন্ত করুণাধার শ্রীরাম বিরহে প্রাণ আমার সর্ব্বক্ষণ দগ্ধ হইতেছে, তাহার উপর, আপনার মুখে রাজা হইবার কথা, আমার ক্ষত স্থানে যেন জ্বলন্ত অঙ্গার ধরিতেছে।

"মোহিঁ রাজ্য হঠি দেহহু জবহীঁ।
রসা রসাতল জাইহি তঁবহীঁ"।

আমাকে জেদ করিয়া যদি রাজ্য দেন্ তবে আমার পাপে, অবশ্য পৃথিবী রসাতলে গমন করিবে।

"মোহীঁ সমান কো পাপ নিবাসী।
জেহিলগি সীয়রাম বনবাসী"॥
বিধুরঘুবীর বিলোকিয় বাসূ।
রহে প্রাণ সহি জগ উপহাসূ॥
কহুঁলগি কহউঁ হৃদয়-কঠিনাই।
নিদরি কুলিশ জেহি লহী বড়াই॥

পাপাময় আমার মত আর কে আছে? যাহার জন্য সীতা রামের বনবাস? রামশূন্য গৃহ দেখিয়াও, বিশ্বজন-উপহাসী হইয়াও প্রাণ আমার থাকিল? বজ্রকে পরাজয় করিয়া যে প্রাণ আমার গৌরব লাভ করিয়াছে, সে হৃদয়ের কঠিনতা আমি কেমন করিয়া প্রকাশ করিব?

"গুরু বিবেক সাগর জগ জানা।
জিনহিঁ বিশ্ব করবদর সমানা" ॥

শ্রীগুরু অপেক্ষা জ্ঞানবান্ ও জ্ঞানদাতা আর কেহ নাই, জগতে সকলেই জানে, এ বিশ্ব যাঁর হস্তস্থিত কুলফল সমান, সেই শ্রীগুরু আপনি, আপনিও যখন এরূপ বলিতেছেন? তখন

"আন উপায় মোহিঁ নহিঁ সূঝা।
কো জিয়কী রঘুবর বিনু বূঝা ॥

আমার প্রাণের জ্বালা রাম বিনা আর যে কেহই বুঝিবে না তাহা আমি জানিলাম।

বল প্রভু! "চরিত ব্রহ্মচর্য্যস্য বিদ্যাস্নাতস্য ধীমতঃ।
ধর্ম্মে প্রযতমানস্য কো রাজ্যং মদ্বিধো হরেৎ" ॥

যিনি ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সম্যক্ কৃতবিদ্য হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানেই রত আছেন, আমার ন্যায় কোন্ ব্যক্তি সেই ধীমানের রাজ্য হরণ করিতে পারে?

"শোক-সমাজ রাজকেহি লেখে।
লষণরামসিয়পদ বিনু দেখে" ॥
বাদি বসনবিনু ভূষণ ভারূ।
বাদি বিরতি বিনু ব্রহ্ম বিচারূ ॥
সরুজ শরীর বাদি সব ভোগা।
বিনু হরিভক্তি জায় জপ যোগা ॥
জায় জীব বিনু দেহ সুহাই।
বাদি মোর সব বিনু রঘুরাই ॥

সীতারাম লক্ষ্মণের শ্রীচরণ না দেখিয়া রাজ্যকে আমি শোক-সমাজ বলিয়া মনে করিতেছি। বসন বিহীন অঙ্গে যেমন ভূষণ ভার স্বরূপ হয়, বৈরাগ্য বিনা যেমন ব্রহ্মের বিচার কিছুই নয়, রুগ্ন শরীরে যেমন ভোগ বৃথা, হরিভক্তি বিনা যেমন জপ যোগ হয় না, প্রাণশূন্য সুন্দর শরীর যেমন কাজে লাগে না, রঘুবর বিনা আমার দেহ মন প্রাণ ইন্দ্রিয় রাজ্য ও সেইরূপ।

অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের রাজা, বৃহৎ হইতে অণু পর্য্যন্ত সকল হৃদয়ের রাজা, একমাত্র পরম পুরুষ মায়া মানুষ বেশী শ্রীরাম। এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা, সকলের ভর্ত্তা এবং সকলের বিধাতা যিনি, সর্ব্বদা স্বস্বরূপে অবস্থান করিয়াও যিনি জীবের হিতার্থে অবতার গ্রহণ করিয়া জীব শিক্ষার্থে নানা লীলা প্রচার করেন, রাজা তিনিই, এ যে রামের রাজ্য, রামময় সব।

কথং দশরথাজ্জাতো ভবেদ্রাজ্যাপহারকঃ"।
রাজ্যঞ্চাহঞ্চ রামস্য ধর্ম্মং বক্তুমিহার্হসি" ॥

যে ব্যক্তি রাজা দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সে কেমন করিয়া পরের রাজ্য অপহরণ করিবে? রাজ্য রামের, আমরা তাঁহার অধীন। এমন স্থানে আপনার আমাকে ধর্ম্মানুমোদিত বাক্য বলাই উচিত। সেই গুণশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই রাজা দশরথের রাজ্যলাভ করিবার উপযুক্ত।

"ইহস্থো বন দুর্গস্থং নমস্যামি কৃতাঞ্জলিঃ।
রামমেবানুগচ্ছামি স রাজা দ্বিপদাং বরঃ"॥

আমি এখানে থাকিয়াই অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া সেই দুর্গম অরণ্য-স্থিত নরবর রামকে প্রণাম করিতেছি, তিনিই এ রাজ্যের রাজা, আমি তাঁহার চিরকিঙ্কর মাত্র। সভাসদগণ ভরতের সাধুবাক্য শুনিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল, সকলেরই নয়ন অশ্রুভরিত।

কিছু পূর্ব্বে যে ভরত সকলেরই অপ্রিয় হইয়াছিল, এক্ষণে সেই ভরতকে সকলেই ধন্য ধন্য করিয়া বলিল "ধন্য ভরত জীবন জগমাহীঁ"—জগত মাঝে ভরতের জীবনই ধন্য। ভক্তের জীবন বড় পরীক্ষার জীবন, অথবা ভক্তকে আপনার মত করিয়া লইতে তিনি এইরূপেই ভক্তের সহিত খেলা খেলেন। রাম প্রিয় যিনি তিনি সকলের প্রিয় না হবেন কেন? ভক্তের আবার শত্রু কোথা? ভক্তের প্রতি সন্দেহ! তাহা কতক্ষণ থাকে? শ্রীভগবান্ যে আপনি আসিয়া স্বহস্তে সকলের মনের সংশয় মুছাইয়া ভক্তের মহিমা প্রকাশ করেন।

"ভরতহিঁ কহহিঁ সরাহি সরাহী।
রাম প্রেম মূরতি তনু আহী"॥

ভরতকে অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া তখন, সকলেই বলিল, ভরত যে, শ্রীরাম প্রেমের মূর্ত্তি। শ্রীরামচন্দ্রের প্রাণ তুল্য ভ্রাতা যে ভরত? এমনই বা না হবে কেন? ভক্ত তুলসীদাস আবার বলিতেছেন যে পামর জড়তা বশে মাতার নিন্দায় ভরতকে নিন্দিত করিবে, "বশহি কল্পশত নরকনিকেতা" সে শতকল্প নরক মধ্যে বাস করিবে।

"অহি-অঘ-অবগুণ মণি নহিঁ গহই।
হরৈ গরল দুখ দারিদ দহই"॥

মণি সর্পের মাথায় থাকিলেও, অহির কলুষ দোষ তাহাতে স্পর্শ করে না, পরন্তু ইহা দারিদ্র্য দুঃখ দূর করে, এবং বিষতাপ হরণ করে। তখন ভরত অমাত্য কুটুম্ব ও জননীদিগকে বলিলেন, মাতৃগণ।

"দেখে বিণ রঘুবীর পদ।
জিয়কী জরন না যায়"॥

শ্রীরামের শ্রীচরণ দর্শন ব্যতীত জীবনের জ্বালা আমার যাবে না। অতএব কাল সুপ্রভাতে অযোধ্যাকুলভূষণ শ্রীরামকে ফিরাইয়া আনিতে আমরা বনযাত্রা করিব।

"যদ্যপি মৈঁ অনভল অপরাধী।
ভই মহি কারণ সকল উপাধী॥
তদপি শরণ সম্মুখ মোহীঁ দেখি।
ক্ষমি সব করিহহিঁ কৃপা বিশেষী॥

অরিহুক অনভল কীহু ন রামা।
মৈঁ শিশু সেবক যগ্যপি বামা"॥

"মোর জন্ম রঘুবরবনলগি।" রাম বনবাসের জন্যই আমার জন্ম। যদিও অপকারী অপরাধী আমি, যদিও আমি অজ্ঞান শিশু, তথাপি শরণাগত আমাকে রাম নিশ্চয় ক্ষমা করিবেন। তিনি তো কখনও শত্রুরও অপকার করেন না। "তবাস্মি" বলিয়া যে তাঁহার শরণ গ্রহণ করে, তিনিই তো বলিয়াছেন, "অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতৎ ব্রতং মম" "সেই সমস্ত ভূতগণকে আমি অভয় দিয়া চিরনিশ্চিন্তের পথ দেখাইয়াছি, এই আমার ব্রত" আর কৈকেয়ী! সে রাক্ষসী আমার জননী হইলেও এইক্ষণে তাহাকে বধ করিতে পারি, "কিন্তু, মাং নো রঘুশ্রেষ্ঠঃ স্ত্রীহন্তারং সহিষ্যতে"। তাহা হইলে রাম আমাকে স্ত্রীহন্তা বলিয়া ক্ষমা করিবেন না। অতএব এক্ষণে কৈকেয়ীর অভিরুচি যাহা হয় করুক্।

রাম যতদিন না আসিবেন, তাঁহার শুভাগমন কামনায় আমি জটাবল্কলধারী হইয়া অনশনে কঠোর তপস্যা সাধনে এ জীবনপাত করিব।

সম্মুখে কৈকেয়ী! ভরত পুনরায় রোষকটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া কৈকেয়ীকে বলিলেন অরে হতভাগিনি! তুই কি জানিস্ না "জ্যৈষ্ঠং পিতৃসমং রামং কৌশল্যাত্মামাত্মসম্ভবম্"। কৌশল্যা-গর্ভসম্ভূত রাম নিয়ত বন্ধুগণের আশ্রয় স্থান। রে রাক্ষসি! দেখ্ কি কার্য্যের কি ফল? অদ্য তোর মনোবাসনা পূর্ণ হইবে, রাম

যেখানে গিয়াছেন, আমিও চলিলাম, অবিলম্বে দেখিবি রামশূন্য অযোধ্যায়, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি কেহই থাকিবে না, শূন্য অযোধ্যায় তুই এখন সুখে রাজ্যভোগ কর।

তখন সুমন্ত্রকে ডাকিয়া ভরত বলিলেন।

"তূর্ণং ত্বমুত্থায় সুমন্ত্র গচ্ছ
বলস্য যোগায় বলপ্রধানান্।
আনেতুমিচ্ছামি হি তং বনস্থং
প্রসাদ্য রামং জগতো হিতায়॥"

সুমন্ত্র! আমি সেই কাননস্থিত রামকে জগতের হিতার্থে এখানে আনিতে ইচ্ছা করি, সত্বর তুমি সৈন্যদিগকে প্রস্তুত হইতে বল এবং অযোধ্যাবাসীগণকে এশুভ সংবাদ জ্ঞাপন করাও।

ভ্রাতৃবৎসল ভরত এইরূপ বলিলে, হৃষ্টচিত্তে ইষ্ট বিবরণের ন্যায় সুমন্ত্র সকলকেই সেই আদিষ্ট বিষয় জানাইলেন।

"লোগ বিয়োগ বিষম বিষ দাগে।
মন্ত্র সজীব সুনত জনু জাগে॥
তা সবকে মন মোদ ন থোরা।
জনু ঘনধনি শুনি চাতক মোরা॥

বিষম বিয়োগ বিষে দগ্ধ লোক সমস্ত, সঞ্জীবনীমন্ত্র শুনিয়া যেন জাগিয়া উঠিল জলদগর্জ্জনে যেমন চাতক এবং ময়ূর আনন্দিত হয় সকলেরই মনে তেমনি প্রচুর আনন্দ উৎপাদিত হইল।

তুলসীদাস পুনরায় বলিতেছেন।—

"জেহি রাখহিঁ ঘর রহু রখবারী।
সো জানৈ জনু গরদন মারী॥
কোউ কহ রহন কহিয় নহিঁ কাহূ।
কো ন চহৈ জগ জীবন লাহূ" ॥

গৃহ রক্ষা করিতে যাহাকে ঘরে থাকিতে বলা হয়, সে বুঝিল যেন তাহাকে গলা ধাক্কা দিতেছে, কেহ আর কাহাকেও থাকিতে বলে না, আহা, জীবনের ফল জগতে কে না বল লাভ করিতে চায়?

"ততঃ সমুত্থায় কুলে কুলে তে
রাজন্য বৈশ্যা বৃষলাশ্চ বিপ্রাঃ॥
অযূযুজন্নুষ্ট্ররথান্ খরাংশ্চ।
নাগান্ হয়াংশ্চৈব কুলপ্রসূতান্॥

পরে গৃহে গৃহে সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্রেরা সচেষ্ট হইয়া উষ্ট্র রথ খর হস্তী ও সৎকুলজাত অশ্ব সজ্জিত করিলেন।

শ্রীরাম বিরহে যে ভীষণ শোকবহ্নি জ্বলিতেছিল, ক্ষণকালের জন্য তাহা নির্ব্বাপিত হইল; শ্রীরাম দর্শন লালসায় সকলের হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। অবিলম্বে অযোধ্যার নরনারী পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ অবধি বনগমনের জন্য উৎসুক হইল।

ষষ্ঠ চিত্র।

"কিয়ে জাহিঁ চ্ছায়া জলদ।
সুখদ বহত বর বাত ॥
তস মগ ভয়উ ন রামকহঁ।
জস ভা ভরতহি জাত ॥"

মহাত্মা তুলসীদাস বলিতেছেন—জলপ্রাত না করিয়া জলদ ছায়াদান করিল, কাননে মৃদু মন্দ সমীর প্রবাহিত হইল। ভক্তের গমন সময়ে যেরূপ পথের গতি হইয়াছিল, রঘুপতির বনগমন কালেও তেমন হয় নাই।

আপন হৃদয়রাজ্যের রাজাকে রাজ্যাভিষিক্ত করাইবেন, এই মানসে ভরত বনযাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার রাম ফিরিয়া আসিবেন, তাই সঙ্গে চতুরঙ্গ সেনা হয় হস্তী। তিনি মহা সমারোহে রাম দর্শনে যাইতেছেন। আগে পাছে সকলে অতি আনন্দ সহকারে রাম জয়ধ্বনি দিতে দিতে বনভূমি প্রকম্পিত করিয়া তুলিতেছে, রাম দর্শন আশায় প্রতিক্ষণে তাহাদের অন্তরে আনন্দের তড়িৎ ছুটিয়া যাইতেছে, তাই সকলে একতানে আরও উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি দিতেছে।

আর তৃষিত ভরত? নবঘনশ্যাম জলদ রাম চরণ-কমল-সুধা পান করিয়া তাহার তাপিত হৃদয়ের অসীম তৃষ্ণা মিটাইতে যাইতেছেন, কিন্তু তবুও ভরত যেন শোকে হর্ষে বিষাদে কেমনই

একরূপ হইয়া গিয়াছেন। তিনি রামচরণ উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া শ্রীরামের প্রসন্নতা ভিক্ষা করিয়া পদব্রজে যেন মন্ত্রমুগ্ধবৎ চলিতেছেন। ভরতের চিত্তে আজ কতই চিন্তার উদয় হইতেছে, কখন ভাবিতেছেন, আজ আমারই জন্য সীতা-রাম বনবাসী। হায়! এমনই মন্দ ভাগ্য আমার, এমন রাক্ষসীর গর্ভে আমি জন্মিয়াছিলাম! এ কলঙ্ক আমার কখনই মুছিবে না, কেমন করিয়া সেই স্নেহময় পিতৃতুল্য অগ্রজের নিকট মুখ দেখাইব? কিরূপে বলিব পিতা আমার দেহত্যাগ করিয়াছেন? হায়! তিনি এক্ষণে বনবাসী হইয়াও আমার জন্য সুখী হইতে পারিবেন না, কারণ এই সমস্ত দুঃখকাহিনী তাঁহাকে নিবেদন করিতে যাইতেছি। আর রাম যদি অযোধ্যায় ফিরিয়া না আসেন, তবে রামশূন্য অযোধ্যায় আর আমি ফিরিব না; যেখানে রাম নাই সেস্থান শ্মশানতুল্য, রাম যেখানে বাস করেন, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডরাজ্যের ঐশ্বর্য্য সেইখানে। রামশূন্য রাজ্য ত অরণ্য তুল্য। সেখানে শুধুই হিংস্র জন্তু শ্বাপদ-কুলের কোলাহল, শুধুই অজ্ঞান জনিত শোক দুঃখ হাহাকার। শ্রীরাম যেখানে বাস করেন, সে ধাম শুধুই আনন্দ, শুধুই শান্তি, জ্ঞান ভক্তির মিশ্রণে ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের অপূর্ব্ব ভাব। আমি সেই দেব দুর্ল্লভ শ্রীরাম-চরণকমল ছাড়িয়া কোথাও যাইব না।

আর এই রামশূন্য রাজ্য আর ভগবান্ শূন্য সংসার, ইহা একই রূপ। ভগবান্ শূন্য সংসারে শুধুই জ্বালা-মালা, শুধুই হাহাকার। দেখনা কেন চির-শান্তিময় ও চির তৃপ্তিময়

ভগবানকে ভুলিয়া কে কবে নিত্যতৃপ্ত হইয়াছে? বলনা ক্ষণ-বিধ্বংসী জগতে চিরতৃপ্তিকর পরম রমণীয় এমন কোন্ বস্তু আছে যাহা দ্বারা সে চির নিবৃত্তি লাভ করিতে পারে? এখানে দুই দণ্ডের দ্রব্য বিদ্যুতের ন্যায় নয়ন মন ঝলসাইয়া দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া যায়, পরিণামে সেই প্রিয় বস্তুই তাহার আরও দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। আর ভগবানকে লইয়া সংসার করিতে পারিলে. তাহার আর সুখ দুঃখে কিছুই করিতে পারে না—"ও তার চৌদ্দ ভুবন ধ্বংস হলেও আস্‌মানেতে বানায় ঘর"-শুধুই শান্তি ও আনন্দে সে যে পরিপূর্ণ হইয়া আত্মারামে ভরিত হইয়া থাকে। সে যে, প্রেমাস্পদের প্রেম সমুদ্রের মাঝে ডুবিয়া সকল কামনা হইতে অবসর লইতে পারে।

আত্মসুখ কামনা ও ভোগ বাসনা নাশ হইলেই মনোনাশ হয়, মনোনাশ হইলে তত্ত্বাভ্যাস হইয়া থাকে, মনকে জয় করিতে পারিলেই জগৎ জয় করা যায়, জগৎ জয়ী হইলেই আপন উৎপত্তি স্থানে স্থিতি লাভ করিতে পারা যায়।

রাম ভক্ত ভরত ইহা জানিয়াছেন, তাই বলিতেছেন, আমি রাম চরণ ছাড়িয়া আর কোথাও যাইব না।

পরক্ষণেই শ্রীভরতের মনে সংশয় উদয় হইল, ভরত ভাবিলেন, করুণাসাগর শ্রীরাম তো আমার মত দুর্ভাগা দীনকে চরণ সেবার অধিকারী করিবেন? এ নিদারুণ কথা ভরত স্মরণ করিতে পারিলেন না। ভক্তিপূর্ণ চিত্তে ভরত তখন মনে মনে শ্রীরাম চরণে প্রণাম করিলেন। শ্রীরামের রূপ গুণ স্মরণ

হইবামাত্র, ভরতের মনের সংশয় ছিন্ন হইয়া গেল। ভরত ভাবিলেন, আমার এ সংশয় আকাশ-কুসুম কল্পনা। নতুবা আমার প্রভু যে সর্ব্বভূতে সমদর্শী, কাকুৎস্থ করুণাময় গুণের সাগর. অন্ধ আতুর, অনাথ নিরাশ্রয়, অকৃতি, অধম, তিনিত কাহাকেও তাঁহার করুণা হইতে বঞ্চিত করেন নাই, আজ অযোধ্যার নরনারী, কীট পতঙ্গাদি পর্য্যন্ত রামদর্শনে চলিয়াছে. রাম যে সর্ব্বজন বল্লভ,—সে দেব বাঞ্ছিত শ্রীরামের গুণ বা কর্ম্ম একবার স্মরণ মাত্রে অতি হীনে পাতকীরও পাপরাশি মুছিয়া যায়। আর সেই সর্ব্বান্তর্যামী প্রভু, তিনি ত আমার অন্তর জানেন, তিনি ত জানেন একমাত্র তাঁহার সেই শমন-ভয়-বারণ অভয় চরণ ভিন্ন আমার আর কোন বাসনা, কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। তিনি ত জানেন আমার হৃদয় রাজ্যের অধীশ্বর একমাত্র রাম। সেই শুদ্ধ সত্ত্ব 'তেজোময় রামরূপের ভাতিতে হৃদয় আমার ভরিয়া থাকে, তাঁহারই নাম গুণ শ্রবণে, শ্রবণ আমার মুগ্ধ। আর অজ্ঞান জীব প্রতিপদে তাঁহার চরণে অগণিত অপরাধ করিতেছে, তিনি যদি সকল অপরাধের দণ্ডই দিতেন, তবে কখনই জীব পাপ-শূন্য হইয়া তাঁহার নিকটে গমন করিতে পারিত না। তাঁহার অপার অগাধ স্নেহ বারিধি হইতে স্নেহদানে ত কাহাকেও কৃপণতা করেন নাই। কেবল অজ্ঞান জীবের চিত্ত অশুদ্ধ থাকে, তাই সেই স্বপ্রকাশ চিৎস্বরূপ চিন্মণির বিকাশ দেখিতে পায় না। সাধনার দ্বারা মাজিয়া ঘসিয়া চিত্তকে যে যতটুকু নির্ম্মল করিতে পারিয়াছে, সে ততটুকু মাত্র তাঁহার করুণা উপলব্ধি করিতে

পারে।' নতুবা অহং অভিমানী অজ্ঞান জীবের ক্ষুদ্র হৃদয়ে তাঁহাকে ধারণা করিবার স্থান কোথায়? তবে দীন-বৎসল দয়াল রাম নিশ্চয় আমার শত দোষ ক্ষমা করিয়া তাঁহার সুন্দর সুপবিত্র শীতল ক্রোড়ে স্থান দিয়া এ দগ্ধ হৃদয়ের দারুণ জ্বালা নির্ব্বাপিত করিবেন। আবার রাম দর্শন লালসায় ভরতের হৃদয় উৎসাহিত হইয়া উঠিল, তখন ভরত মনে মনে তাঁহার প্রভুকে স্মরণ করিয়া বলিলেন, হায় প্রভু! অজ্ঞানকৃত কর্ম্মজালে জড়াইয়া, অজ্ঞানে দুঃখের কল্পনা করিয়া, অজ্ঞানী জীব, অনন্ত করুণাধার তোমাকে না জানিতে পারিয়া নিরন্তর জ্বালামালায় দগ্ধ হইয়া তোমাতেই দোষারোপ করে। জানি না এ ভ্রম জীবের কবে ঘুচিবে?

সুখ দুঃখে অবিচলিত, চির শান্তির আধার রাম চিরদিনই স্থির ধীর গম্ভীর, রাম চিরকালই একরূপ, চিরদিনই শান্ত, সকল হৃদয়ের সাক্ষীস্বরূপ প্রাণারাম চিরদিনই আপন-ভাবে আপনি পূর্ণ।

শ্রীভরত রাম চিন্তা করিতে করিতে রামময় হইয়া গিয়াছেন। ভাবনাময় রাজ্যে তিনি একমাত্র রামকেই দেখিতেছেন, কখন বা শ্রীরামের আদর মাখা অমৃতময় ডাক শুনিতে পাইয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতেছেন, কখন বা নামের মাঝে ডুবিয়া শ্রীরামের পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ সুখানুভবে চলিতে চলিতে গতি স্থির হইয়া যাইতেছে, আবার বহির্দৃষ্টি হইয়া দেখিতেছেন, রাম যে তাঁহার বনে আছেন, তাই আবার দ্রুতপদে গমন করিতেছেন। শ্রীরাম-বিরহ ক্লিষ্ট জটাবল্কলধারী ভরত এই কয়দিনে অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া গিয়াছেন; তবুও কি যেন স্বর্গের সুষমায় তাঁহাকে ভরিয়া রাখিয়া-

ছিল, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় ভরত অঙ্গে সুন্দর সুস্নিগ্ধ জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছে, হা রাম, হা কমললোচন ভিন্ন ভরতের আর কোন বাক্য নাই, রাম-ভাবনা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা নাই। শ্রীরামের সুন্দর অঙ্গের সুকুমার কান্তি রূপ গুণ কর্ম্ম সূক্ষ্মে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাই বাহিরের কোন কিছুতে তাঁহার আর দৃকপাত নাই; মহা কোলাহলে বনরাজি পূর্ণ করিয়া সকলে গমন করিতেছে, শ্রীভরতের প্রাণের ভিতর এত জোরে রাম রাম শব্দ ঝঙ্কার দিতেছে, অন্য কোন শব্দই শ্রুতি গোচর হইতেছে না, কত পথ-কণ্টকে চরণ ক্ষত বিক্ষত হইতেছে, রাম-চিন্তায় ভরত এতই আন-মনা যে তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিতেছেন না।

কতক্ষণ পরে ভরত শৃঙ্গবের পুরে বিষ্ণুপাদ বহির্গতা মহা-পাতক নাশিনী মহাদেবের জটা নিঃসৃতা ত্রিলোক তারিণী সাগর বনিতা গঙ্গাদেবীর নিকটস্থ হইলেন। সেই চক্রবাক সমূহে অলঙ্কৃত, ক্রৌঞ্চনিনাদিত পুণ্য সলিলা সাগর গামিনী ভাগীরথীর নিকটে গিয়া ভরতের অনুগামী সকলেই গমনে নিবৃত্ত হইল।

জ্ঞানীর শোকে আর অজ্ঞানীর শোকে অনেক প্রভেদ! অজ্ঞানী অবসাদমাখা শোকে আপন কর্ত্তব্য হারাইয়া ফেলে। অজ্ঞানীর শোক কতক্ষণ থাকে? এই কাঁদে আবার পরক্ষণে এক অনিত্য বস্তুর বিয়োগে আবার অনিত্যের গ্রহণে হাঁসিয়া উঠে। ক্ষণকাল শ্মশান বৈরাগ্য উদয় হয়, কিছুদিন পরে আবার যে সেই। অবসাদগ্রস্ত শোকে অনিত্য ফেলিয়া যে নিত্য স্বরূপ শ্রীভগবানকে লাভ করিতে হইবে, সৎসঙ্গে বা সৎশাস্ত্রে

বা গুরুমুখে সংসারের মিথ্যাত্ব অনুভব করিয়া যে আপন চিদানন্দ স্বরূপে স্থিতি লাভ করিতে হইবে ইহা ত স্মরণ থাকে না।

যতদিন না শোকের স্বরূপ অনুভূতি হয়, যতক্ষণ না শোকের আত্যন্তিক নিবৃত্তি না হয়, ততক্ষণ শোককে ধরিয়া রাখা উচিত। ভরতের শোক হইয়াছিল। সে শোকে বিষাদ ছিল, অবসাদ ত ছিল না। শোকার্ত্ত ভরত, গুরু বশিষ্ঠদেবের নিকট, শোক প্রতীকারের উপায় পাইয়া আপন অত্মারামের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আবার তিনি রাম দর্শনে আসিয়াও কর্ত্তব্য কার্য্য বিস্মৃত হয়েন নাই, তখন ভরত পথ শ্রান্ত অমাত্যগণকে বলিলেন, তোমরা এইস্থানে বিশ্রাম করিয়া শ্রান্তি দূর কর। আমি এই নদী মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া স্বর্গগত মহীপতি দশরথের পারলৌকিক মঙ্গলার্থে তর্পণকার্য্য সমাধান করিয়া নদীপার হইয়া শ্রীরামকে আনিতে যাইব।

"নিবেশ্য গঙ্গামনু তাং মহানদীং
চমূং বিধানৈঃ পরিবর্হশোভিনীম্।
উবাস রামস্য তদা মহাত্মনো,
বিচিন্তমানো ভরতো নিবর্ত্তনম্" ॥

ভরত সেই মহানদী গঙ্গাতীরে ভূষণাদি বিভূষিত চতুরঙ্গ সেনা সন্নিবেশ করিয়া মহাত্মা রামকে নিবৃত্ত করিবার উপায় চিন্তা করতঃ তথায় বাস করিলেন।

সপ্তম চিত্র।

ভরত আসিলেন শৃঙ্গবের পুরে। সেই প্রদেশ নিষাদ জাতীয় গুহ, রাম সখার রাজ্য। ভরতাগমন জানিয়া গুহকের অন্তর সন্দেহ-ভীত হইল, গুহক ভাবিল রাম-বিদ্রোহী ভরত পূর্ব্বে রাম মিতা আমাকে, পরে অনুজসহ শ্রীরামকে বিনাশ করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিবার মানসে, বোধ হয় এখানে আসিয়াছেন। তুলসীদাস বলিতেছেন।

"জো পৈ জিয় ন হোত কুটিলাই।
তৌ কত লীহ্ন সঁগ কটকাই" ॥

যদি তার মনে কোন কুটিলতাই না থাকিবে তবে কটক সমূহ কেন তার সঙ্গে যায়?

"কা আশ্চর্য্য ভরত অশ করহী।
নহিঁ বিষবেল্লি অমিয় ফুল ফরহীঁ ॥

ভরত যে ইহা করিবে, আশ্চর্য্য কি? বিষ লতায় কি সুধাফল হয়? ভরত জানেনা যে,—

"সকল সুরাসুর জুরহি জুঝারা।
রামহিঁ সমর ন জীতনহারা" ॥

সমস্ত সুরাসুর মিলিয়া জুঝিলেও রঘুবীরকে পারাস্ত করিতে

কেহই পারিবেনা। গুহ তখন জ্ঞাতিগণকে ত্বরায় রণসজ্জা করিতে আদেশ করিয়া বলিলেন। অহো আমাদের বড় সৌভাগ্য,—

সমর মরণ পুনি সুরসরি তীরা।
রামকাজ ক্ষণভঙ্গু শরীরা" ॥

রাম কার্য্যে রণে মৃত্যু, তাহাতে আবার গঙ্গাতীরে, ক্ষণ ভঙ্গুর শরীর রাখিয়া ফল কি ?—

ভরত ভাই নৃপ মৈঁ জন নীচু।
বড়েভাগ্য অস পাইয় মীচু" ॥

নীচ জাতি আমরা। আমাদের বড় ভাগ্যে রামভ্রাতা ভরতের হাতে মৃত্যু হইবে। তখন—

সুমিরি রামপদ পঙ্কজ পনহীঁ।
ভাথা বাঁধি চড়াবহিঁ ধনুহীঁ ॥

সকলে তখন রামপাদ পঙ্কজ অন্তরে স্মরণ করিয়া যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইল। গুহকও কি জানি কি যেন চিন্তা করিয়া ভরত সন্নিধানে ঘটনা জানিতে আসিল। আসিয়া দেখিল কি ?

"চীরাম্বরং ঘনশ্যামং জটামুকুটধারিণম্।
রামমেবানুশোচন্তং রাম রামেতি বাদিনম্" ॥

তাঁহার পরিধানে চীরবস্ত্র, বর্ণ মেঘ বৎ শ্যাম, শিরে জটাভার কিরীট, তিনি সর্ব্বদা রাম রাম ধ্বনি করিতেছেন, এবং রামের

জন্যই শোক করিতেছেন। আহা! কাহাকে কি ভাবিয়া কি করিতে যাইতে ছিলাম, আর কে আমায় রক্ষা করিল? অনুতাপাশ্রুতে প্লাবিত হইয়া ভূতল লুণ্ঠিত মস্তকে গুহ, ভরত চরণে প্রণত হইল। বশিষ্ঠদেব ভরতের নিকট রামমিত্র গুহের পরিচয় প্রদান করিলেন, ভরত আদরে উঠাইয়া গুহকে হৃদয়ে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। "লোকে বেদে সর্ব্বরূপে অধম, যাহার ছায়া স্পর্শ করিলে লোকে স্নান করে,—

"তেহি ভঁরি অঙ্ক রামলঘুভ্রাতা।
মিলত পুলক পরিপূরিত গাতা" ॥

শ্রীরামের কনিষ্ঠ ভাই শ্রীভরত তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া পুলকাঙ্কিত হইলেন।

"রাম রাম কহি জে জমুহাহীঁ।
তিনহিঁ ন পাপপুঞ্জ সমুহাহীঁ ॥
ইহিতৌ রাম লায় উর লীহ্ন।
কুলসমেত জগ পাবন কীহ্না ॥
করমনাশজল সুরসরি পরই।
তেহি কো কহহু শীশ নহিঁ ধরই ॥
উল্টানাম জপত জগ জানা।
বাল্মীকি ভে ব্রহ্মসমানা" ॥

রাম রাম বলিয়া যে জৃম্ভন করে, তার সম্মুখে কি পাপ গমন করিতে পারে ? শ্রীরাম তো এই অধম জাতি গুহকে বক্ষে ধারণ করিয়াই ইহার কুল সহিত জগতে পবিত্র করিয়াছেন। জাহ্নবী স্রোতে কর্ম্মনাশাবারি পড়িলে, কেনা তাহাকে মস্তক উপরে ধারণ করে ? জগত জন জানে, এই নাম উল্টা জপিয়া বাল্মীকি ব্রহ্মসম হইয়াছেন।

"শ্বপচ শবয় খশ যবন জড়।
পামর কোলহ কিরাত ॥
রাম কহত পাবন পরম।
হোত ভুবন বিখ্যাত" ॥

চণ্ডাল পামর কিরাত, কোল, যবনাদি জ্ঞানহীন, সর্ব্বদা যে 'রাম রাম' বলে, চতুর্দ্দশ ভুবনে পরম পবিত্র বলিয়া সে বিখ্যাত।

শ্রীভরত গুহকে শ্রীরামের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, বলিলেন, এই গঙ্গাসলিল প্লাবিত প্রদেশ নিতান্ত গহন এবং দুর্গম, আমি কোন্ পথ দিয়া কোথায় গমন করিলে রাম-দর্শন লাভ করিব ?

কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত হইয়া গুহ, ভরতকে নিবেদন করিল, প্রভু! ইহা আপনারই রাজ্য, আপনার দাসগণ এবং আমিও আপনার অনুগমন করিব, আজিকার নিশি এই পরিশ্রান্ত জনগণ এখানে বিশ্রাম করুক ইহাই প্রার্থনা।

গুহ কর্ত্তৃক তোষিত হইয়া ভরত সৈন্যদিগকে বিশ্রাম করিতে বলিলেন। পরে তিনি শত্রুঘ্নের সহিত শয্যা গ্রহণ করিতে

যাইলেন। সেই সময়ে, দুঃখ ভোগের অযোগ্য ধর্ম্মনিরত ভরতের রামচিন্তা জন্য যে ভীষণ শোক উপস্থিত হইল তাহা বর্ণনাতীত।

"অন্তর্দাহেন দহনঃ সন্তাপয়তি রাঘবম্,
বনদাহাগ্নিসন্তপ্তং গূঢ়োঽগ্নিরিব পাদপম্" ॥

যে রূপ দাবানল সন্তপ্ত বৃক্ষ নিজ অভ্যন্তরস্থ প্রছন্ন অগ্নি দ্বারা সন্তাপিত হইতে থাকে ভরত সেইরূপ শোকাগ্নি দ্বারা অন্তরে সন্তাপিত হইলেন।

"প্রস্রুতঃ সর্ব্বগাত্রেভ্যঃ স্বেদং শোকাগ্নিসম্ভবম্,
যথা সূর্য্যাগ্নিসন্তপ্তো হিমবান্ প্রস্রুতো হিমম্ ॥

রবিতাপে তাপিত হিমালয় পর্ব্বত হইতে যেরূপ হিমজল ক্ষরিত হয়, শোকাগ্নি তাপিত ভরতের সেইরূপ সর্ব্বাঙ্গ হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল।

বিষম বিপদগ্রস্থ ভরত তখন মানসজ্বরে পীড়িত হইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। যূথভ্রষ্ট বৃষভের ন্যায় শ্রীভরত কিছুতেই চিত্তের শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। ভরতের দুঃখে দুঃখিত গুহ ভরতকে আশ্বাস দানের নিমিত্ত তখন লক্ষণের দেব-চরিত্র, এবং শ্রীরামের প্রতি, যে প্রবল অনুরাগ তাঁহারও ভক্তি, তাহা বিস্তারিত করিয়া বর্ণনা করিতে লাগিল, আরও বলিল, শ্রীরামচন্দ্রের সদা প্রসন্নমুখ কমলে তো বিযাদের ছায়ামাত্র স্পর্শ করে নাই আর

প্রাণতুল্য ভ্রাতা লক্ষ্মণ এবং সীতা নিকটে থাকায় শ্রীরামের আর কোন অভাব থাকিবে না। ক্রমে ক্রমে শয়ন ভোজন গমন যে যে প্রকারে ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিলেন। পরে শ্রীরামচন্দ্র যেরূপে জটা ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাও বলিলেন। শ্রীরামের জটাধারণ এই অপ্রিয় বাক্য শুনিবা মাত্র ভরত সংজ্ঞা-হীন হইলেন, সেই সিংহসম বিক্রমশালী পদ্মতুল্য বিশাল নয়ন সুকুমার প্রিয়দর্শন ভরত রাম কথা শ্রবণে কিছুক্ষণ আশ্বস্ত হইয়াছিলেন, সহসা ব্যাকুলচিত্ত হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। ভরতকে ভূমিতলে পতিত দেখিয়া শত্রুঘ্ন বার বার ভরতকে আলিঙ্গন করতঃ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পতির মৃত্যুতে ক্ষীণা দীনা ভরতের মাতাগণ আসিয়া ভূপতিত ভরতকে চারিদিকে বেষ্টন করিলেন। পরে সেই শোকাকুলা পুত্রবৎসলা তপস্বিনী কৌশল্যাদেবী ভরতকে আপন অঙ্কে স্থাপিত করিয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন, পুত্র রে! অকস্মাৎ তোর হৃদয়ে আবার কোন্ আঘাত লাগিল? তোর রোদন, তোর কাতরতা, আমি যে আর সহ্য করিতে পারি না, বল্ বৎস! তোর কি কোন ব্যাধি হইয়াছে? আমি যে তোর মুখ দেখিয়াই বাঁচিয়া আছি, তুমি যদি না আসিতে, রাম-বিরহে এ জীবন বহুপূর্ব্বে চলিয়া যাইত, তোমার সহিত আমার জগন্মোহন রামরূপের অনেক সাদৃশ্য আছে তাই আমি নিমেষহীন নয়নে তোমাকে দেখি। বল পুত্র! তোমার কি হইয়াছে? বনবাসী রামের আমার কোন অমঙ্গল সংবাদ পাও নাই ত? তবে পুত্র! আর কেন? এস আমরা

সকলে মিলিয়া অনলে প্রবেশ করিয়া রামের জ্বালা জুড়াই, ইত্যাদি বাক্যে কৌশল্যাদেবী রোদন করিতে লাগিলেন।

ভরত তখন নিজ দুঃখ চাপা দিয়া মাতাকে বহুপ্রকারে সান্ত্বনা দান করিলেন। পরে ভরত রামমিতা গুহকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, ভাই! তুমি পরম ভাগ্যবান্। যে হেতু সেই যোগীজন সেবিত, মুনি-মন-মোহনকারী তপস্যার সার শ্রীরামচরণ দর্শন লাভ করিয়াছ, আবার বল ভাই! তিনি কি বলিয়াছিলেন, কি করিয়াছিলেন; কোথায় বা তাহার বিশ্রাম স্থান? যিনি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের পোষণকর্ত্তা, নানাবিধ ভোজ্য-দ্রব্য দিয়া যিনি, কোটি কোটি জগতের জীবকে তৃপ্তি প্রদান করিতেছেন, তাঁহাকে তুমি কোন্ আহার্য্য বস্তু দান করিলে? অশ্রুগদ্‌গদ্‌কণ্ঠে গুহ তখন বলিল, ভাই! তিনি যে দীনদয়াল রাম, দয়া করিয়া দীনের কুটিরে আপনি আসিয়াছেন, আমার কিছুই নাই, আমি তাঁহাকে কি দিব? আহারের জন্য সামান্য ফল যাহা লইয়া গিয়াছিলাম অপ্রতিগ্রহরূপ ক্ষত্রধর্ম্ম স্মরণ করিয়া প্রভু আমার সে সকল দ্রব্য স্বীকার মাত্র করিরা ফিরাইয়া দিলেন, সীতাদেবী এবং তিনি লক্ষ্মণের আনীত গঙ্গাজল মাত্র পান করিয়া উপবাসী রহিলেন, পরে তিনজনেই সমাহিতচিত্তে সংযত-বাক্যে সন্ধ্যা উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিলেন, এবং ওই ইঙ্গুদীতরুতলে তৃণোপরি বহুতর কুশ আনিয়া লক্ষ্মণ শয্যা রচনা করিয়া দিলেন সীতারাম শয্যোপরি উপবেশ করিলে, লক্ষ্মণ তাঁহাদের চরণ ধৌত করিয়া, কিয়ৎদূরে ধনুর্ব্বাণ হস্তে দণ্ডায়মান রহিলেন।

ওই দেখ ভাই! ওই সেই ইঙ্গুদীবৃক্ষের তল, আর ঐ সেই তৃণপুঞ্জ, এখনও কুশশয্যা তেমনি পড়িয়া রহিয়াছে।

ভরত অত্যন্ত আগ্রহে সেই তরুতলে গমন করিয়া বহু প্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

শয্যা দর্শনে ভরতের দুই নেত্রে শতধারা বহিতে লাগিল, তিনি গুহকে বলিলেন, এই কি দশরথ রাজপুত্র আমার প্রভুর শয্যা? ইহাত আমার বিশ্বাস হইতেছে না, আমার অন্তঃকরণ মোহাভিভূত হওয়া বশতঃ বুঝি এইরূপ মনে হইতেছে? অথবা আমি জাগিয়া জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছি?

ভরত কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, বল ভাই গুহ! আমায় সত্য করিয়া বল সেই প্রিয়দর্শন সুকুমার কমললোচন রাম সীতার সহিত কোথায় শয়ন করিয়াছিলেন?

গুহ তখন সেই কুশবিস্তৃত শয়নস্থল পুনরায় দেখাইয়া দিলেন। ভরত দেখিলেন, কঠিন শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে জানকী পরিহিত অলঙ্কারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হেমকণা পতিত রহিয়াছে, তখন ভরত বলিলেন অহো! বুঝিয়াছি—

"ইয়ং শয্যা মম ভ্রাতুরিদমাবর্ত্তিতং শুভম্,
স্থণ্ডিলে কঠিনে সর্ব্বং গাত্রৈর্বিমৃদিতং তৃণম্" ॥

আমার ভ্রাতা রামের এই শয্যা, এই তাঁহার পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের মনোহর চিহ্ন রহিয়াছে, আর সেই বিদেহ রাজকন্যা, ভানুকুল-

ভানু-স্বরূপ রাজা দশরথের প্রিয় পুত্রবধূ সকলের প্রিয়দর্শনা রামপ্রিয়া সীতাদেবীও যখন ভূতলশায়িনী হইয়াছেন, তখন আমি বুঝিতেছি—

"ন নূনং দৈবতং কিঞ্চিৎকালেন বলবত্তরম্" ॥

যে কোন দৈবই কাল হইতে অধিক বলশালী নহেন। আর অতি সুকুমারী কোমলাঙ্গী জনকতনয়া সীতা—

"প্রাসাদে রত্নপর্য্যঙ্কে কোমলাস্তরণে শুভে,
রামেণ সহিতা শেতে সা কথং কুশবিষ্টরে" ॥

যিনি প্রাসাদে রত্নপর্য্যঙ্কে রামের সহিত শয়ন করিতেন, তিনি আজ রামের সহিত বৃক্ষতলে শয়ন করিতেছেন কিরূপে ?

"মন্যে ভর্ত্তুঃ সুখা শয্যা যেন বালা তপস্বিনী
সুকুমারী সতী দুঃখং ন বিজানাতি মৈথিলী" ॥

ইহাতে আমার বোধ হইতেছে, যে স্বামী যাহাতেই শয়ন করেন, মহিলাদিগের সেই শয্যাই পরম সুখদায়িনী হয়। নতুবা সেই, তপস্বিনীবালা সাধ্বী সীতা এই শয্যায় শয়ন করিয়াও দুঃখ জ্ঞান করেন নাই। হায়! রাজকন্যা রাজার বধূ শ্রীরাম-ঘরণী সীতা, আজন্ম সুখে পালিতা, যিনি কখন দুঃখমুখ দর্শন করেন নাই, কিরূপে তিনি এই দণ্ডকারণ্যের দারুণ কষ্ট সহ্য করিবেন ? আর সেই—

"পুরজন প্রিয় পিতু মাতু দুলারে,
সিয় রঘুবীরহি প্রাণপিয়ারে ॥
মৃদু মূরতি সুকুমার স্বভাউ,
তাতি বায়ু তনু লাগি ন কাউ ॥
তে বন বসহিঁ বিপতি সব ভাঁতী,
নিদরে কোটি কুলিশ য়হ চ্ছাতী ॥
রাম সুনা দুখ কানন কাউ,
জীবন তরু জিমি জুগবহিঁ রাউ ॥
পলক নয়ন ফণি মণি জেহিঁ ভাঁতী,
জুগবহিঁ জননী সকল দিন রাতি ॥
তে অব ফিরত বিপিন পদচারী,
কন্দমূল ফল ফূল অহারী ॥
মৈঁ ধিক ধিক অঘউদধি অভাগী
সব উতপাত ভয়উ জেহি লাগী ॥
কুল কলঙ্ক করি সৃজেউ বিধাতা,
সাঁইদ্রোহ মেহিঁ কীহ্ন কুমাতা ॥

পিতা মাতার দুলাল পুরজন প্রিয়, মৃদু স্বভাব সুকুমার কায় এই রঘুপতিকে, সীতা প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন, নিদাঘ বায়ু যাঁহার অঙ্গে কখন লাগে নাই, বিপত্তি সঙ্কুল কাননে তাঁহার বসতি হইল ? আমার বক্ষ কোটি বজ্রাপেক্ষাও কঠিন।

কোন দুঃখবার্ত্তা শ্রীরাম কখন শ্রবণে শ্রবণ করেন নাই,

রাজা প্রাণের মত যাঁহাকে যত্নে রাখিতেন, অপলক নয়নে ফণী যেমন মণি রক্ষা করে, মাতাগণ দিবানিশি সেই প্রকারে যাঁহাকে রক্ষা করিতেন, তিনি এক্ষণে কন্দ-মূল ফল ভক্ষণ করিয়া পদব্রজে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন। পাপের সমুদ্র আমি আমাকে শত ধিক; সকল উৎপাৎ আমারই কারণ। বিধাতা আমায় কুলের কলঙ্ক করিয়া সৃজন করিয়াছেন, আর সকল অমঙ্গল মূল কৈকেয়ীকেও শত ধিক, কুমাতাই আমায় স্বামীদ্রোহী করিয়াছে।

"ধিঙ্মাং জাতোঽস্মি কৈকেয্যাং পাপরাশিসমানতঃ,
মন্নিমিত্তমিদং ক্লেশং রামস্য পরমাত্মনঃ" ॥

আমাকে ধিক্! যে হেতু আমি মূর্ত্তিমান পাপরাশি সদৃশ কৈকেয়ী গর্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি।

রাম জনমি জগ কীহ্ন উজাগর,
রূপশীল সুখ সব গুণ সাগর।
পুরজন পরিজন গুরু পিতু মাতা,
রাম স্বভাব সবহি সুখদাতা।
বৈরিউ রাম বড়াই করহীঁ,
বোলনি মিলনি বিনয় মন হরহীঁ।
শারদ কোটি কোটি শত শেষা,
করি ন সকহিঁ প্রভু গুণগুণ লেখা" ॥

রূপ, শীল, সুখ, সকল গুণ সাগর রাম, জন্মিয়া বিশ্বকে দীপ্তিমান করিয়াছেন। গুরু, পিতা, মাতা, পরিজন, পুরজন শ্রীরামের স্বভাব

সকলকেই সুখদান করে, বৈরীও রামের প্রশংসা করে, শ্রীরামের মধুর বিনয়-বাণী সকলেরই মন হরণ করে। যিনি সমস্ত বাক্যের সৃষ্টিকারিণী সেই বাগ্‌বাদিনী বীণাপাণি, এবং কোটি কোটি শেষ নাগ সহস্র বদনে, শত কল্প গান করিয়াও প্রভুগুণ শেষ করিতে পারিবে না।

সেই পরামাত্মা রামের আমার জন্যই এত ক্লেশ, স্বয়ং লক্ষ্মী সীতার এই দুর্দ্দশা? হায়! হায়! কি কঠিন প্রাণ আমার? এখনও কিরূপে এদেহে আছে? পুনরায় তিনি লক্ষ্মণকে স্মরণ করিয়া বলিলেন, ভাই লক্ষ্মণ! তুমিই পরম ভাগ্যবান্, বিপদ সময়ে রামের অনুগমন করিয়া রামসীতা সেবার অধিকার লাভ করিয়াছ! ধনুর্ব্বাণ হস্তে সতত রামবৈরী বিনাশ করিয়া জীবন ধন্য করিতেছ! কোটিকল্প জন্ম তপস্যা করিয়া, যে সেবাধিকারী হওয়া যায় না, তুমি অনায়াসে, সতত সেই দেববাঞ্ছিত সেবাসুখ অনুভব করিতেছ!

"অহং রামস্য দাসা যে তেষাং দাসস্য কিঙ্করঃ,
যদি স্যাং সফলং জন্ম মম ভূয়ান্নসংশয়ঃ" ॥

যাঁহারা রামদাস, আমি যদি তাঁহাদিগের দাসের দাস হই আমার জন্ম সফল হয়, সংশয় নাই।

শ্রীভরত তখন মনে মনে উপায় স্থির করিয়া বলিলেন—

"প্রসাদ্যমানঃ শিরসা ময়া স্বয়ং
বহু প্রকারং যদি ন প্রপৎস্যতে।
ততোঽনুবৎস্যামি চিরায় রাঘবং,
বনে চিরং নার্হতি মামুপেক্ষিতুম্" ॥

আমি নতশির হইয়া বহু প্রকারে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেও যদি তিনি প্রতিশ্রুতি প্রতিপালনে নিবৃত্ত না হন, তবে আমি চিরকালই বনে তাঁহার সহিত বাস করিব, তিনি কখন বহুকাল আমাকে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না।

শ্রীভরত এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সসৈন্যে গঙ্গাপার হইয়া ভরদ্বাজাশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অষ্টম চিত্র।

"ভরত তীসরে পহরকঁহ,
কীহ্ন প্রবেশ প্রয়াগ।
কহত রামসিয় রামসিয়,
উমঁগি উঁমগি অনুরাগ॥"

তৃতীয় প্রহরে সকলকে লইয়া ভরত প্রয়াগ প্রবেশ করিলেন। অনুরাগ ভরা, উদ্বেলিত হৃদয়ে, ভরত অবিশ্রান্ত সীতারাম সীতা-রাম বলিতেছেন।

আবার পরীক্ষা আসিল।

কিন্তু যাঁহার অন্তরের সকল বৃত্তিগুলি ভগবদোন্মুখী হইয়াছে, সমস্ত ভোগসুখকে পদদলিত করিয়া এখানকার সব আনন্দ, সব সুখ তুচ্ছ জানিয়া, যিনি তাঁহার দর্শনে যাত্রা করিয়াছেন, তাঁহার প্রসন্নতাই যাঁহার জীবনের ব্রত; আপন ধ্যেয় দেবতাকে হৃদয় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সকল বিঘ্নকে যিনি বরণ করিয়া লইয়াছেন, সেইরূপ একান্ত সাধকের আবার পরীক্ষায় কি ভয়? এ জগৎ যে পরীক্ষারই স্থান? এখানে জীব পরীক্ষা দিতে আসিয়া যে যত নাম-সাধিয়া লয়, পর জীবনে সে তেমনই উন্নতি লাভ করে। পরে আপন পরীক্ষার শুভফল লাভ হইলে, সে

তখন কালের করাল কবলে পতিত হইয়াও আর ভীত হয় না। কিন্তু ভগবৎ বিমুখ জনগণ, এ পরীক্ষায় তো উত্তীর্ণ হইতে পারে না! নিয়ত আলস্য, অনিচ্ছা, অজ্ঞানের বশীভূত হইয়া বহুমূল্য সময় হেলায় হারাইয়া সোণার জীবন ছাই করিয়া ফেলে। সাধনহীন জীব, সংসারের একটু তরঙ্গে হাবুডুবু খাইয়া কাম ক্রোধকে প্রশ্রয় দিয়া অধঃপতিত হইতে থাকে।

প্রয়াগ প্রবেশ করিয়া শ্রীভরত ত্রিবেণী দর্শন করিলেন—

"দেখত শ্যামল ধবল হিলোরে,
পুলক শরীর ভরত করজোরে" ॥

সেই শুভ্র শ্যামল ত্রিবেণী-তরঙ্গ দর্শন করিয়া পুলকিত অঙ্গে কর-জোড়ে ভরত আপন প্রাণের প্রার্থনাই জানাইলেন।

হে সর্ব্ব কামপ্রদ তীর্থরাজ! তোমার নিকট আমি এই ভিক্ষা চাহিতেছি, ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম কিছুই চাই না, জন্মে জন্মে যেন আমার রামপদে রতি থাকে।

"জানহি রাম কুটিল করি মোহী,
লোগ কহৈঁ গুরু সাহব-দ্রোহী।
সীতারাম চরণ রতি মোরে,
অনুদিন বঢ়ে অনুগ্রহ তোরে" ॥

প্রভু আমায় কুটিল বলিয়া ভাবুন, লোকসকল স্বামীদ্রোহী বলুক, তুমি যাচকের প্রার্থনা পূর্ণ কর; তোমার কৃপায় যেন, সীতারাম চরণে রতি আমার প্রতিদিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

"জলদ জনমভরি সুরতি বিসারে,
যাচত জল পবি, পাহন ডারে" ॥

জলদ যদি জন্ম ভরিয়া চাতককে অবহেলা করে, জল চাহিলে, যদি সে বজ্রপাতও করে, চাতকচিত্তের প্রীতি কি তাহাতে কমে? তৃষিত চাতক, আরও উচ্চৈঃস্বরে বারিদের দিকে চাহিয়া তাহারই করুণাবারি রূপ 'ফটিক জলেরই' প্রার্থনা করে। পিপাসিত চাতক পিপাসায় প্রাণ বাহির হইলেও জলদের জল ভিন্ন, আর কোন জল গ্রহণ করিতে পারে না।

ভক্ত যে, শ্রীভগবানের করুণাবারি ব্যতীত অন্য কোন কিছু ভোগ বা পান করিয়া, তাহার হৃদয়ের তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারে না! পিপাসায় শুষ্ক তালু হইয়া তাঁহাকেই বলে "আমি তো তোমার," এখন "রাখ মার যাহা ইচ্ছা করহে তোমার"।

এখানকার সুখ যাহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া রাখে, এখানে যাহার অনেক আপনার আছে, এখানকার একটু স্নেহ ভালবাসায় যে আপনাকে হারাইয়া ফেলে, এখানকার ভোগানন্দে যে উন্মত্ত, সে কি ভগবানকে স্মরণ করিতে পারে?

দীন না হইলে কি দীনবন্ধুকে ডাকা যায়? দুদিনের ভোগ ঐশ্বর্য্য সুখ পরিজনকে যে জীবনের সার চিন্তা করে, সে আবার অন্য লাভের আকাঙ্খা কি রাখিবে?

যে তারে চায়, তাহাকে এখানকার সব যে ছাড়িতে হয়। এতো দুদিনের কর্ম্মসম্বন্ধে পান্থশালার ক্ষণিকসম্বন্ধ, এখানে কেহ ত আপন নয়? এখানকার অহরহঃ শোক দুঃখ পাপ

তাপ বিয়োগ ব্যথা হাহাকার ইত্যাদি নির্য্যাতনে যে ব্যক্তি ব্যথিত হইয়াছে সেই ব্যক্তিই অখণ্ড ভূমানন্দের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়।

তাই ভরত বলিতেছেন—

"কনকহিবান চঢ়ৈ জিমি দাহে,
তিমি প্রীতমপদ প্রীতি নিবাহে" ॥

দাহনে যেমন কণকের শোভা পরিবর্দ্ধিত হয়, নির্য্যাতনেও সেইরূপ প্রভু পদে অনুরাগ বৃদ্ধি করিয়া দেয়। সে যারে যত ভালবাসে তারে তত কঠোর তাড়নায়, তত কঠিন আঘাত দিয়া আপনার নিকট ডাকিয়া লয়।

ভরত এইরূপে ত্রিবেণীর নিকট প্রণাম প্রার্থনা করিয়া ভরদ্বাজ আশ্রমে আসিলেন। নরশ্রেষ্ঠ ভরত আশ্রমপীড়া নিবারণ মানসে মহতী সেনা দূরে রাখিয়া, গুরু বশিষ্ঠদেবকে অগ্রে লইয়া অনুজের সহিত মুনির আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

মহাতপস্বী মুনি ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠদেবকে যথাবিধি পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান করিলেন।

জ্বলন্ত পাবকের মত মুনিকে দেখিয়া শ্রীভরতও অনুজের সহিত ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন।

মৌনাবলম্বি—শ্রেষ্ট ভরদ্বাজ, তাঁহাকে দশরথনন্দন জানিয়া প্রীতি পূর্ব্বক সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

"পপ্রচ্ছ কুশলং দৃষ্ট্বা জটাবল্কলধারিণম্,
রাজ্যং প্রশাসতস্তেঽস্য কিমেতদ্বল্কলাদিকম্" ॥

তাঁহাকে জটাবল্কলধারী দেখিয়া কুশল প্রশ্নপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি রাজ্যশাসন করিতেছ, তোমার আজ এ বল্কলাদি কেন" ?

"আগতোঽসি কিমর্থং ত্বং বিপিনং মুনিসেবিতম্" ।

অযোধ্যার রাজ্যশাসন ছাড়িয়া মুনিসেবিত অরণ্যেই বা কি জন্য আসিয়াছ ? তুমি এই সমস্ত আমায় বল, "ন হি মে শুধ্যতে মনঃ" আমার মনে ভাল বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে না। এখনও কি তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হয় নাই ? কৌশল্যা যে, আনন্দ-বর্দ্ধন শত্রুহন্তা রামকে প্রসব করিয়াছেন, তুমি নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিবার মানসে নিষ্পাপ রামের কোন অনিষ্ট ইচ্ছা কর নাই ত ? মুনিবাক্য ভরতকে ভীষণ শেলাঘাত করিল। শ্রীভরত দেখিলেন, ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতেছে। ভরত স্থিরনেত্রে স্তম্ভিত হইয়া ভরদ্বাজের প্রতি চাহিয়া আছেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হইয়া কম্পিত হইতেছে। কতক্ষণ এইরূপে থাকিয়া, পরে আপন প্রিয়-মুখ কমল স্মরণ করিলেন। অভিমানে দুঃখে অন্তরের বেদনারাশি গলিয়া নয়ন হইতে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া দিল। তখন ভরত মানস-নয়নে সেই নবঘনশ্যাম রামকে দর্শন করিলেন, মনে মনে সেই চরণে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিয়া বলিলেন—সবই তো তোমার দেওয়া, তোমার অজানিত কি

আছে ? তবে তোমার দান মাথায় লইতে এত যন্ত্রণা ? কই প্রভু এখনও তো তেমন করিয়া তোমায় গ্রহণ করিতে পারি নাই ? এস গো, আমার তাপিত হৃদয়ের শান্তিদাতা রাম! আমার জ্বলিত মস্তক তোমার শীতলচরণে লুণ্ঠিত করিয়া সব যন্ত্রণার অবসান করি। এস গো দয়াল! এ ক্ষুদ্র অধমাধম দাসকে আর কত পরীক্ষা করিবে ? প্রভু! তোমার খেলা তোমাতে লয় করিয়া তোমার দাসকে তোমার করিয়া রাখ, তুমিই যে আমার একমাত্র বিপদকালের বন্ধু। এ দারুণ যাতনায় প্রাণ বুঝি আর এ দেহে থাকিতে চাহে না! কিন্তু তোমার শ্রীচরণকমল না দর্শন করিয়া আমি যে মরণেও বাঞ্ছা রাখি না! আমি যে বড় আশা করিয়া আসিয়াছি তোমার শান্তশীতল চরণতলে, সর্ব্বেন্দ্রিয় লুণ্ঠিত করিয়া তোমার বিরহাগ্নির এ ভীষণ জ্বালা নির্ব্বাপিত করিব। ভগবানের চরণে প্রণাম প্রার্থনা করিয়া অনাহারক্লিষ্ট অনিদ্রাপীড়িত ভরত কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেন। তখন ভরত, বিনয়নম্রবচনে ভরদ্বাজ মুনিকে বলিলেন—

ভগবন্! প্রভুর বিরহে আমি মৃতপ্রায় হইয়া আছি; আপনি এইরূপ আমাকে শ্রুতি-কঠোর বাক্য আর বলিবেন না।

"হতোঽস্মি যদি মামেবং ভগবানপি মন্যতে,
মত্তো ন দোষমাশঙ্কে মৈবং মামনুশাধি হি" ॥

ভগবন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও যদি আমাকে এই রূপ মনে করেন, তবে আমার জন্মই বৃথা। আজ আমার দুর্ভাগ্যে আমি

সকলের নিকটে অপরাধী হইয়াছি, নতুবা আমি দোষী কি নির্দ্দোষী আপনার কিছুই অবিদিত নাই। প্রভু! আপনি বলিলেন, "তোমার মনোবাঞ্ছা কি এখনও পূর্ণ হয় নাই" ? দয়াময়! আপনি অন্তর্যামী, আপনি জানেন, প্রভুর চরণ লাভই আমার একমাত্র মনের বাসনা, শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণ দর্শন ব্যতীত আমার আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই পূর্ণ হইবে না। আর অনন্ত কোটি জগতের রাজা একমাত্র রাম, রাম হেন রাজা থাকিতে অযোধ্যার রাজ্য-শাসনে আমার কাজ কি? আমি মাত্র রামের দাসানুদাস চিরকিঙ্কর। সেই দেবদুর্ল্লভ কমলা-সেবিত অমূল্য চরণ-রাজ্য থাকিতে কোন ছার অতি তুচ্ছ অযোধ্যার ধন রত্ন রাজ্য? রামশূন্য রাজ্য আমি কাকবিষ্ঠাবৎ পরিত্যাগ করিয়া সেই চরণ রত্নের আশায় এইস্থানে আসিয়াছি। স্বামিন্! আপনার নিকট এ অধম সন্তানের এই মাত্র ভিক্ষা, এই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল ক্ষণভঙ্গুর জগতের অনিত্য ধনৈশ্বর্য্য সমস্ত তুচ্ছ করিয়া, সেই মায়াতীত নিত্যধন, শ্রীরামচরণ তরণী আশ্রয় করিয়া, যেন আমি, আমার আত্মারামে মিশিতে পারি। আমার রাজ্যধন সবই রাম। আপনি জানেন, আমার প্রভু কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিন, কোন পথে কোথায় গমন করিলে আমি শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন পাইব? আমি ছুটিয়া গিয়া, শ্রীরামচরণে পতিত হইয়া তাঁহার রাজ্যভার তাঁহাকে দিয়া, এইখানেই তাঁহাকে অভিষেক করিয়া এ দগ্ধ হৃদয় শীতল করিব। আপনি প্রসন্ন হইয়া অনুমতি দিন আমি রামদর্শনে গমন করি।

"বৎস ! জ্ঞাতং পুরৈবেতস্তবিষ্যং জ্ঞানচক্ষুষা,
মা শুচস্ত্বং পরো ভক্তঃ শ্রীরামে লক্ষণাদপি" ॥

বৎস ! আমি জ্ঞানচক্ষুদ্বারা পূর্ব্বেই ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছি, তুমি শোক করিও না, তুমি শ্রীরামের প্রতি লক্ষ্মণ অপেক্ষা অধিক ভক্তিসম্পন্ন।

ভগবান ভরদ্বাজ ভরতের প্রতি অত্যন্ত প্রীত হইয়া তখন বলিলেন বৎস! তোমার ঐকান্তিকতা ও ভক্তিতে অচিরেই তোমার সাধু ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি জানি তুমি যখন রঘুবংশে জন্মিয়াছ তখন—

"গুরুবৃত্তির্দমশ্চৈব সাধূনাঞ্চানুযায়িতা,
জানে চৈতন্মনঃস্থং তে দৃঢ়ীকরণমস্ত্বিতি" ॥

গুরুশুশ্রূষা, চিত্তদমন, এবং সাধুগণের অনুবর্ত্তন, এই তিনটিই তোমার সম্ভব। তোমার মনোগত ভাবও আমি জানি—

তথাপি আজ সকলের সাক্ষাতে ব্যক্ত করাইয়া দৃঢ়তর করাইবার জন্য এবং তোমার কীর্ত্তিকে অতিশয় বর্দ্ধিত করিবার নিমিত্তই, উক্তরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছি।

তুমি, আমি, এ পরীক্ষায় কতটুকু ধৈর্য্য রাখিতে পারি? কিন্তু সাধক যাঁহারা, যাঁহারা মন্ত্রের সাধন অথবা শরীর পতনের সঙ্কল্প করিয়া বেগবতী নদীর ন্যায় সমস্ত বাধা বিপত্তি তুচ্ছ করিয়া ভগবৎ চরণ দর্শনে যাত্রা করিয়াছেন, মায়ার বিভীষিকা দর্শনে তাঁহাদের ক্ষণিকের নিমিত্ত চিত্ত স্তম্ভিত মত হইলেও,

দুরন্ত সংসারের ত্রিগুণময়ী মায়া ভক্তের গতিরোধ করিতে পারে না। ভক্তের অবিচ্ছিন্ন মনোগতি পবিত্র গঙ্গার ধারার মত, কুলকুল রবে ভগবৎ গুণগান করিতে করিতে সেই অবিচ্ছিন্ন গতিতেই সমুদ্রাভিমুখে ছুটিতেছে। শত সহস্র গিরিরূপ বাধা, এই স্রোতস্বিনীর গতিরোধ করিতে পারে না। তরঙ্গিণী আপনার উচ্ছ্বসিত তরঙ্গে সব বাধা ভাসাইয়া দিয়া সমুদ্রেই প্রবেশ করে। প্রিয়-মিলন-সঙ্গম-আকুলিত নদীকে, কোন বাধা কি কখন, সমুদ্র যাত্রায় বাধা দিতে পারিয়াছে?

দুই পার্শ্বে প্রলোভনময় বিষয়ের কুল, মায়ার বিস্তৃত জাল চারিধারে বিস্তৃত, ভক্ত দেখিয়াও দেখেন না, শুনিয়াও শুনেন না। তাঁহার অবসর কোথায়? ভক্তের মনপ্রাণ ইন্দ্রিয় যে অমিয় রসাস্বাদনে তৃপ্ত, তাঁহাকে আর কিসের আকর্ষণে কোন্ বস্তুর আস্বাদে তৃপ্ত করাইবে? ভক্ত যখন গা ঢালিয়া গর্ভস্থ ভ্রূণের মত শ্রীভগবানের মুখাপেক্ষা করেন, ভগবান্ তখনই তাঁহাকে আপন ক্রোড়ে উঠাইয়া ত্রিতাপ-তাপিত দেহ শীতল করিয়া আপন আনন্দ সাগরে মিশাইয়া লন।

শ্রীভগবানই যে বলিয়াছেন—

"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ,
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ" ॥

সমুদয় ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিওনা।

শ্রীভগবৎ প্রীত্যর্থে নিষ্কাম কর্ম্মে পাপক্ষয় হয়। পরে সেই বিশুদ্ধ চিত্তে উপাসনা করিতে করিতে সাধক অনুভব করেন, তিনি তাঁহার করুণারূপ অমৃত পান করিতে করিতে তাঁহারই নিকটস্থ হইতেছেন। শ্রীভগবানও তখন সেই একান্ত ভক্তের সম্মুখে জ্ঞানের প্রদীপ ধরিয়া, সেই দীপের উজ্জ্বল কিরণে ভক্ত হৃদয়ের অজ্ঞান তম নাশ করিয়া দিয়া থাকেন।

সাধক যিনি, তিনি জানেন, আপন হইতে আপনার একজন মাত্র। আর সব মিথ্যা, সব তুচ্ছ। ভক্ত যত বাধা পায়, যত দুঃখ পায়, তত জোরে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া সকল বিপদনাশন শ্রীভগবানের মধুর নাম অবিশ্রান্ত জপ করে। তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়া, তাঁহার চরণ আঁকড়াইয়া ধরিয়া বলে, কোথায় দীনের প্রভু! তোমার খেলা শেষ করিয়া আমার এ দুরন্ত ভববন্ধন মুক্ত করিয়া দাও। আর আমার কোন কিছুই নাই। তুমিই যে আমার সব গো।

শ্রীভগবানকে একবার স্মরণ করিলেই তো অশান্ত চিত্ত শান্ত হয়। ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের প্রার্থনায় ভক্তের চিত্তাকাশে উদিত হইয়া, সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিয়া ভক্তকে অভয় দিয়া বলেন—"ভয় কি, আমি যে তোর আছি;" শ্রীভগবানের মুখে মাভৈঃ বাণী যে শ্রবণ করিয়াছে, আপন উপাস্যের প্রসন্নতা মাখা স্মিতানন যে একবারও দেখিয়াছে, তাহার যে সকল দুঃখ সুখবৎ মনে হয়। তাই সে তখন মরিয়াও মরিতে পারে না। সুখের ছবি যে একবার দেখিয়াছে সে যে, আপন প্রিয়কে ত্যাগ করিয়া

মরিতে পারে না, অথবা সে, মরিতে দেয় না, সেই সুখ স্মরণ করিলে যে সকল দুঃখ দূর হয়।

শ্রীরামভক্ত ভরত, এ পরীক্ষায় আপনাকে হারাইবার পূর্ব্বেই আপন প্রিয় রামমুখকমল স্মরণ করিয়া প্রণাম প্রার্থনা করিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইলেও ভরতের অটল হৃদয় টলিত না, কেবল রামের প্রসন্নতাই তাঁহার উপার্জ্জনের বস্তু ছিল। রামের করুণাই তাঁহার ভরসা, রামের তৃপ্তির অনুভবই ভরতের পরম পুরুষার্থের পূর্ণ সিদ্ধি। তাই ভরত এ কঠোরোক্তিতেও আপনাকে হারান নাই। প্রকৃতির তাড়নায় হতাশ হইবার পূর্ব্বে, স্বার্থে আঘাত লাগিয়া অন্ধ হইবার পূর্ব্বেই, মানাপমান নিন্দাভয়ে আপনাকে ভুলিবার আগে, যদি শ্রীভরতের মত ইষ্টনাম জপ করিয়া ইষ্টচরণে প্রার্থনা করা যায়, তবে আমাদের সকল অভীষ্টই সিদ্ধ হয়। কাম ক্রোধাদি তখন অনেক দূরে পড়িয়া থাকে। যাহারা কুপথ দেখায়, তাহারাই তখন সুপথে যাইবার সাহায্য করে। এ কাম তখন ভগবানের চরণ কামনায় দৃঢ়বদ্ধ হয়, তাঁহারই নাম গুণ শ্রবণ কীর্ত্তনে লোভের উদয় হয়, ক্রোধোদয় শুধু পাপপ্রবৃত্তি ত্যাগের জন্যই হয়, একমাত্র আত্মানুভূতি লাভেই বাসনা থাকে, আর শুভ কামনাতেই ভগবৎ দর্শন লাভ হয়।

শ্রীরামভক্তের সর্ব্বত্রই জয়।

ভক্ত তুলসীদাসের ভরদ্বাজ ও ভরতের কথা কত সুন্দর!

শ্রীভরদ্বাজ মুনি বলিলেন ভরত!

"সুনহু ভরত রঘুপতি মনমাহী
প্রেম পাত্র তুম্ সম কোউ নহী ।
লষণ রাম সীতহি অতি প্রীতি,
নিশি সব তুমহিঁ সরাহত বীতি ॥"

শ্রীরামচন্দ্রের মনে তোমার প্রতি কোন সন্দেহ হয় নাই, তোমার সমান প্রীতির পাত্র তাঁহার আর কেহ নাই। সীতারাম ও লক্ষণ, অত্যন্ত প্রীতিপূর্ব্বক তোমার প্রশংসা করিতে করিতে এই স্থানে নিশি যাপন করিয়াছিলেন।

"য়হ ন অধিক রঘুবীরবড়াই,
প্রণত কুটুম্বপাল রঘুরাই" ॥

যদিও শ্রীরামের পক্ষে ইহা বিশেষ কিছু গৌরবের বিষয় নহে কারণ, রঘুপতি যে, দাস ও নিজ জন পালনকারী। আর তুমি ত ভরত, সাক্ষাৎ রামের অনুরাগের মূর্ত্তি। রামভক্তি সিদ্ধ করিতে, তুমি সিদ্ধিদাতা স্বরূপ! বৎস! আমরা ভক্ত বলিয়া গর্ব্ব করি, কিন্তু আজ রাম-অনুরাগ কোন্ বস্তু তুমি আমাদের শিক্ষা দিলে।

"নব বিধু বিমল তাত! যশ তোরা,
রঘুবর কিঙ্কর কুমুদ চকোরা" ॥

বৎস ভরত! তোমার ভুবন ভরা যশ নূতন নির্ম্মল চন্দ্রের মত। রাম-দাসগণ সেই কুমুদের চকোর। সুধাংশুর সুধাস্বাদ করিয়া আশা ত মিটে না। এই চন্দ্রের কখন উদয়াস্ত হয় না, জগত রূপ আকাশে দিন দিন দ্বিগুণিত হয়—

"নিশি দিন সুখদ সদা সবকাহূ,
গ্রসিহি ন কৈকেয়ী করত বরাহূ" ॥
পূরণ রাম সুপ্রেম পিযূষা,
গুরু অপমানদোষ নহিঁ দূষা" ॥

এই সুখ-ইন্দু নিশিদিন সকলকে সুখদান করে, কৈকেয়ীর কর্ম্ম রাহু এই চন্দ্রকে গ্রাস করিতে পারে না। এই চন্দ্র সতত শ্রীরাম প্রেম সুধায় পরিপূর্ণ। গুরু অপমান দোষে, ইহা দূষিত হয় না। বৎস! তুমি রাম ভক্তি সুধায় আপনি পরিপূর্ণ থাকিয়া, বসুন্ধরা তলে এই সুধা সুলভ করিলে। "তুমি যে অনুপম কীর্ত্তিরূপ চন্দ্র উদয় করিয়াছ, সে শশীতে শ্রীরামের প্রেম, মৃগচিহ্নরূপে সতত বসিয়া আছে"—

"তাত গলানি করহু জিয় জায়ে,
ডরহু দরিদ্রহিঁ পারস পায়ে।
সুনহু ভরত হম্ ঝুট ন কহহীঁ,
উদাসীন তাপস বন রহহীঁ।
সব সাধনকর সফল সুহাবা,
লষণ রাম সিয় দরশন পাবা।
তেহি ফলকর ফল দরশ তুম্হারা
সহিত প্রয়াগ সুভাগ্য হমারা" ॥

বৎস! কেন বৃথা তুমি আত্মগ্লানি করিতেছ? শ্রীরামের প্রেমরূপ পরশমণি পাইয়া তুমি দারিদ্রকে কি নিমিত্ত ভয় করিতেছ? ভরত!

আমি উদাসী তাপস, বন আমার বাসস্থান, আমি মিথ্যা কথা বলি. নাই। সীতারাম লক্ষণের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া, আমার সকল সাধন সফল হইয়াছিল, তার ফলে আজ তোমার মত ভক্তের দর্শন পাইলাম, আজ আমার সৌভাগ্যকে আমি মূর্ত্তিমান দেখিতেছি শুধু আমার নয়, প্রয়াগ বাসী-সহিত আমার সৌভাগ্য।

ভরত ধন্য তুম জগ যশ লয়উ,
কহি অস প্রেম মগন মুনি ভয়উ।
সুনি মুনি বচন সভাসদ হরষে,
সাধু সরাহি সুমন সুর বরষে'' ॥

ভরদ্বাজ বলিলেন ভরত! এরূপ সুযশ লাভ করিয়া তুমি ধন্য হইয়াছ। এই বলিয়া আনন্দ সগরে ডুবিয়া গেলেন। মুনি বচনে সভাসদ সকলেই আনন্দিত হইলেন, সাধু' 'সাধু' বলিয়া সুরগণ পুষ্প বর্ষণ করিলেন। প্রয়াস-গগনে ধন্য ধন্য ধ্বনি হইতে লাগিল।

ভরত তখন মুনি বৃন্দকে প্রণাম করিয়া, সজল নয়নে গদগদ বচনে সকলকে বলিলেন—

একে তীর্থরাজ প্রয়াগ, তাহাতে মুনির সমাজ এখানে শপথ করা পাপকার্য্য। আপনারা সর্ব্বজ্ঞ; আর অন্তর্যামী রঘুপতি আমার অন্তর জানেন, আমি সত্য বলিতেছি, জগত আমাকে ঘৃণা করিবে সে জন্য আমি দুঃখ করি না, মাতার কারণেও শোক করি না, পরলোকে অশুভ হইবে, তাহাতেও ভয় নাই, ভুবন ভরিয়া যাঁহার যশ ও পুণ্য শোভা পাইতেছে, শ্রীরাম লক্ষ্মণের মত যাঁহার

তনয়, যিনি রামের বিরহে ক্ষণস্থায়ী তনু ত্যাগ করিয়াছেন, সেই সৌভাগ্যবান পিতা দশরথ ও শোকের বিষয় হইতে পারেন না। আমার শোকের বিষয়—

"রাম লষণ সিয় বিনুপগ পনহীঁ,
করি মুনিবেষ ফিরহিঁ বন বনহীঁ ॥

শ্রীরাম লক্ষণ সীতা পদব্রজে মুনিবেশে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন। আমার প্রাণের দেবতা, যে প্রভুর একটু সুখের জন্য, আমি আমার এ তুচ্ছ প্রাণ অনায়াসে বিসর্জ্জন করিতে পারি, সেই প্রভু আজ আমারই জন্য, ফলাশন করিয়া বল্কল পরিধান পূর্ব্বক, কুশশয্যায় কঠিন ভূমিতে শয়ন করেন। আর দিবানিশি তরুতলে বসিয়া হিমাতপ বরষা বাত সহ্য করিতেছেন।

"য়হ দুখদাহ দহৈ নিত চ্ছাতী,
ভূঁখ ন বাসর নীঁদ ন রাতি ॥
য়হি কুরোগকর ঔষধি নাহীঁ,
শোধেউঁ সকল বিশ্ব মনমাহীঁ ॥

এই দুঃখদাহে আমার হৃদয় সতত দহিতেছে, দিবা রাতি কোথা দিয়া কখন গমন করিতেছে আমি জানি না, দিবসে ক্ষুধা নাই, রাত্রিতে নিদ্রা নাই। আমার বিচারে সমস্ত বিশ্ব অনুসন্ধান করিলেও এ কুরোগের প্রতীকার হইবে না। একমাত্র শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় আসিয়া রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে তবেই এ যন্ত্রণা যায়। তখন, মুনি-সমাজ সকলেই ভরতকে ধন্য ধন্য করিলেন।

শ্রীভরদ্বাজ মুনি বলিলেন, ভরত! আর তুমি শোক করিও না, অবিলম্বে শ্রীরাম চরণ দর্শন করিয়া তোমার সকল দুঃখ দূর হইবে।

শ্রীরামচন্দ্র এক্ষণে চিত্রকূট পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছেন, আজ পরিশ্রান্ত সৈন্যগণ সকলে এই আশ্রমে ভোজন ও বিশ্রাম করুক, কল্য প্রভাতে সকলকে লইয়া তুমি রাম দর্শনে শুভযাত্রা করিও। যদিও শ্রীরাম বিরহে ভরতের নিমেষে যুগ বহিয়া যাইতেছিল, তথাপি তিনি মুনি বাক্য শিরোধার্য্য করিলেন।

"যথা জ্ঞাপয়তি ভবাংস্তথেতি ভরতোব্রবীৎ"—

ভরত বলিলেন আপনি যাহা আজ্ঞা করেন, তাহাই হইবে। অভীষ্ট দাতা মুনি ভরদ্বাজ তখন মৌনভাবে হোমগৃহে অবস্থান করত কামবর্ষিণী কামদুঘা ধেনুকে চিন্তা করিলেন। ভরদ্বাজের কামনানুসারে কামধেনু অলৌকিক বস্তু সকল সৃজন করিল। যোগীরাজ ভরদ্বাজ সৈন্যগণের সহিত সকলকে আনাইয়া যথাবিহিত আতিথ্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া সকলকে পরিতুষ্ট করিলেন।

শ্রীভরত, শত্রুঘ্নের সহিত শ্রীরামকে হৃদয়ে ধ্যান করতঃ একাশনে বসিয়া রাম রাম জপ করিতে করিতে সে নিশি যাপন করিলেন। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অযোধ্যাবাসী, মন্দস্মিত শ্রীরঘুনাথ মুখারবিন্দ স্মরণ করিয়া, রাম রাম বলিয়া, রামগুণ গাহিয়া রাম জয় দিয়া যথাবিহিত প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপনান্তে রাম দর্শনের জন্য উৎসুকতা জানাইল। শ্রীভরত গুরুচরণে এবং মুনিবরকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

আশ্রমং তস্য ধর্ম্মজ্ঞ ধার্ম্মিকস্য মহাত্মনঃ,
আচক্ষ্ব কতমো মার্গঃ কিয়ানিতি চ শংস মে ॥

ধর্ম্মজ্ঞ! সেই ধার্ম্মিক প্রবর মহাত্মার আশ্রম কতদূর? এবং কোন্ পথে যাইতে হইবে, তাহা আমাকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া দিন।

ভ্রাতৃদর্শন কাতর ভরতকে তখন মুনি ভরদ্বাজ বলিলেন ভরত! এইস্থান হইতে সার্দ্ধ যোজনোদ্বয় দূরে জনশূন্য অরণ্য মধ্যে রমণীয় বিদীর্ণ পাষাণ ও কানন সমাকীর্ণ, চিত্রকূট নামক পর্ব্বত আছে। পুষ্পিত তরুগণ সমাবৃত, রমণীয়কুসুমিত-কাননা মন্দাকিনী নদী তাহার উত্তরদিক দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, সেই নদীর পরপারে চিত্রকূট গিরি, সেই স্থানেই তাঁহাদের পর্ণশালা দেখিতে পাইবে।

তখন সকলে একে একে মুনি চরণে প্রণাম করিতে সমাগত হইলেন। তন্মধ্যে প্রথমেই—

"বেপমানা কৃশা দীনা সহ দেব্যা সুমিত্রয়া,
কৌশল্যা তত্র জগ্রাহ করাভ্যাং চরণৌ মুনেঃ" ॥

কম্পমানা, কৃশা, দীনা, দুঃখিনী কৌশল্যা, সুমিত্রা দেবীর সহিত হস্তদ্বয় দ্বারা মহর্ষির চরণ যুগল গ্রহণ করিলেন।

তাহার পর ব্যর্থ-মনোরথা, সর্ব্বলোক নিন্দিতা কৈকেয়ী তাঁহার পদদ্বয় ধারণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত অন্তরে ভরতের নিকটেই রহিলেন। তখন মহামুনি ভরদ্বাজ ভরতকে বলিলেন—

"বিশেষং জ্ঞাতুমিচ্ছামি মাতৃণাং তব রাঘব"।

রাঘব! আমি তোমার মাতৃগণের সবিশেষ পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি। তখন সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ ভরত কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন—

ভগবন্! স্বয়ং নারায়ণ যাঁহার গর্ভে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই পুত্র বিরহে ও স্বামী শোকে অনশনে ক্ষীণকায়া অত্যন্ত দুঃখাক্রান্তা যাঁহাকে দেখিতেছেন, ইনি সেই দেবী রূপিণী আমার পিতার প্রধানা মহিষী রাম-জননী কৌশল্যা। অদিতি যেমন উপেন্দ্রকে প্রসব করিয়াছিলেন, সেইরূপ ইনিই সেই সিংহ-সম বিক্রম পূর্ব্বক গমনশীল, পুরুষ শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রকে প্রসব করিয়াছেন। আর ইঁহার বামবাহু ধরিয়া যিনি দাঁড়াইয়া আছেন—

"কর্ণিকারস্য শাখের শীর্ণপুষ্পা বনান্তরে,
ইয়ং সুমিত্রা দুঃখার্ত্তা দেবী রাজ্ঞশ্চ মধ্যমা"॥

পুষ্প সকল বিশীর্ণ হইলে কর্ণিকার বৃক্ষের শাখা যেমন বনমধ্যে শোভাশূন্য হইয়া থাকে, ইনিও তেমনি দুঃখার্ত্তা আছেন। ইনি রাজার মধ্যমা রাণী, সত্য পরাক্রম বীরবর লক্ষ্মণ, ও শত্রুঘ্ন ইঁহার উভয় পুত্র।

আর যাঁহার জন্য অযোধ্যবাসীর এই দুর্দ্দশা, যাঁহার জন্য রাম, বনবাসে গমন করিয়াছেন, যাঁহার জন্য প্রভুর বিরহে আমার এই দশা; যাঁহার জন্য পিতার দেহত্যাগ, সেই অনার্য্যা অশিক্ষিত-বুদ্ধি, সুভগমানিনী ঐশ্বর্য্যলুব্ধা, সূর্য্যবংশ অযশস্কর পুত্রবতী নিষ্ঠুরস্বভাবা, পাষাণ হৃদয়া কৈকেয়ী এই। ভরতের কণ্ঠরোধ

হইয়া আসিল। অশ্রুভরা কণ্ঠে অতিকষ্টে পুনরায় বলিলেন, প্রভু! যাঁহার গর্ভে জন্মিয়া, আজ আমি নরাধম, এই সেই হতভাগ্যের গর্ভধারিণী। শ্রীভরদ্বাজ মুনি তখন ভরতকে বলিলেন বৎস!

"স্বপূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মৈব কারণং সুখ দুঃখয়োঃ" ॥

নিজের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মই সুখ দুঃখের কারণ।

"সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা,
পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা,
অহং করোমীতি বৃথাভিমানঃ
স্বকর্ম্মসূত্রগ্রথিতো হি লোকঃ" ॥

নতুবা কেহই কাহাকে সুখ দুঃখ দিতে পারে না, পরে দুঃখ দান করে এই জ্ঞান ভ্রমাত্মক। "আমি করি" ইহাও বৃথা অভিমান, কেননা লোকে আপন কর্ম্মসূত্রে গ্রথিত। অতএব ভরত! তুমি কৈকেয়ীকে নিন্দা করিওনা।

পরে সকলে মুনিচরণে প্রণাম করিয়া, শ্রীরাম জয়ধ্বনি দিয়া চিত্রকূট অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

নবম চিত্র।

চিত্রকূটে ভরত।

"ঝরণা ঝরহিঁ মত্তগজ গাজহিঁ,
মনহুঁ নিশান বিবিধবিধি বাজহিঁ।
চক চকোর চাতক শুক পিকগণ,
কূজত মঞ্জু মরাল, মুদিত মন।
অলিগণ গাবৃত নাচত মোরা,
জনু সুরাজ মঙ্গল চহুঁ ওরা।
বেলি বিটপ তৃণ সফল সফুলা,
সব সমাজ মুদ মঙ্গল মূলা" ॥

কত মত্তকরীর বৃংহতি নাদে কানন প্রতিধ্বনিত। ঝরণার কলস্বনে বিবিধ শব্দের উৎপত্তিতে মধুর বাদ্যধ্বনি শ্রুত হইতেছে, শুক, পিক, চাতক, চকোর চক্রবাকে, হর্ষে বিভোর হইয়া মধুর রবে কূজন করিতেছে, শিখিকুল নৃত্যরত, কত ভ্রমরগুঞ্জনে কানন মুখরিত, তৃণ পল্লব ফল ফুলে তরুলতা অপূর্ব্ব শোভন শ্রী ধারণ ধারণ করিয়াছে। এ যেন কোন রাজার সুখময় রাজ্যের চারিদিকে সুমঙ্গল।

অদূরে মনোরম চিত্রকূটগিরি, শ্যাম-শস্পাবৃত চিত্রকূটের কানন শোভা চিত্রকরের চিত্রকে পরাজিত করিয়া চিত্রিত পটের ন্যায়ই শোভান্বিত হইতেছে।

মঙ্গলময়ের আগমনে কাননের তরু গুল্মলতাও যেন মঙ্গল-ধ্বনি করিতেছে। আজ অযোধ্যাবাসী শ্রীরামচন্দ্রের স্নেহসুধা পান করিয়া দারুণ দুঃখের দাহ জুড়াইবে, তাই উন্মত্ত হইয়া সকলে রাম দর্শনে ছুটিয়াছে।

কিছু পূর্ব্বে এই ভীষণ দর্শন কানন নিঃশব্দের ন্যায় হইয়াছিল, এক্ষণে লোকাকীর্ণ অযোধ্যার মত প্রতীয়মান হইতেছে, সমুদ্র-প্রবাহতুল্য সৈন্যসকল দ্বারা চালিত, শৈলোপম গজযুথ অশ্ব প্রভৃতির খুরোত্থিত ধূলিপটলে গগন মণ্ডল আচ্ছন্ন; শ্রীভরতের প্রিয়কারী হইয়া সমীরণ যেন চিত্রকূট দর্শনের প্রতিবন্ধ স্বরূপ রেণুরাশিকে ত্বরায় অপসারিত করিয়া দিতেছে।

"নীলা ইবাতপাপায়ে তোয়ং তোয়ধরা ঘনাঃ" ॥

নীলমেঘ সকল যেমন প্রাবৃট্‌কালে বারিবর্ষণ করে, তেমনি পুষ্পিত-বৃক্ষ সকল গজযূথের সংস্পর্শে চালিত হইয়া রাশীকৃত কুসুম বর্ষণে ছাইয়া দিল। মৃগীর সহিত ধাবমান বিচিত্র বিন্দুযুক্ত রমণীয় মৃগগণ পুষ্পাচ্ছাদিত মত শোভাযুক্ত হইয়া সকলের নয়নকে আকৃষ্ট করিতেছে। বনভূমি, বিপুল হর্ষযুক্ত হইয়া শব্দ কোলাহলে পরিপূর্ণ।

প্রিয়দর্শন ময়ূরগণ ভীত হইয়া পক্ষিকুলের আবাসস্থলে পর্ব্বত ক্রোড়ে আশ্রয় লইতেছে, আর ভীত মত্ত বন্য জন্তুগণ আপন আপন দল ছাড়িয়া দশদিকে ধাবিত হইতেছে দেখিয়া, শ্রীরামচন্দ্র বিস্ময় পূর্ব্বক, দীপ্ততেজা সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বলিলেন—কি আশ্চর্য্য! লক্ষ্মণ! এই পর্ব্বতে—

ভীমস্তনিতগম্ভীরং তুমুলঃ শ্রূয়তে স্বনঃ”॥

মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় ভীষণ তুমুল শব্দ উত্থিত হইতেছে, ওই দেখ ধূলিরাশিতে চারিদিক পরিপূর্ণ হইয়া গেল, কিছুই আর দেখা যাইতেছেনা।

“সর্ব্বমেতদ্ যথা তত্ত্বমভিজ্ঞাতুমিহার্হসি”।

কি কারণে এইস্থানে এরূপ সংঘটিত হইয়াছে, তাহা তোমার যথার্থরূপে অবগত হওয়া উচিত। লক্ষ্মণ অগ্রজের আদেশানুসারে সত্বর কুসুমিত শালবৃক্ষের উপর আরোহণ করতঃ হস্তী, অশ্ব, রথ সমাকুল মহতী সেনা দেখিয়া শ্রীরামকে বলিলেন, আর্য্য! “অগ্নিং সংশময়ত্বার্য্যঃ সীতা চ ভজতাং গুহাম্” আপনি অগ্নি নির্ব্বাণ করুন, ও সীতাদেবী গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকুন। তখন রাম বলিলেন,—

লক্ষ্মণ! “কস্যেমাং মন্যসে চমূম্” এ সেনা কাহার বোধ হইতেছে?

রামসেবক সুমিত্রা নন্দন, শ্রীরামের বহিঃপ্রাণ। ধনুর্ব্বাণধারী শ্রীলক্ষ্মণ রাম-শত্রুর বিপক্ষে থাকিয়া সতত ছায়ার ন্যায় রামের অনুগমন করিতেন, ক্ষণমাত্র তিনি প্রভুর নিকট হইতে দূরে অবস্থান করেন নাই। যে অঙ্গে কুসুম কুঙ্কুম চন্দন অনুলিপ্ত করিতেও ভক্ত ব্যাথা পাইতেন, আজ সেই রাম অঙ্গে ভস্ম বিভূষিত করিতে হয়, রাজ-মুকুটের পরিবর্ত্তে স্বহস্তে মস্তকে জটা বাঁধিয়া দিয়াছেন, রাজা দশরথের প্রাণ স্বরূপ কৌশল্যার নয়ন-মণি রামকে ক্ষীর সর নবনীত কত মত রাজভোগ্য বস্তু ভোগ করাইয়াও

যিনি অতৃপ্ত থাকিতেন, আজ স্বহস্তে বন্য ফল আহরণ করিয়া সেই ভক্তের হৃদয় নিধি প্রভুকে কটু তিক্ত কষায় ফল ভোগ করাইতে ভক্তের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া দুধারে নয়ন ধারা প্রবাহিত হয়। অযোধ্যার মনোরম রাজপ্রাসাদে কত মণি মাণিক্য খচিত পালঙ্ক উপরে কোমল শয্যায় যিনি শয়ন করিতেন, সেবক লক্ষণ আজ নিজ হাতে কুশশয্যা রচনা করিয়া সেই প্রভুকে শয়ন করিতে বলিতেন। একমাত্র রামই যে লক্ষ্মণের ইষ্টঅভীষ্ট সর্ব্বস্ব। প্রভুকে রাজ্যহারা বনবাসী স্মরণ করিয়া বিবেকবীর লক্ষণ আজ আত্মহারা হইয়া ত্রিলোক-দহনক্ষম মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন।

রামবাক্য শ্রবণ করিয়া—

"দিধক্ষন্নিব তাং সেনা রুষিতঃ পাবকো যথা"।

লক্ষ্মণ ক্রোধে অগ্নিতুল্য হইয়া সেনাগণকে যেন দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করতঃ বলিলেন "যন্নিমিত্তং ভবান্ রাজ্যাচ্চ্যুতো রাঘব শাশ্বতাৎ"—

রঘুবীর! যাহার জন্য, দশরথের অতুল রাজৈশ্বর্য্য হইতে আপনি বঞ্চিত হইয়াছেন আমাদের সেই পরম শত্রু বধযোগ্য ওই ভরত আসিতেছে—

"ভরতস্য বধে দোষং নাহং পশ্যামি রাঘব"॥

কারণ— ভরতের বিনাশে আমি দোষ দেখিনা।

"পূর্ব্বাপকারিণং হত্বা ন হ্যধর্ম্মেণ যুজ্যতে।
পূর্ব্বাপকারী ভরতস্ত্যাগে ধর্ম্মশ্চ রাঘব"॥

প্রথমাপরাধী ব্যক্তিকে নিহত করিয়া কোন ব্যক্তি অধর্ম্মযুক্ত হয়না। ভরত পূর্ব্বে আমাদের অপকার করিয়াছে, ইহাঁকে নিধন করিলে বরং ধর্ম্মই হইবে। আর্য্য! আপনি পরমসুখে সসাগরা পৃথিবী শাসন করিবেন। মানদ! এতকাল যে ক্রোধ আমি সম্বরণ করিয়াছিলাম, আজ আমি তৃণমধ্যে তাহা অগ্নির ন্যায় শত্রুমধ্যে নিক্ষেপ করিব—

"ছিন্দঞ্ছত্রুশরীরাণি করিষ্যে শোণিতোক্ষিতম্।
শরৈর্নির্ভিন্ন হৃদয়ান্ কুঞ্জরাং স্তুরগাংস্তথা" ॥

আজ আমি শাণিতশরসমূহ দ্বারা শত্রু-শরীর ছিন্ন ভিন্ন করতঃ চিত্রকূটগিরির কাননকে রক্তাক্ত করিব।

সসৈন্যে ভরতকে আজ সংহার করিয়া ধনুর্ব্বাণের ঋণ পরিশোধ করিব সংশয় নাই।

সর্ব্ব করুণাধার শ্রীরাম তখন দুঃখের সহিত লক্ষণকে বলিলেন,—ভাই লক্ষ্মণ! আমি পিতৃসত্যপালনার্থে বনে আসিয়াছি, ভরত তাহাতে কোন্ দোষে দোষী হইল? লক্ষণ! মিত্রগণের বিনাশে যাহা পাওয়া যায়—

"নাহং তৎ প্রতীগৃহ্লীয়াং ভক্ষান্ বিষকৃতানিব"

বিষমিশ্রিত ভক্ষদ্রব্যের ন্যায় আমি তাহা গ্রহণে অভিলাষী নহি।

ভাই! আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, তোমাদিগের জন্যই আমি ধর্ম্ম অর্থ কাম কামনা করিয়া থাকি, তোমাদের প্রতিপালনের জন্যই আমার রাজ্যলাভের বাসনা,

তোমাদের জন্যই আমি সত্যধর্ম্মে থাকিয়া অস্ত্রধারণ করি। নতুবা প্রিয়দর্শন!

"নেয়ং মম মহী সৌম্য দুর্লভা সাগরাম্বরা,
ন হীচ্ছেয়মধর্ম্মেণ শক্রত্বমপি লক্ষ্মণ।"

লক্ষ্মণ! এই সসাগরা ধরা কিছুই আমার পক্ষে দুর্লভ নহে, আমি অধর্ম্ম করিয়া ইন্দ্রত্ব লাভ করিতেও ইচ্ছা করি না।

"যদ্বিনা ভরতং ত্বাঞ্চ শত্রুঘ্নঞ্চাপি মানদ।
ভবেন্মম সুখং কিঞ্চিদ্ভস্ম তৎ কুরুতাং শিখী"॥

মানদ! ভরত, তুমি, এবং শত্রুঘ্ন বিনা, আমার যে সুখ হয়, অগ্নি তাহা ভস্মসাৎ করুন্।

আর তুমি কি ভরতকে জাননা?

"তিমির তরুণ তরণিহি সক গিলই,
গগন মগন মকু মেঘহি মিলই।
গোপদ জল বুড়হিঁ ঘটযোনী,
সহজ ক্ষমা বরু চ্ছাঁড়হিঁ ক্ষোণী।
মশক ফুঁক বরু মেরু উড়াই,
হোই ন নৃপমদ ভরতহি ভাই।

তিমির যদি, প্রখরদীপ্ত দিবাকরকে গ্রাস করে, আকাশ যদি মেঘে মিশিয়া যায়, অগস্ত্য মুনি যদি গোস্পদ জলে মগ্ন হন, ধরিত্রী

মাতা যদি সহজ ক্ষমা ত্যাগ করেন, মশকের ফুঁকে যদি পর্ব্বত উড়িয়া যায়, রাজ্য মদে ভরত কখন মাতিবে না।

"কহত ভরত গুণশীল স্বভাউ।
প্রেম পয়োধি মগন রঘুরাউ" ॥

ভরতের স্বভাব-শোভন, গুণ কহিতে কহিতে, রাম, ভক্তপ্রেম-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া গেলেন। তখন তিনি বলিলেন—ভাই লক্ষ্মণ! আমার প্রাণতুল্য প্রিয়তর ভ্রাতৃবৎসল ভরত, শোক-বিহ্বল চিত্তে, পিতাকে প্রসন্ন করিয়া আমাকে রাজ্যদান করিতে বোধহয় আসিতেছেন। ভাই লক্ষ্মণ! ভরতের অবস্থা চিন্তা করিয়া আমার চিত্ত অস্থির হইয়াছে, আমি ভিন্ন ভরতের গ্রহণীয় বস্তু অন্য কিছুই নাই, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের রাজা হইতেও সে চাহে না। তাহার দেহ মন প্রাণ রাজ্যের রাজা যে আমি, তবে সে কি লইয়া রাজ্য করিবে? যে সর্ব্বান্তঃকরণে আমার শরণ লয়, আমি যে তাহার সব অহংটুকু মুছাইয়া তাহার হৃদয় রাজ্যের রাজা হই,- আপনার হৃদয় রাজ্যের রাজার প্রসন্নতা যে অনুভব করিয়াছে, তুচ্ছ তাহার অনিত্য ধন জন। ত্রিলোকের অনন্ত ঐশ্বর্য্য গ্রহণ করা দূরে থাক সে চাহিয়াও দেখে না, আপন প্রিয়তমের প্রেমে যাহার অন্তর পরিপূর্ণ, সে ভরিত-হৃদয়ে আর কোন দ্রব্যই স্থান পায় না। অল্প অনিত্য লইয়া থাকিলেই অভাব অশান্তি। ইহা তাহা গ্রহণ করিয়া লোকে পুনঃ পুনঃ আপনার মনকে প্রবোধ দিতে গিয়া দুঃখসাগরেই ঝাঁপ দেয়, কিন্তু

যে ভূমার আনন্দ বুঝিয়া অনন্তের সীমাশূন্য প্রেমে ডুবিয়া, জগতের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়াছে, সে শত ইন্দ্র পদও তুচ্ছ করে। লক্ষ্মণ!

"নহি তে নিষ্ঠুরং বাচ্যো ভরতো নাপ্রিয়ং বচ।
অহমাপ্রিয়মুক্ত স্যাং ভরতস্যা প্রিয়ে কৃতে" ॥

ভরতকে নিষ্ঠুর বা অপ্রিয় বাক্য বলা উচিত নহে, ভরতকে কোন অপ্রিয় বাক্য বলিলে তাহা আমাকেই বলা হইবে। সৌমিত্রে!

"কথং নু পুত্রাঃ পিতরং হন্যুঃ কস্যাঞ্চিদাপদি।
ভ্রাতা বা ভ্রাতরং হন্যাৎ সৌমিত্রে প্রাণমাত্মনঃ ॥

কোন বিপৎকালেও কি পুত্রেরা পিতাকে, অথবা ভ্রাতা আপন প্রাণসম ভ্রাতাকে বিনষ্ট করিতে পারে?

ধার্ম্মিক, ভ্রাতা-হিতকার্য্যে রত শ্রীরামচন্দ্র এই কথা বলিলে—

"লক্ষণঃ প্রবিবেশেব স্বানি গাত্রাণি লজ্জয়া"

লক্ষণ, লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া, যেন স্বীয় গাত্রে প্রবেশ করিলেন। অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া লক্ষ্মণ কি বলিবেন, কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া, বলিলেন, আর্য্য! তবে বোধ হয় পিতা দশরথ আপনাকে দেখিতে আসিতেছেন।

লক্ষ্মণের লজ্জা নিবারণ মানসে শ্রীরাম তখন লক্ষ্মণের কথায় অনুমোদন করিয়া কহিলেন, আমারও তাহাই বোধ হইতেছে, এই

বিদেহ নন্দিনী নিয়ত সুখসেবিনী, ইহাকে বন হইতে নিশ্চয় গৃহে লইয়া যাইবেন।

লক্ষণ তখন আশ্চর্য্য হইয়া শ্রীরামকে কহিলেন—

আর্য্য কাকুৎস্থ রাম! কিন্তু পিতার সেই লোকবিখ্যাত দিব্য ছত্রত দেখিতেছি না, অতএব আমার ইহাতে সংশয় হইতেছে।

শ্রীরাম বলিলেন, এখনই লক্ষ্মণ, তোমর সকল সন্দেহ দূর হইবে, তুমি এক্ষণে বৃক্ষ হইতে অবতরণ কর।

অগ্রজের আদেশে সমরবিজয়ী লক্ষ্মণ তরুশীর্ষ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া রাম পার্শ্বে অবস্থান করিলেন।

শ্রীভরত কিছুদূর গমন করিয়া, হংস সারস সেবিতা, কুসুমিত-তরুগণোপশোভিতা বিচিত্র পুলিনশালিনী মন্দাকিনী নদী দেখিতে পাইয়া অমাত্যদিগকে বলিলেন, এইবার আমরা মহর্ষি ভরদ্বাজের নির্দ্দিষ্ট স্থানে বোধ হয় আসিয়াছি, ওই দেখ দূর হইতে বনসকল নীলমেঘের ন্যায় বোধ হইতেছে, চিত্রকূট শৈলের নিম্নে খর প্রবাহিনী মন্দাকিনী আনন্দোচ্ছ্বাসে দুকুল বহিয়া প্রিয়-সঙ্গম আশায় ছুটিতেছে, বিবিধ ফল-পুষ্প সুশোভিত-ছায়া-সমন্বিত মনোরম বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ অতি রমণীয় শান্তিময় কানন। মনে হইতেছে কাননের পুষ্প পল্লব তৃণতরু সকলে যেন রামের প্রেমে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ত্রিবিধ তাপহারী মৃদুমন্দ সমীরণ কুসুমের সুবাস লইয়া বনভূমি আমোদিত করিতেছে, ওই দেখ কত কত ঋষিদিগের পর্ণকুটীর, তাপসদিগের আসনের মত তরু-ছায়ায় কত সুন্দর সুন্দর শিলা বিস্তৃত! হিংসা রহিত এই বনে

সিংহ শৃগাল ব্যাঘ্র মৃগ করী কত কত বর্ণের বিহঙ্গম সকলে পরস্পর সুহৃদের মত একত্রে খেলা করিতেছে, ওই দেখ, আমার প্রভুর, চরণ পদ্ম সুধা লোভে ভ্রমরকুল আকুল হইয়া ছুটিতেছে, তোমরা সকলে যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধান কর রামাশ্রম এইখানেই কোথাও হইবে।

সম্মুখে চিত্রকূট গিরি—

"দেখি করহিঁ সব দণ্ড প্রণামা
কহি জয় জানকী জীবন রামা।
প্রেম মগন অস বাজসমাজু,
জনু ফিরি অবধ চলে রঘুরাজু।

আনন্দে সমস্বরে, জয় জয় জানকী জীবন রাম বলিয়া সকলে দণ্ডবৎ প্রণাম কবিযা শৈলবরকে দর্শন করিল। তখন অযোধ্যা-বাসীগণের প্রাণে এত আনন্দ হইল, মনে হইল যেন রঘুরাজ রাম অযোধ্যায় ফিরিযা যাইতেছেন।

তাপস দিগের তপঃফল সিদ্ধি স্বরূপ সুখময় ইষ্টদর্শনে যেরূপ আনন্দ সঞ্চার হয় শ্রীরামের শৈল শোভা নিরীক্ষণ করিয়া শ্রীভরতও সেইরূপ হৃষ্টচিত্ত হইলেন।

বিশ্ব স্রষ্টার অপূর্ব্ব সৃষ্টি রচনা কৌশলপূর্ণ অনুপম সৃষ্টি সৌন্দর্য্য দর্শনে, ভক্ত তন্ময় হইলেও স্রষ্টার দর্শন ব্যতীত প্রাণ তার শান্ত হয় না।

কম্পিতকায় ভরত তখন ক্রমে সেই তরুনিকরে আচ্ছন্ন অতি নির্জ্জন অরণ্যে গমন করিয়াও রামাশ্রম দর্শনে বঞ্চিত হইলেন

শ্রীভরত তখন 'হা রাম' বলিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শূন্য প্রাণে উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র দেখিলেন—

"দদর্শ দূরাদতিভাস্বর শুভং
রামস্য গেহং মুনিবৃন্দ সেবিতম্।
বৃক্ষাগ্রসংলগ্নসুবল্কলাজিনং
রামাভিরামং ভরতঃ সহানুজঃ" ॥

বৃক্ষের শাখাগ্রভাগে উত্তম বল্কল ও চর্ম্ম আবদ্ধ রহিয়াছে, আর নিম্নে সুশোভিত ছায়াযুক্ত বটবৃক্ষতলে অতি সুপ্রভ মুনিগণ-নিষেবিত রাম-বাস-মনোহর শুভ রামাশ্রম।

শুষ্ক দগ্ধ মরুভূমি মধ্যে তৃষিত শ্রীভরত যেন বারি প্রাপ্ত হইলেন। আনন্দে, আশ্রম সমীপে গমন করিতে করিতে, ভরত সেই রমণীয় বনভূমিতে সীতারামের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি রেখাযুক্ত চরণ চিহ্ন দেখিতে পাইয়া, অষ্টাঙ্গ লুণ্ঠিত করিয়া পদরজ মাখিয়া বলিলেন—

"অহো সুধন্যোঽহমমূনি রাম,
পাদারবিন্দাঙ্কিত ভূতলানি।
পশ্যামি যৎ পাদরজো বিমৃগ্যং,
ব্রহ্মাদি দেবৈঃ শ্রুতিভিশ্চ নিত্যম্॥

অহো! আমি অতীব ধন্য হইলাম, কারণ, যাঁহার পদধূলি ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং বেদগণের সতত অন্বেষণীয়, সেই জগৎপতি শ্রীরাম-

চন্দ্রের চরণ কমল চিহ্নিত এই সকল ভূভাগ আমি নয়ন গোচর করিতেছি।

"ইত্যদ্ভুত প্রেমরসাপ্লুতাশয়ো,
বিগাঢ়চেতা রঘুনাথ ভাবনে।
আনন্দজাশ্রুস্নপিতস্তনান্তরঃ
শনৈরবাপাশ্রমসন্নিধিং হরেঃ" ॥

এইরূপ অদ্ভুত প্রেমরসে আদ্রচিত্ত রঘুনাথ চিন্তানিমগ্ন ভরত আনন্দাশ্রু দ্বারা নিজ বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত করতঃ আশ্রম সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। ভক্ত তুলসী গোঁসাই বলিতেছেন, শুধু ভরতের কেন? শ্রীভগবানের সমীপবর্ত্তী হওয়ায়, আনন্দে অধীর, রাম দর্শন লালসায় অযোধ্যাবাসী সকলেরই—

"শিথিল অঙ্গ পগ ডগমগ ডোলহি,
বিহবল বচন প্রেমবশ বোলহি"।

সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া চরণ টলমল করিতেছে, হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তিরূপ প্রেমসিন্ধু উথলিত হইয়াছে, কাহারও ভাষা পূর্ণভাবে স্ফুরিত হইতেছে না। সহসা শ্রীভরত অবসন্ন হৃদয়ে, কানন মধ্যে বসিয়া পড়িলেন, তাঁহার চরণ আর চলে না। আপনার কথা, কৈকেয়ীর কার্য্য চিন্তা করিয়া, তাঁহার অন্তরে সংশয় আসিয়া উদয় হইল, তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে তখন অমাত্য প্রভৃতিকে বলিতে লাগিলেন।

"মৎকৃতে ব্যসনং প্রাপ্তো লোকনাথ মহাদ্যুতিঃ
সর্ব্বান্ কামান্ পরিত্যজ্য বনে বসতি রাঘবঃ" ॥

মহাদ্দ্যুতি লোকনাথ রাম, আমার জন্যই বিপদগ্রস্থ হইয়া, সকল কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনমধ্যে বাস করিতেছেন, অতএব আমার জীবনে ধিক।

"জগত্যাং পুরুষব্যাঘ্র আস্তে বীরাসনে রতঃ
জনেন্দ্রো নির্জ্জনং প্রাপ্য ধিঙ্মে জন্ম সজীবিতম্" ॥

এই ভূমণ্ডলে যাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষ আর নাই, সেই নরনাথ রাম নির্জ্জন বনে যোগীর আসনে উপবেশন করিতে অনুরক্ত হইয়াছেন, অতএব আমার জন্মে ধিক্।

"ইতি লোক সমাকৃষ্টঃ পাদেম্বস্ত প্রসাদয়ন্
রামং তস্য পতিষ্যামি সীতায়া লক্ষ্মণস্য চ" ॥

বিষবৃক্ষে কি অমৃত ফল ফলে? এইরূপে আমি সর্ব্বলোক নিন্দিত হইয়াছি, আমি এখনই রামকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার পদতলে এবং পরে সীতা ও লক্ষ্মণের চরণে পতিত হইব। দয়াসিন্ধু দয়াধার রাম কখন আমার প্রতি নিদয় হইতে পারিবেন না। আপনার প্রতি দৃষ্টি পতিত হইলে, যে হতাশে হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়, তার পথে তো অগ্রসর হইতে দেয় না! জ্ঞান ভক্তিহীন শক্তিশূন্য, শত অপরাধে অপরাধী কর্ম্ম-দুরাচার আমি, কত পাপতাপের মলিনতায় হৃদয় মন আচ্ছন্ন, কিরূপে আমি তোমার পুণ্যময় পথে অগ্রসর হইব? আমায় দেখিলে যে, তোমায় দর্শন করিবার কোন আশা থাকে না, কিন্তু তোমার প্রতি চাহিলে আমার অন্তর মন নবীন উৎসাহে পূর্ণ

হইয়া, তোমার পথে অগ্রসর করিয়া দেয়, আমি দীন্, তুমিত দীন-দয়াল, আমি পতিত, তুমিত পতিতপাবন! আমি পাপী তুমিত ক্ষমাসার? শরণাগত বৎসল! আজ আমি তোমার শরণে আসিয়াছি, তোমার করুণা বারিতে আমার অজ্ঞানকৃত সকল কল্মষ ক্ষালন করিয়া তুমি প্রসন্ন হও।

করুণার-আধার শ্রীভগবানের করুণা চিন্তা করিলে, জীব সহজেই সে পথে গমন করিতে পারে।

শ্রীরামের অজস্র করুণা স্মরণ করিয়া ভরতের প্রাণে আর কোন সন্দেহ স্থান পাইল না। রাম-দর্শনাকাঙ্ক্ষী উন্মাদ ভরত পুলকাঙ্কিত কায়ে, বিবিধ পত্র পুষ্পে সুসজ্জিত শ্রীরামের কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন কুটীর মধ্যে অপূর্ব্ব বেদি, রাম দর্শনে ভরতের দিব্য চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, নয়নে প্রেমাশ্রু-ধারা, ভরিত আনন্দে ভরত পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছেন, রাম-রমণানন্দে ভরত-অঙ্গের প্রতি রোমাবলী যেন রামদর্শনাকাঙ্ক্ষায় উৎফুল্ল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শ্রীভরত ক্ষণতরে সব ভুলিয়া, সব হারাইয়া দেখিলেন, কুটীর মধ্যে ভানুকোটি প্রতীকাশ চন্দ্রকোটি সুশীতল কিরণ মত অতি স্নিগ্ধ জ্যোতি। সেই জ্যোতিরাশির মাঝে পুষ্পময় বেদিতে নবদূর্ব্বাদল শ্যাম বিশাললোচন অগ্নিতুল্য তেজস্বী চীর ও জটাবল্কলধারী অনন্তকোটি জগৎপতি নিজ শক্তিরূপা সীতার সহিত কুশাস্তরণযুক্ত মৃত্তিকায় বসিয়া আছেন, আর লক্ষ্মণ তাঁহাদের চরণ সেবায় নিযুক্ত আছেন।

ভক্ত বলিতেছেন:—

"বেদীপর মুনি সাধু সমাজু,
সীয় সহিত রাজত রঘুরাজু।
বলকল বসন জটিল তনু শ্যামা,
জনু মুনিবেশ ধরে রতিকামা।
কর কমলন ধনু শায়ক ফেরত,
জীকি জরনি হরত হাঁসি হেরত।

মুনি সাধু সমাজ-মণ্ডলী মধ্যে, বেদীর উপর রঘুবর রাম "স্ফুরদ্ধেম-বর্ণাং তড়িৎপুঞ্জভাসং" সুদীপ্ত হেমবরণী চপলাচারুকান্তি সীতার সহিত বিরাজ করিতেছেন। মনে হইতেছে জ্ঞানসভা মধ্যে, সৎচিদানন্দ, ভক্তিসহ তনু ধরিয়া যেন শোভা পাইতেছেন। শ্রীরামচন্দ্রের বল্কল বসন, শিরে জটা, তনু শ্যাম, তিনি মুনিবেশ ধারণ করিয়াছেন। কোটি রতিকাম-বিনিন্দিত, মুনি-মনোহর সীতারামের অপূর্ব্ব রূপমাধুরী। করপদ্মে ধনুঃশর, পদ্মপলাশ সদৃশ বিশাল নয়ন-যুগল, করুণাস্ফুরিত মধুরানন মধুর হাস্যে প্রস্ফুটিত।

করুণাভরা নয়নযুগল, শ্রীমুখকমলের মধুর হাসি দেখিলে যে, মনের সব সন্তাপ জ্বালা নিভিয়া যায়, অন্তর মন কি এক শান্তিরসে ভাসাইয়া দিয়া যেন কোন অনন্ত, সীমাশূন্য ভূমানন্দ সাগরে ডুবাইয়া দেয়।

অসংখ্য তরঙ্গ হৃদয়ে লইয়া নদী, উৎপত্তি স্থানে মিশিতে ছুটে, সাগরসঙ্গমে নামরূপ পর্য্যন্ত হারাইয়া তদাকারে আকারিত হয়, আর এই উৎপত্তি স্থানে না মিশ্রিত হওয়া পর্য্যন্ত নিবৃত্তি

নাই, ব্রহ্মসমুদ্রের তরঙ্গ স্বরূপ, জীব-বিন্দুরও যে বড় সাধ, সিন্ধুর সহিত মিশিতে, কিন্তু কি এক অবিদ্যা-বাঁধ মাঝখানে বাধা দেয়, তাই জীব শুধুই আছাড় কাছাড় করে। শ্রীগুরু যাঁহাদের জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদেরই শুধু অবিদ্যা-বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়, আপন ক্ষুদ্রত্ব লয় করিয়া তাঁহারা সিন্ধুই হইয়া যান, তাঁহারাও নদীর মত উদ্বেলিত হৃদয়ের তীব্র ব্যাকুলতা পূর্ণ সহস্র বাসনা-কামনা-রূপ তরঙ্গ লয় করিতে পারেন, আর আপন খণ্ডত্ব ভুলিয়া, অখণ্ড সচ্চিদানন্দসাগরে ডুবিয়া, শান্ত স্থির হইয়া স্বস্বরূপে স্থিতি লাভ করিতে পারেন। তখন সুখ, দুঃখ, বন্ধন, বিচ্ছেদ, বিয়োগ, ব্যথা রূপ ভব-বিকারের ভীষণ ব্যাধি কিছুই আর থাকে না।

শ্রীভরতের ক্ষণতরে অবিদ্যা-বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে, তাঁহার নয়ন সম্মুখে সীতারামের জ্ঞানঘন মূর্ত্তি ভাসিতেছে, শ্রীভরত অনিমেষ-লোচনে সেই জলদ জড়িত স্থির তড়িৎ কি অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে তাই দেখিতেছেন। দেখিলেন, কল্পতরু-মূলে, পুষ্পময় মণ্ডপ মাঝে, পুষ্পময় বেদির উপরে নীলমণি প্রভা। দেখিলেন, আদিত্যমণ্ডল-গত চিদানন্দময় প্রণবদ্যুতিরূপ আপন আত্মারাম। দেখিলেন, সর্ব্বক্লেশ-হরণকারী কাকুৎস্থ কমলা-প্রিয় ভক্তাভীষ্ট সিদ্ধকারী শরণাগত-বৎসল সত্যসন্ধ রাম। দেখিলেন, শুদ্ধ সূক্ষ্ম সর্ব্বাধার সনাতন, লোকাভিরাম প্রাণাভিরাম রাম।

ভক্তিপ্লুত হর্ষগদ্গদচিত্তে শ্রীভরত মনে মনে বলিতেছেন,—

এইত আমার মাতা, পিতা, স্বামী, সখা, এইত আমার আত্মার প্রকট মূর্ত্তি, আমার সব তুমি। "সর্ব্বস্বং মে রামচন্দ্রো দয়ালুর্নান্যং জানে নৈব জানে ন জানে"।

কম্পিতকায় ভরত,—

"পাহি পাহি কহি পাহি গুঁসাই,
ভূতল পরে লকুটকী নাই" ॥

প্রভু! প্রপন্ন আমি, আমায় রক্ষা কর, অবিরত এই কথা বলিতে বলিতে কাষ্ঠদণ্ড মত ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।

সাষ্টাঙ্গ লুণ্ঠিত করিয়া রামচরণে প্রণাম করিলেন—

"নমোঽস্তু রামদেবায় জগদানন্দরূপিণে,
মায়া-মোহ নিরাসায় প্রপন্নজনসেবিনে।
পরাৎপরতরং তত্ত্বং সত্যানন্দং চিদাত্মকং,
মনসা শিরসা নিত্যং প্রণমামি রঘূত্তমং ॥
ভূতত্রিনাথং ভুবনাধিপং তং ভজামি রামং ভবরোগবৈদ্যম্ ॥"

দশম চিত্র।

"জটিলং চীরবসনং প্রাঞ্জলিং পতিতং ভূবি।
দদর্শ রামো দুর্দ্দর্শং যুগান্তে ভাস্করং যথা" ॥

শ্রীরামচন্দ্র, প্রলয়কালে ভূতল-পতিত সূর্য্যের ন্যায়, সুদুর্দ্দর্শ, চীর-বসন পরিধায়ী জটিল, বদ্ধাঞ্জলি ভরতকে দর্শন করিলেন।

"বরবশ লিয়ে উঠায় উর,
লয়ে কৃপানিধান।
ভরত রামকী মিলন লখি
বিসরে সবহি আপন" ॥

কৃপানিধান রাম ভরতকে উঠাইয়া আপন হৃদয়ে ধারণ করিলেন। শীর্ণকায় মলিন মুখ-কমল, দুর্ব্বল ভরতকে কোনরূপে আপন ভ্রাতা বলিয়া চিনিলেন, শ্রীভরতকে আলিঙ্গন করিয়া শ্রীরাম বড় আদর করিয়া ডাকিলেন, "ভাই ভরত !" সেইকালে. ভরত ও রামের মিলনানন্দে সমস্ত জনগণ আপনাকে বিস্মৃত হইয়া গেল। রাম অঙ্গ স্পর্শে ভরতের সর্ব্বাঙ্গ অবশ প্রায় হইয়া, সমাধিমগ্ন যোগীর ন্যায় সব ইন্দ্রিয় যেন ঘুমাইয়া পড়িতেছে, শ্রীভরত আপনার মাঝে ডুবিয়া দেখিতেছেন, চিত্রকূটের সীতারাম, আপন কূটস্থে চিত্রিত। ভক্তের ভগবান্ আজ অন্তর বাহির পরিপূর্ণ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। শ্রীরামের অমিয়ময় মধুর ডাক ভরত আজ প্রাণের মধ্যেও শ্রবণ করিতেছেন, ভরত

শিহরিয়া উঠিলেন, বুঝি যুগ যুগান্তর এ অমিয় রসাস্বাদে বঞ্চিত। শ্রীরাম-বিরহে যে ভরতের নিমেষে যুগ বহিয়া গিয়াছে। সে ডাক ভরতের হৃদয় তারে ঝঙ্কারিত হইয়া প্রাণের মাঝে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, প্রিয়মুখে উচ্চারিত হইয়া আপনার নাম আপনার নিকট মধুর হইতে মধুরতর মনে হইতেছে।

ভরত ভাবিতেছেন, ডাকে ত সকলে, এমন ডাক ত কোথাও শ্রবণ করি নাই, দেখি তো অনেক এমন সুন্দর প্রাণ মন ভোলা রূপ তো আর কোথাও দেখি নাই, এ সুখময় অঙ্গ স্পর্শে আমার আমিত্ব লোপ হয়। কই, আর কাহাকেও দেখিয়া তো দেখিতে দেখিতে আপনাকে হারাই নাই। এ যে মৃতপ্রাণে চেতন সঞ্চার করাইয়া দেয়। জানিনা প্রভু, এ ডাকে, এ আদরে, এ দেখায়, এ স্পর্শে কি আছে। প্রেম-তৃষ্ণা আতুর নয়নে অনন্ত অনন্ত যুগ দেখিলেও নয়ন অতৃপ্তই রহিয়া যায়, সব ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিভিয়া যায়, কিছুই থাকে না, আমিও হারাইয়া যাই। বল গো কে তুমি আমার ? আহা! এই তড়িৎ পাশে নবঘন কত সুন্দর—কে বলিবে ? আর এই চৈতন্য সমুদ্রের প্রস্ফুটিত কুসুম, সীতার রূপ তো বর্ণনাতীত।

ভরত ভাব-বিহ্বল হৃদয়ে ভাবের ঠাকুরকে ভাবের ভাষায় তখন জানাইলেন ঠাকুর! যদি তোমার অজস্র কৃপায় এ দাসকে তোমার বলিয়া আপন অঙ্কে স্থান দিয়াছ, তবে আর দূরে রাখিও না, এ জড় দেহের ব্যবধান ঘুচাইয়া দাও। আজ তুমিই বুঝাইলে আমি খণ্ড, তুমি অখণ্ড, আমি ক্ষুদ্র, আমার পূর্ণত্ব তুমি। তবে

দাও দেব, মায়ায় ঘেরা চোখের ঠুলি খুলিয়া দিয়া তোমার বিপুল প্রেমের স্রোতে এ অবিদ্যার বাঁধ ভাসাইয়া দাও। খণ্ড অখণ্ডে মিশিয়া ক্ষুদ্র জলবিন্দু সিন্ধুরূপে পরিপূর্ণ হউক।

শ্রীভরতের তদ্গদ ভাব দর্শন করিয়া, শ্রীরাম বলিলেন, "ভাই ভরত! তোমার কি হইয়াছে? তোমার বিবর্ণমুখ দর্শন করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, হায়! কৃশতা ও মলিনতা হেতু সহসা তোমাকে চেনা যায় না"।

শ্রীভরত এইবার অত্যন্ত বিলাপ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীরাম চরণে পতিত হইলেন। শ্রীভরত বলিলেন—

যে রাম আজ রাজসভা মধ্যে অমাত্য প্রভৃতি কর্তৃক উপাসিত হইবেন, সেই রাম বন্য-মৃগগণের সহিত উপবেশন করিয়াছেন, রাম-অঙ্গ সুগন্ধ কুঙ্কুম চন্দনে শোভা না পাইয়া ধূলি সমূহ দ্বারা সংলিপ্ত রহিয়াছে, হায়! রাজ মুকুট দূরে ফেলিয়া রাম এক্ষণে এ দুঃসহ জটাভার কিরূপে বহন করিতেছেন? হায়! শিরীষ কুসুমের ন্যায় রামের কোমলাঙ্গ, কঠিন বল্কলে কত ক্ষত হইতেছে। হায়! আমাকে শতধিক! কি নিষ্ঠুর আমি! আমার চির-ঈপ্সিত প্রভুর এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া, পাষাণ হৃদয় হইতে কঠিন প্রাণ এখনও ত বাহির হইল না! হায় পিতা! তুমিই শুধু তোমার রামকে ভালবাসিয়াছিলে!

শ্রীরাম, স্নেহার্দ্রনয়নে, ভরতের নয়নাশ্রু মুছাইয়া, দুঃখিত ও চিন্তাযুক্ত হইয়া বলিলেন—

ভাই! ভরত! অযোধ্যাবাসী সকলকেই তোমার সহিত উপস্থিত

দেখিতেছি, পিতা কোথায় আছেন? তিনি কি আগমন করেন নাই? আমার ভয় হইতেছে; তুমি সহসা বনে আসিলে কেন? বল ভাই ভরত, পিতা আমার বিরহে কেমন আছেন?

শ্রীরাম বার বার ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া তাহাকে নয়নজলে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন।

ভগবান্ বশিষ্টদেব তখন বলিলেন—রাম! তোমার বিরহে সন্তপ্তচিত্ত হইয়া তোমার পুণ্যশীল পিতা তোমাকে চিন্তা করিতে করিতে, 'হা রাম' বলিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিয়াছেন।

গুরু মুখে নিদারুণ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, বজ্রাহতের ন্যায় রাম ভূতলে পতিত হইয়া বহুপ্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

শ্রীরামের বিলাপে বন্য পশুপক্ষী পর্য্যন্ত অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর বশিষ্ঠদেব রামকে সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দিলেন।

রাম জননী কৌশল্যা তাঁহার হারানিধি শ্রীরামকে অঙ্কে স্থাপিত করিয়া পদ্ম পলাশ-নয়ন-কমলের বারি মুছাইতে মুছাইতে বলিলেন, বৎস রাম! তোর পিতাই একমাত্র পুণ্যবান্ ছিলেন, তোর অদর্শনে তিনিত আর প্রাণ রাখিতে পারিলেন না? আর আমি দুর্ভাগিনী, তুমি কে, আমি জানি, তথাপি দুঃখ আমায় পরিত্যাগ করিতেছে না। শত বজ্রাপেক্ষা কঠিন প্রাণও আমার গেল না! রাম! তোমার বিশ্ব বিমোহিনী মায়ার কি মোহিনী শক্তি, তুমিই তাহা ভাল মতে জান, রাম! তোমারই ইচ্ছায় মায়া দ্বারা স্বরূপ আবরিত হইয়াছে, যাহা নাই তাহাকে আছে বোধ হইতেছে, যাহা

আছে তাহাকে নাই দেখিতেছি, তোমার উপর তোমারই ইচ্ছার স্পন্দনে সূর্য্য কিরণে ত্রস রেণুর মত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড তোমাতেই যেন ভাসিয়াছে, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড লইয়া তোমারই খেলা, তোমার মায়া তাহা জানিতে দেয় না, তোমার অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়া, কেবল যত্ন করিয়া জগত জীবকে ঘুম পাড়াইতে জানে—রাম! তুমি না নয়ন হইতে মায়ার ঠুলি উন্মোচন করিয়া দিলে, সুখ দুঃখ দ্বন্দ্ব হাঁসি কান্না সব সত্যমত বোধ হইবে। দেখ রাম! তোমার বিরহে অযোধ্যাবাসীর কি দুর্দ্দশা হইয়াছে, আর আমি পাষাণী, আমার মৃত্যু হইল না, রাম! আমি আজন্ম দুঃখিনী, আমি বড় আশা করিয়াছিলাম যে পুত্রের পৌরুষে এবার সুখী হইব, এক্ষণে আশার উপযুক্ত ফল লাভ হইয়াছে, হায়! আশা করিলে কি এইরূপই ঘটে? বহু ভাগ্য বলে রাম তোমা হেন পুত্র গর্ভে ধরিয়াছি; আর বহুভাগ্য দোষে রাম বনে পাঠাইয়া এখনও এ দেহে জীবন আছে। রাম! আজ তোকে বড় দুঃখে বলিতেছি অনন্ত কোটী জীব-জগৎ লইয়া অনন্ত অনন্ত কাল এই যে তোর খেলা—বল্ দেখি রাম! কবে এখেলার অন্ত হবে? কি বুঝিব রাম, তোমার লীলা? এ নিষ্ঠুরতার পরিচয় না দিলে বুঝি কেহ তোমার প্রকৃত পরিচয় পায় না? দুঃখের আঘাত না লাগিলে দুঃখহারীকে স্মরণ করে না, তাই কি তোমার এই খেলা? রাম! দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য তোমার বিশ্ব রঙ্গনাট্যালয়ে যখন তুমি অবতীর্ণ হইবে কাহাকেও আর 'মা' বলিয়া ডাকিও না, তুমি যখন যখন যাহাকে মা বলিয়া ডাকিয়াছ তাহার অশ্রুবারি সমান

বহিয়াছে। "চারিকালে" তোমার এ নিষ্ঠুরতা গেল না। তোমার মা হওয়ার যে কত যন্ত্রণা, আজ তুমি রামের গর্ভধারিণী হইলে, মায়ের দুঃখ বুঝিতে। চল্ বাবা, তোর পিতৃসত্য ত পালন করা হইয়াছে, বনে তো এসেছিস্ এখন আমার অন্ধের নয়ন রাম তুই আমার কাছে চল্।

স্নেহময়ী রাম জননী কৌশল্যা স্নেহধারাভিষিক্ত হইয়া শ্রীরামের সুচারু কুঞ্চিত অলকাদামের পরিবর্ত্তে উন্নত জটাভার দর্শন করিয়া রামকে হৃদয়ে রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন, সভাস্থ সকলেই মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক বহুক্ষণ রোদন করিতে লাগিল। কৌশল্যার ক্রন্দনে বুঝি কাননের পাদপ, লতা, পাতা, কুসুম, সকলেই কাঁদিল। চিত্রকূটের পাষাণও দ্রবীভূত হইয়া গেল। রাজগুরু বশিষ্টদেব, রোদন পরায়ণ রামকে তখন বলিলেন, রাম! এক্ষণে তোমার পিতা ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথের উদকক্রিয়া সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য।

লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর সহিত শ্রীরামচন্দ্র তখন নির্ম্মল সলিলা খরস্রোতা মন্দাকিনী তীরে গিয়া পিতার নাম গোত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক যথাবিহিত তর্পণ কার্য্য সমাধান্তে আশ্রমে ফিরিলেন।

একাদশ চিত্র।

"পুলক শরীর সভা ভয়ে ঠাঢ়ে,
নীরজ নয়ন নেহজল বাঢ়ে" ॥

নয়নে প্রেমাশ্রুধারা, পুলক-পূর্ণ দেহে শ্রীভরত সভামধ্যে দাঁড়াইয়া শ্রীরামকে তখন বলিলেন—

রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র বর্ত্তমান থাকিতে, কনিষ্ঠ কখন রাজ্যাধিকারী হয় না, অতএব প্রভু! আপনি অযোধ্যায় গমন করিয়া রঘুবংশের কল্যাণের নিমিত্ত রাজ্যে অভিষিক্ত হউন। পিতা প্রথমে আপনাকে রাজ্যদান করিয়া পরে কৈকেয়ীকে সান্ত্বনা দিবার নিমিত্ত যে রাজ্য আমাকে দান করিয়াছেন, তাহা আপনারই প্রদত্ত। প্রভু! আপনি অযোধ্যায় যাত্রা করিলে, মরুময় শুষ্ক প্রাণে আবার সকলের জীবন সঞ্চার হইবে। আপনার রাজ্যের একমাত্র রাজা আপনিই,—আপনার রাজ্য শাসন করিবার ক্ষমতা আমার নাই, আপনি আমাদের জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ, আমি আপনার চির আজ্ঞাকারী ভৃত্য। মহারাজ! অরুণোদয়ে যেমন জগৎজীব, সকলেই প্রকাশ হইয়া সব হাসিয়া সব জাগিয়া উঠে, সেইরূপ আপনাকে প্রতাপশালী পরম সূর্য্যের ন্যায় রাজ সভায় প্রকাশিত দর্শন করিয়া শোক-তিমিরাচ্ছন্ন অযোধ্যাবাসী আবার হাসিয়া ভাসিয়া জাগিয়া উঠিবে।

হে মহাবাহো! আপনার অভাবে অযোধ্যানগরী অন্ধ-

কারাচ্ছন্ন অরণ্যের মত হইয়াছে। সমীর উত্তপ্ত, তরুলতিকা যেন শুষ্কপ্রায় হইয়াছে, পুষ্পে আর মধু সঞ্চার হয় না। সুধা-শূন্য কুসুম সকল পরিত্যাগ করিয়া ভ্রমরকুল ভূমিতলে পড়িয়া আছে, বিহগ মূক হইয়া গিয়াছে, আজ অযোধ্যার পশু পক্ষীও রামদর্শনে আসিয়াছে। আর মাতা কৌশল্যা ও সুমিত্রাদেবীর বিলাপে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আজ যে প্রভু! শ্রীমুখের আশ্বাস-বাণী শ্রবণ করিতে সকলেই অপেক্ষা করিতেছে।

"বিধি ন সকেউ সহি মোর দুলরো
নীচ বীচ জননী মিসু পারা" ॥

হায়! আমার প্রতি প্রভুর যে অতি স্নেহ, বিধাতা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া আমাকে অধমা জননীর গর্ভে অধম করিয়া সৃজন করিয়াছেন, নতুবা মাতার এ মতিভ্রম কেন হইল? হায় প্রভু! আমি দুর্ভাগা দীন্ কি আর বলিব, মাতৃনামের অযোগ্যা রাক্ষসী কৈকেয়ী আমাদিগকে যে অপার শোক-সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়াছে, ইহার উদ্ধার কর্ত্তা একমাত্র তুমি! অতএব, কাকুৎস্থ করুণাসাগর প্রভু! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া এ দুর্ব্বহ জটাবল্কল পরিত্যাগ করিয়া, রাজ আভরণে ভূষিত হইয়া, রাজ্যে অভিষিক্ত হউন। দীনদয়াল রাম তুমি, দীনের কাতর প্রার্থনা বিফল করিও না।

ভরতকে অত্যন্ত কাতর হইয়া বিলাপ করিতে দেখিয়া, শিক্ষিতমতি ধীরপ্রকৃতি রাম তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া কহিতে লাগিলেন—

ভরত! লোকে স্বেচ্ছানুসারে কোন কর্ম্ম করিতে পারে না। কাল নিয়তই মানুষ মাত্রকে, ইহলোক ও পরলোক হইতে আকর্ষণ করিতেছে, এই প্রপঞ্চময় জগতে সকল দ্রব্যই বিনাশশীল, যাহা কিছু সংগ্রহ করা যায়, পরিণামে তাহারই ক্ষয় প্রাপ্তি ঘটে।

"সংযোগা বিপ্রযোগান্তা মরণান্তক জীবিতম্"

সংযোগের পরিণাম বিয়োগ, এবং জীবনের শেষ মরণ।

সংসারে পিতা মাতা পরিজন সম্বন্ধ পান্থশালাতে বহু পান্থ-সমাগমের ন্যায় অস্থির, কালস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে জীবকুল স্রোতের তৃণের মত কিছুকাল মিলিত হইয়া, আবার বিযুক্ত হইয়া যায়। এ সংসারের সকল দ্রব্যই বিদ্যুতের ন্যায় চপল, দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া যায়, আয়ুও অনল সন্তপ্ত লৌহপিণ্ডে নিপতিত জলবিন্দুর মত ক্ষণস্থায়ী। এখানকার রাজ্য, ধন, দেহ, স্বপ্ন এবং গন্ধর্ব্বনগর সদৃশ। অবোধ জীব, এই সমস্ত মিথ্যা বস্তুতে আমি আমার রূপ অভিমান করিয়া নিরন্তর ভবব্যাধিতে জর্জ্জরিত হইয়া থাকে। ভরত! দেহাতিরিক্ত, সৎচিদানন্দঘন, সর্ব্ব উপাধি রহিত নিত্য শুদ্ধ নির্ব্বিকার সর্ব্ব শোক রহিত, যে পরম পুরুষ আছেন, মোহান্ধ জীব তাহা জানিয়াও জানিতে পারে না, তাই সর্ব্বদা দেহে অহং ভাবাপন্ন হইয়া, দেহকেই সকল কর্ম্মের কর্ত্তা মনে করিয়া দেহেই আত্মত্ব স্থাপন করে। বল ভরত! তোমার দেহটি কি তুমি? তোমার ভালবাসার বস্তুটি কি আমার ত্বগস্থি মাংস রেত রক্ত কৃমিকীট সংযুক্ত দেহটি মাত্র? তবে ত বিনাশশীল এ দেহটার বিচ্ছেদ ও বিয়োগ অবশ্যম্ভাবী? 'যাবজ্জননং তাবন্মরণং'—

"সহৈব মৃত্যুর্ব্রজতি সহমৃত্যু নিষীদতি
গত্বা সুদীর্ঘমধ্বানং সহ মৃত্যুর্নিবর্ত্ততে" ॥

মৃত্যু জীবের সহিত গমন করে, জীবের সহিত উপবেশন করে, জীবের সহিত সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া তাহার সহিতই প্রতিনিবৃত্ত হয়।

"যথা ফলানাং পক্বানাং নান্যত্রপতনাদ্ভয়ম্।
এবং নরস্য জাতস্য নান্যত্র মরণাদ্ভয়ম্" ॥

ফল সকল সুপক্ক হইলে তাহাদিগের যেমন পতন ভিন্ন অন্য ভয় নাই, তেমনি মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিলে মরণ ভিন্ন অন্য ভয় নাই।

পূর্ব্ব জন্ম সঞ্চিত কর্ম্মে দেহ বৃক্ষের সৃষ্টি হয়, ধর্ম্মাধর্ম্ম ইহার পুষ্প, সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণ দ্বারা ইহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, অজ্ঞান রূপ পত্র রাশি দ্বারা আচ্ছাদিত, সুখ দুঃখ ইহার ফল, সংসার কাননে ইহা জন্মিয়া থাকে। প্রাক্তন কর্ম্মই এই দেহ-বৃক্ষের বীজ। আত্মজ্ঞান বিনা বীজ সহ সুদৃঢ়মূল বৃক্ষকে চিরতরে ছেদন করা যায় না। পুনঃ পুনঃ বীজ হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে বীজের মত এই দেহটার জন্মমরণ হয়। ভরত! এই অপবিত্র দেহ লইয়া ভগবৎসমীপে যাওয়া যায় না। স্থূল দেহের সহিত সূক্ষ্ম দেহের মিলন হয় না, প্রকৃত মিলন অন্তরাকাশে হয়। মায়া-রচিত পঞ্চভূতময় এই দেহ, শুধু মায়ার খেলায়, যাহা নাই, তাহাকে আছে মনে করিয়া, দেহাভিমানে বদ্ধ হইয়া, দেহাতিরিক্ত সর্ব্বসঙ্কল্পশূন্য, অসঙ্গ, আরও কোন রমণীয়

নিত্যানন্দের বস্তু আছে, তাহা ধারণা করিতে পারে না। তাই জীব, আগমাপায়ী অসত্য বস্তুর নিমিত্ত এত হাহাকার করে। সংসার শুধু মায়াকুহেলিকা আচ্ছন্ন দীর্ঘ স্বপ্ন, রজ্জুতে সর্পভ্রমের মত চিত্ত, বিকার প্রাপ্ত হইয়া, বিকারী রোগীর মত, স্বপ্নের সুখ দুঃখ, হাসি কান্না, সত্যমত বোধ করিতেছে! ভরত! শাস্ত্র আলোচনায় গুরুজ্ঞানোপদেশে, সংসার স্বপ্ন ভাঙ্গিলে দেখিবে, স্বপ্নের 'হাহা' 'হুহু' সব মিথ্যা, এ সংসারের সত্যতা কিছুমাত্র নাই, একমাত্র তোমার হৃদয়গুহাবাসী চৈতন্যস্বরূপ শ্রীভগবানই নিত্য সত্য শান্তিময়। বিচার দ্বারা সর্ব্বদা সংসারের মিথ্যাত্ব উপলব্ধি করিয়া, অভ্যাস যোগে আত্মতত্ত্বে স্থিতি হওয়াই একমাত্র সুখকর। বল ভরত! এই যে 'আমি' 'আমার' বলিয়া দুঃখ হইতেছে, ইহার কোনটিকে তুমি "আমি" বলিতেছ? কে তোমার আপন? আপনার বস্তুটিকে জানিতে পারিলে দুঃখের অবসর আর থাকে না। অনিত্য জগতে মায়ার মোহিনী শক্তিতে ভুলিয়া মোহবশে 'আমি' 'আমার' রূপ স্বপ্ন দেখিয়া স্বকল্পিত দুঃখের তাড়নায় জীব আপনাকে দুঃখী মনে করে, সর্ব্ব সঙ্কল্পহীন সদা পরিপূর্ণ যে 'আমি' তাঁহার বিচ্ছেদ কোথাও নাই, সর্ব্ব-জীবের প্রাণরূপে হৃদয় রাজ্যের অধীশ্বর তিনি, তাঁহাতে কোন অভাবের জ্বালা নাই, সর্ব্বদা একরূপ। এই 'আমি' কে জানিতে পারিলে তাপ-ত্রয়-দগ্ধ জীব চিরদিনের মত ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া যায়। এই চৈতন্যস্বরূপ 'আমি' সর্ব্বশক্তিমান, আবার তিনিই আপনিই আপনি। একাকী খেলা হয় না তাই বহু

সাজিয়া তাঁহার জগৎরূপ খেলা ঘরে, তাঁহার প্রতি সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনিই খেলিয়া থাকেন, তিনি সমকালে নির্গুণ, সগুণ আত্মা ও অবতার।

ভরত! তোমার উপাস্য, আপনি আপনি নির্গুণ অবস্থায় থাকিয়াও ভূভার হরণার্থে ভূতলে অবতরণ করেন, তোমার ইষ্ট, প্রতি জীবের জীবন রূপে অবস্থিত, আবার পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় তিনি সব হইতে নির্লিপ্ত, আর তিনিই তোমার ভাল বাসিবার বস্তু। এই 'তিনিই' তোমার 'আমি', এই তিনিই ইষ্ট অভীষ্ট সব। আর তিনিই সকলের প্রাণারাম। পার্থিব সকল বস্তুতে, ফলে, ফুলে, জলে, বৃক্ষ লতায়, পাতায়, আকাশে বায়ুতে পর্ব্বতে প্রতি নর-নারী রূপে অসংখ্য জীব জগৎ সাজিয়া অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের তিনিই সূত্রধর। ভরত! জীবের ভালবাসিবার বা আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটী ভূমা, বা সীমাশূন্য। অল্প কে ভালবাসিয়া জীব ভালবাসার পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না, অল্পে সুখ নাই, তাই সে অনন্ত, ধরা দিলে ফুরাইয়া যায়, তাই সে অধর। সে চিরদিন অনন্ত মাধুর্য্যে ভরা ও চির নবীনতায় বর্ত্তমান। ভরত অন্য সাধ বিসর্জ্জন দিয়া, এক্ষণে সর্ব্বস্থানে সকলের মাঝে তোমার ইষ্ট দর্শন করিয়া আত্মারামে চিত্তকে যুক্ত করিয়া রাখ, তখন সব রামময় দেখিবে।

ইষ্ট মুখে অমৃতময় বাণী শ্রবণ করিয়া শ্রীভরত বলিলেন—

সত্যই ঠাকুর! এই মিথ্যার সংসারে মিথ্যাকে সত্য বোধ করিয়া কতই যাতনা পাই, যদি দেহ না দেখিয়া চৈতন্য দেখি,

তবে এ নশ্বর বস্তুর জন্য শোকত হইতে পারে না ; ভুলের দেখায় পড়িয়া, অনিত্য মিথ্যাকে সত্যমত বোধ করিয়া প্রতি পলে পলে মরিতেছি, দেহটাই জন্মে, মরে, দেহটারই তো বিচ্ছেদ বিয়োগ ! আত্মা সৎচিদানন্দ স্বরূপ অবিনাশী, আত্মা সর্ব্বব্যাপী সকলের হৃদয়ে আছেন, জনিয়াও ভক্ত বলিয়া ছিলেন—"তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রাম কমলোচনঃ" সব তুমি জানিয়াও বলি আমার সর্ব্বস্ব তুমিই। অথবা জানিয়াও যে বুঝিতে পারি না, কার্য্য কালে যে অধৈর্য্য হইয়া পড়ি এই টুকুই বোধ হয় তোমার দুরত্যয়া মায়া। দয়াময় অন্তর্যামী রাম ! তুমি কি জান না, এই সাধ হইতেই যে আমার সকল সাধ মিটিবে। রাম তুমি তো, বাক্য মনাতীত পরম পুরুষ, তোমাকে আমি কি দিয়া ধরিব ? আমার এই সাধ লইয়াই তোমার অরূপের রসঘন জগন্মোহন সাকার রামরূপ দেখিতে দেখিতেই তোমার নিরাকার নির্গুণ চৈতন্য স্বরূপ আত্মারামে স্থিতিলাভ করিতে পারিব। সাকার ভিন্ন নিরাকারে স্থিতি লাভ হয় না, সাকার অবলম্বন করিয়াই তোমার স্বরূপ ভাবনা হয়। তাই বলি আমার এ সাকারের সাধ টুকু থাক্, তোমার সেবা, তোমার লইয়া থাকা, তোমার দর্শন, এ সাধ যে আমার প্রাণ, এ সাধ বিসর্জ্জন দিয়া আমি কি লইয়া বাঁচিব ? রাম ! আমার সকল সাধের সাধ যে তুমি ! তোমাকে আমার হৃদয় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তোমার সেবাদাস হইবার চিরসাধ মিটাইব বলিয়া তোমার দর্শনে আসিয়াছি, তোমার সাধে হৃদয় পূর্ণ ছিল, তাই অনাহার, অনিদ্রা, পথশ্রম কিছুই আমার মনে ছিল

না, পথের দুঃখ, তোমার দর্শনে সব ভুলিয়াছি। ভব-ভয় হারি করুণাময় প্রভু! আজ তোমার চিরানুগত দাসের এইমাত্র ভিক্ষা, এই সাধ লইয়াই যেন আমার জীবনান্ত হয়, তাহার পর তোমার ইচ্ছা হয় তো তোমার মাঝে "আমার" অবসান করিবে, নতুবা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের নিমিত্ত যখন যখন তুমি মায়া মানুষরূপ ধারণ করিবে, আমিও এই সাধ হৃদয়ে লইয়া যেন কাঁদিতেই আসি, তোমার জন্য হাঁসিতেও সুখ, কাঁদিতেও সুখ।

জানি প্রভু! যাহা কিছু দৃশ্য বস্তু তুমিই সব, তোমারই সব, জগৎরূপে তুমি সাজিয়া তোমার ভিতরে আমায় রাখিয়াছ, দেহের ভিতরে চৈতন্য স্বরূপে আমার মধ্যে তুমি রহিয়াছ, আমার অন্তর বাহিরে ওতপ্রোত ভাবে তুমিই ব্যপিয়া আছ; কিন্তু ঠাকুর! আমার বাঞ্ছিত, আমার আরাধ্য, আমার ইষ্ট, আমার ধ্যানের পূর্ণ মূর্ত্তি, যদি স্থূল দেহ ধারণ করিয়া স্থূল নয়নের সম্মুখবর্ত্তী হয়েন, তখন আমার কোন সাধ জাগে? তখন কি দিয়া পূজা করিব, কোথায় আসন দিব, কি সাজে সাজাইব, কোন স্তবে প্রসন্ন করিব কিছুই যে ভাবিয়া পাই না, আর আজ আমার সেই চির ঈপ্সিত প্রভুর বনবাস—শ্রীভরত আর বলিতে পারিলেন না, রাম নয়নে নয়ন স্থাপিত করিয়া ভরত অজস্র অশ্রুধারে ভাসিতে লাগিলেন।

শ্রীভরতকে কাতর দেখিয়া ভক্তের দুঃখে দুঃখিত—

"বোলে উচিত বচন রঘুনন্দু
দিনকর কুল কৈরব ধন চন্দু"।

রবিকুল রূপ কুমুদবনের চন্দ্র স্বরূপ রাম—শ্রীভরতকে পুনরায় বলিতে লাগিলেন—

ভরত! নিতান্ত অজ্ঞজনের ন্যায় আমার বনবাস জনিত শোকে রোদন করা তোমার পক্ষে অনুচিত। আমি পিতৃসত্য পালনার্থ বনে আসিয়াছি, অতএব এক্ষণে কেমন করিয়া সেই স্বর্গগত সত্যবাদী দশরথকে অমান্য করিব?

"পিতুর্বচনমুল্লঙ্ঘ্য স্বতন্ত্রো যস্তু বর্ত্ততে,
স জীবন্নেব মৃতকো দেহান্তে নিরয়ং ব্রজেৎ"॥

যে ব্যক্তি পিতৃবাক্য লঙ্ঘন করিয়া স্বাধীন ভাবে থাকে, সে জীবন্মৃত, এবং দেহান্তে নরকে গমন করে।

এই নিমিত্তই আমি বনবাস দ্বারা পিতৃবাক্য পালন করিয়া এই চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস করিব। আরও বলিতেছি—

"ধার্ম্মিকেণানৃশংসেন নরেণ গুরুবর্ত্তিনা।
ভবিতব্যং নরব্যাঘ্র পরলোকং জিগীষতা"॥

যে ব্যক্তি পরলোক জয় করিতে ইচ্ছা করে, তাহার ধার্ম্মিক অনৃশংস ও গুরু আজ্ঞার অনুবর্ত্তী হওয়া উচিত।

অতএব ভাই! পিতার পুণ্য চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া—

"আত্মানমনুতিষ্ঠ ত্বং স্বভাবেন নরর্ষভ"।

তুমি তোমার স্বভাব গুণে নিজের শুভ অনুষ্ঠান কর।

বীরশ্রেষ্ঠ ভরত! তুমি পিতাকে নরক হইতে পরিত্রাণ কর। "অযোধ্যাং গচ্ছভরত" তুমি অযোধ্যায় যাও, এবং তথায় গিয়া প্রজারঞ্জন কর আর আমিও—

"প্রবেক্ষ্যে দণ্ডকারণ্যমহমপ্যবিলম্বয়ন্,
আভ্যাস্তু সহিতো বীর সীতয়া লক্ষ্মণেন চ" ॥

সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অবিলম্বে দণ্ডকারণ্যে যাইব। ভরত! তুমি স্বয়ং মনুষ্যদিগের রাজা হও আমি বন্য পশুদিগের মহারাজ হই।

"গচ্ছ ত্বং পুরবরমদ্য সম্প্রহৃষ্টঃ"

তুমি অদ্য হৃষ্টচিত্তে নগরে যাও,

"সংহৃষ্টস্ত্বহমপি দণ্ডকান্ প্রবেক্ষ্যে"

আমিও প্রীতমনে দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট হই। ভরত!

"ছায়াং তে দিনকরভাঃ প্রবাধমানং
বর্ষত্রং ভরত করোতু মূর্দ্ধি শীতাম্" ॥

সূর্য্য রশ্মি নিবারক ছত্র তোমার শিরে শীতল ছায়া বিস্তার করুক, আমিও—

"এতেষামহমপি কানন দ্রুমাণাং
ছায়াং তামতিশয়নাং শনৈঃ শ্রয়িষ্যে" ॥

অল্পে অল্পে এই সকল বনতরুর অতি ঘনচ্ছায়া আশ্রয় করি। অমিতবুদ্ধি শত্রুঘ্ন তোমার সহায় আছেন—

"সৌমিত্রির্মম বিদিতঃ প্রধান মিত্রম্"।

লক্ষ্মণ আমার প্রধান সহায় বলিয়া বিখ্যাত রহিয়াছেন।

শ্রীভগবান মঙ্গলময়! মঙ্গলময়ের মঙ্গলইচ্ছায় কোন্ সূক্ষ্ম মঙ্গল নিহিত থাকে, অল্পবুদ্ধি জীব, সকল সময় তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। জীব যুগ-যুগান্তর হইতে শুভাশুভ কত কর্ম্মবীজ রোপণ করিয়া আসিয়াছে, ফলদানোন্মুখ কর্ম্মগুলি ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীভগবানকে চিরতরে লাভ করা যায় না। জীব-শিক্ষার জন্যই বুঝি ভক্ত ভগবানের এ খেলা ?, নতুবা রামভ্রাতা ভরতের আবার কর্ম্ম কোথা ? তাই ভগবান্ রামচন্দ্র ভক্তের প্রাক্তন শুভাশুভ কর্ম্মক্ষয় করাইয়া আপন অঙ্কে তুলিয়া লইবার নিমিত্ত, কত সুন্দর করিয়া বলিতেছেন, যাও বীরশ্রেষ্ঠ ভরত! সর্ব্ব শত্রু বিজয়ী শত্রুঘ্নের সহিত অযোধ্যায়, তোমার শক্তির, তোমার ভক্তির, তোমার একাগ্রতা ও তপস্যার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া সর্ব্বলোক রঞ্জন কর। তুমি আনন্দ মনে আমার আদেশ পালন করিয়া মনুষ্যদিগের রাজা হও।

আর আমিও, আমার প্রধান সহায় জিতেন্দ্রিয় লক্ষ্মণের সহিত সংযম দণ্ড হস্তে লইয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য রূপ পশুদিগের মহারাজ হইয়া, ভক্তিরূপা সীতার সহিত তোমার হৃদয় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সর্ব্বদা তাহাদের শুভ পথে চালিত করিব। ভরত! তুমি শুধু আমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয় করিয়া যাও, আমার প্রসন্নতার জন্য

আমার আদেশে কর্ম্ম করিলে, কর্ম্ম বন্ধনে আর বদ্ধ হইতে হয় না। ভোগকে যে মিথ্যা জানিয়াছে, শ্রীভগবানে যাহার অনুরাগ লাগিয়াছে, সে সমস্ত ভোগ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে অবস্থান করিলেও, পদ্ম পত্র স্থিত জলের মত তাহাতে লিপ্ত না হইয়া ভগবৎ আনন্দেই বিভোর থাকে, তাহার, ভোগ বা ত্যাগ, সুখ বা দুঃখ, প্রারব্ধ বা সঞ্চিত সমস্তই সমান বলিয়া বোধ হয়। তৃষ্ণাই সংসার। বিষয় তৃষ্ণাশূন্য ব্যক্তি কর্ম্মবশে বিষয়ের ভিতরে থাকিলেও, সমস্ত বিষয়-উপভোগ দিয়া শ্রীভগবানেরই পূজা করিয়া থাকে। নাম রসে রসিক যে, স্মরণানন্দে ভরিত যে, তাহাকে আর কোন কিছু দিয়া কি কেহ ভগবান্ ভুলাইতে পারে ?

ভরত! তোমার শিরস্থিত সহস্রারে, অধোমুখ সহস্রদল কমল-বেষ্টিত সরসীরুহে, নাদ বিন্দু সমন্বিত ত্রিকোণাকৃতি গৃহ-মণ্ডপমধ্যে রত্ন খচিত জ্যোতির্ম্ময় মণিপীঠে সর্ব্বদা আমাকে দর্শন করিতে পাইবে, সেই অমৃত সরোবরে অবস্থিত ইষ্ট পাদপদ্ম হইতে নিরন্তর যে পরামৃত ক্ষরণ হইতেছে তাহা ইন্দু-মকরন্দ সদৃশ শীতল, সেই শীতল সুধা তোমার সমস্ত শিরায় সঞ্চালিত হইয়া, ত্রিতাপ নিবারণ পূর্ব্বক অন্তঃশীতলতা লাভ করাইবে।

ভরত! আর আমি তোমাকে কি বলিব ? সেই, সমস্ত তাপ নিবারক সহস্রদল কমল রূপ যে ছত্র, তাহা সর্ব্বদা তোমার শিরে শীতল ছায়া বিস্তার করুক।

আর আমিও, এইরূপ একান্ত ভক্তের নিভৃত মানস কাননে সর্ব্বদা প্রীতিরস বর্দ্ধিত ঘনচ্ছায়া শীতল তরুতলে বিশ্রাম করি।

বৎস ভরত! তুমি আমার প্রসন্নতার নিমিত্ত চতুর্দ্দশবর্ষ অযোধ্যার রাজ্য শাসন কর পরে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। এই কয়টি দিবস দেখিতে দেখিতে ফুরাইবে। ভগবান্ বহুপ্রকারে ভরতকে বুঝাইয়া অযোধ্যায় গমন করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিতে বলিলেন—ভরত ক্রমে যেন আরও হতাশ হইয়া পড়িতেছেন। ভরত তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—বল ঠাকুর! তুমি ভিন্ন আমার হৃদয় ব্যথা কে বুঝিবে? সকলের উপহাস উপেক্ষা করিয়া, সব বেদনা তোমায় জানাইয়া, তোমায় ফিরাইতে বনে আসিয়াছি—হৃদয় বিহারী করুণাময় রাম! তুমি এই রাক্ষস বেষ্টিত দুর্গম কাননে ফলাশনে, কভু বা অনশনে, মুনিবেশে নিদারুণ কষ্ট সহ্য করিবে, আর আমি তোমার একান্ত অনুগত সেবাদাস হইয়া কোন্ প্রাণে রাম শূন্য অযোধ্যায় রাজ প্রাসাদে, রাজভোগে, রাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাজ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে অবস্থান করিব? প্রভু! তুমি বলিলে "এই কয়টা দিনত দেখিতে দেখিতে অতীত হইবে" জাননা কি ঠাকুর! তোমার অদর্শনে আমার পলকে প্রলয় হয়, নিমেষে যুগ বহিয়া যায়; প্রভু! তোমার পক্ষে সকলি সম্ভব।

"কো হি স্যাদীদৃশো লোকে যাদৃশস্ত্বমরিন্দম।
ন ত্বাং প্রব্যথয়েদ্ দুঃখং প্রীতির্বা ন প্রহর্ষয়েৎ"॥

অরিন্দম! সংসারে আপনার ন্যায় আর কে আছে? দুঃখ আপনাকে ব্যথিত করিতে পারে না, প্রীতি আপনাকে হর্ষিত

করিতে পারে না। ত্রিভুবনে তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম কিছুই নাই, তুমি কর্ম্মশূন্য, জীবের মঙ্গলের জন্য কর্ম্ম করিয়া থাক, এমন কি লৌকিক আচার ব্যবহার ও কখন মনের দ্বারা লঙ্ঘন কর না। প্রভু! তোমার এ অত্যদ্ভুত লীলা ক্ষুদ্র-বুদ্ধি-অধমাধম দাস কি বুঝিবে? তুমি সকলের পূজনীয়, সর্ব্বজন বরণীয়, সকলের আদর্শ-স্থান হইয়াও ধর্ম্ম সংশয় উপস্থিত হইলে নিতান্ত অজ্ঞজনের ন্যায় প্রাচীন ব্যক্তিদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাক।

"যথা মৃত স্তথা জীবন্ যথা সতি তথাঽসতি,
যস্যৈষ বুদ্ধিলাভঃ স্যাৎ পরিতপ্যেত কেন সঃ॥

তোমার নিকট মৃতব্যক্তি যেমন স্ত্রী পুত্রাদি সম্বন্ধ বিরহিত, জীবিত ব্যক্তিও সেইরূপ, তোমার অবিদ্যমান বিষয়ে যেমন অনুরাগ রাহিত্য, বিদ্যমান বস্তুতেও সেইরূপ জ্ঞান, তুমি আবার কিসের জন্য পরিতাপ করিবে? হে মনুজেশ্বর! তোমার ন্যায় যিনি এই জগৎ-প্রপঞ্চ গন্ধর্ব্বনগর-সদৃশ ভোজবাজীর মত, সুখ দুঃখ সমস্তই বন্ধন, জগত সংসারকে মিথ্যা জানিয়া, আত্মতত্ত্ব অবগত আছেন, যিনি বিপদ, সম্পদ সকলই মনঃ-কল্পিত জগতের মনের খেয়াল জানিয়া মিথ্যার সহিত মিথ্যা মিথ্যা, মিথ্যার খেলা খেলিয়া, মায়ার রঙ্গ দেখিতে পারেন, তাঁহার আবার সুখ দুঃখ কষ্ট ভয় বন্ধন কি? যিনি সর্ব্বদা স্বরূপে স্থিত থাকিয়া, জগতের সমস্ত বস্তুতে আস্থা ও মমতা শূন্য হইয়া, যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মে স্পন্দিত হয়েন, তাঁহার আর চিন্তার বিষয় কি আছে? প্রভু! আনন্দ স্বরূপ তুমি এই

পরিদৃশ্যমান জগৎ, স্বপ্ন মত তোমাতে ভাসিয়াছে, স্বচ্ছ দর্পণ প্রতিবিম্বিত নগরের মত অসত্য চিত্তস্পন্দনগুলি তোমাতে ভাসিয়া "একমেবাদ্বিতীয়ং" যে তুমি তোমাকে বহুরূপে দেখাইতেছে, তুমি তো আপনিই আপনাতে স্থিত, তোমার তো ইচ্ছামত যাওয়া আসা, মহামৎস্যের, নদীর উভয় কুলে বিচরণ করার মত, মায়া নদীর জাগ্রত স্বপ্ন উভয় কুলে বিচরণ করিয়াও, তুমি আবার সুষুপ্তিতে ডুবিয়া আনন্দভুক্ হইয়া থাক। রাম তুমি মাত্র একাকী, বহু হইব এই ইচ্ছায় মায়ার আশ্রয়ে বহু সাজিয়া, সৃষ্টিধর রূপে, বিশ্বরূপ খেলাঘরের 'বুড়ি' সাজিয়া জীব লইয়া লুকাচুরি খেলিয়া থাক। তোমার মহিমা আমি কি কীর্ত্তন করিব ? তুমি নিজ করুণায় তোমাকে না প্রকাশ করিলে কে জানিতে পারে ? যিনি ভব রঙ্গ নাট্যালয়ে নাচিতে নামিয়াও, আপন স্বরূপে স্থির থাকেন, তিনি কি আর মিথ্যা জগৎ স্বপ্ন দেখিয়া আর বিচলিত হইতে পারেন ? প্রভু ! তুমি মায়ার ঈশ্বর, মায়া তোমার দাসী, তোমার লীলা জীব শিক্ষার জন্য, আর অধম তরাইতে। আর প্রভু ! আমার ন্যায় অজ্ঞব্যক্তি যে বিপদকালে মুহ্যমান হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি ?

"প্রোষিতে ময়ি যৎ পাপং মাত্রা মৎকারণাৎ কৃতম্।
ক্ষুদ্রয়া তদনিষ্টং মে প্রসীদতু ভবান্ মম ॥"

আমি প্রবাসী হইলে ক্ষুদ্রবুদ্ধি জননী আমার অনভিপ্রেত রাজ্য-লোভ জন্য যে পাপ করিয়াছেন, আমি সেই রাজ্য আপনাকে

প্রদান করিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি ধর্ম্ম বন্ধনে বদ্ধ আছি, আর স্ত্রীবধকারী বলিয়া, যদি তুমি আমায় উপেক্ষা কর, এই চিন্তা করিয়াই আমি কৈকেয়ীকে এতক্ষণ বিনাশ করি নাই। রাম! তুমি করুণাসাগর। কৈকেয়ী, সুহৃদ, বান্ধব, পৌরজন সকলের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার শুভ প্রস্তাব অনুমোদন করুন।

আর আমি—

"হীন বুদ্ধিগুণো বালো হীনস্থানেন চাপ্যহম্।
"ভবতা চ বিনাভূতো ন বর্ত্তয়িতুমুৎসহে ॥

আমি অল্পবুদ্ধি, অল্পগুণ, হীনস্থ ও কনিষ্ঠ বালক বলিয়া, আপনি ব্যতীত একাকী কোন স্থানে থাকিতেই উৎসাহ করি না, তবে আপনার রাজ্য আমি কেমন করিয়া রক্ষা করিব?

"শিরসা ত্বাঽভিযাচেঽহং কুরুষ্ব করুণাং ময়ি"।

আমি অবনত মস্তকে আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আপনি যদি আমাকে ছাড়িয়া অন্য বনে গমন করেন তাহা হইলে আমিও আপনার অনুগমন করিব। রাম! আর আমি রামশূন্য অযোধ্যার দুর্দ্দশা দেখিতে পারি না—

"একবেণীধরা হি ত্বা নগরী সংস্প্রতীক্ষতে"

বিরহিণীর ন্যায় একবেণীধরা নগরী তোমাকেই প্রতীক্ষা করিতেছে! শ্রীভরত পুনরায় বলিলেন—

হে কাকুৎস্থ করুণাময় রাম! মহাদেব যেমন সর্ব্বভূতে দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, আপনিও আমার জননীর লোকাপবাদ দূর করতঃ এই নিত্যদাস ভ্রাতার প্রতি অনুগ্রহ করুন্।

কর্ত্তব্য পরায়ণ শ্রীরামের হৃদয় হিমাদ্রি সদৃশ অচল অটল স্থির।

"ভদদ্ভুতং স্থৈর্য্যমবেক্ষ্য রাঘবে
সমং জনো হর্ষমবাপ দুঃখিতঃ"॥

সমাগত লোক সকল দুঃখিত হইয়াও শ্রীরামের সেই অদ্ভুত ধৈর্য্য দেখিয়া প্রীতিলাভ করিল।

"ন যাত্যযোধ্যামিতি দুঃখিতোঽভবৎ,
স্থির প্রতিজ্ঞত্বমবেক্ষ্য হর্ষিতঃ"॥

শ্রীরাম অযোধ্যা যাইতেছেন না তাই দুঃখিত, এবং তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দর্শনে সন্তুষ্ট হইল।

শ্রীরাম আপনার পদ্মপাণি দ্বারা রোরুদ্যমান ভরতের নয়নাশ্রু মুছাইয়া স্নেহাকুল চিত্তে সুমিষ্ট বচনে ভরতকে বলিলেন—

"অসত্যাদ্ভীতিরধিকা মহতাং নরকাদপি,
কারোমীত্যহমপ্যেতৎ সত্যং তস্যৈ প্রতিশ্রুতম্"।

ভাই! মহৎব্যক্তি দিগের সত্যচ্যুতিই নরক হইতে অধিক ভয় আর আমিও কৈকেয়ীর নিকট যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছি, আমি একবার যাহা বলিয়াছি, মহাত্মা দশরথ ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহা অসত্য করিব কিরূপে? আমি যদি স্বেচ্ছাচারী হই সকল

লোকই যথেচ্ছাচারী হইবে। রাজার চরিত্র যেমন প্রজাগণও সেইরূপ চরিত্রযুক্ত হইয়া থাকে।

"সত্যমেবানৃশংসঞ্চ রাজবৃত্তং সনাতনম্
তস্মাৎ সত্যাত্মকং রাজ্যং সত্যে লোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ"॥

সত্য কথা, সর্ব্বভূতে দয়াই সনাতন রাজ চরিত্র। রাজ্য সত্যময় এবং সত্যেই সমস্ত লোক প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

মনুষ্য কুলীন হউক, অকুলীন হউক, বীর হউক, নাই হউক, শুচি হউক বা অশুচি হউক, চরিত্রই তাহাকে সুবিখ্যাত করে।

"সত্যবাদী হি লোকেঽস্মিন্ পরম্ গচ্ছতি চাক্ষয়ম্"

ইহলোকে যিনি সত্যবাদী হন্ পরে তিনি অক্ষয় ব্রহ্মালোকে গমন করেন।

আর—"উদ্বিজন্তে যথা সর্পান্নরাদনৃতবাদিনঃ"

সর্প হইতে যেমন উদ্বেগ জন্মে, মিথ্যা হইতেও সেইরূপ ভয় জন্মিয়া থাকে।

জগৎ প্রভৃতি সকল পদার্থের মূল সত্য। ঈশ্বর সত্যস্বরূপ। "সত্যান্নাস্তিপরং পদম্" সত্য হইতে শ্রেষ্ঠতম আর কিছুই নাই। ভরত! দান, যজ্ঞ, হোম, তপস্যা যে সমস্ত ক্রিয়া বেদে বিহিত আছে, সেই বেদ সত্যে প্রতিষ্ঠিত, সত্য স্বরূপ ঈশ্বরের শ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় ঈশ্বর হইতে বেদ আবির্ভূত হইয়াছে, সেই বেদই জগত রক্ষা করিতেছেন। তবে বল ভরত! এই সত্য ধর্ম্ম জানিয়াও, অস্থায়ী রাজ্য লোভের আকাঙ্ক্ষায় ক্ষণিক তৃপ্তির

জন্য চিরদিনের তৃপ্তি কিরূপে আমি বিনষ্ট করিব ? ভরত ! এই দুদিনের দেহ যখন ছাড়িয়া যাইতে হইবে, কিছুই তো সঙ্গে যাইবে না, শুভাশুভ কর্ম্মই কেবল সে পথের সাথী হইয়া শুভাশুভ পন্থায় প্রেরণ করে, মমতার মোহে মুগ্ধ হইয়া জীব সকল হিতাহিত বিবেক শূন্য হইয়া অধর্ম্মাচরণ করে কিন্তু সে দিনের বন্ধু কেহই তাহারা হইতে পারে না। বল ভরত ! ক্ষণস্থায়ী অযোধার রাজ্য, ক্ষণভঙ্গুর জীবনে আমি কয়দিন ভোগ করিব ? এ ক্ষুদ্র অস্থায়ী রাজ্য লোভে অসত্যের প্রশ্রয় দিয়া চিরদিনের চিরস্থায়ী চিরসুখকর রাজ্য হইতে আপন স্বেচ্ছাচারিতায় আমি কেন বঞ্চিত হইব ? আরও আমি শুনিয়াছি—

"অসত্যসন্ধস্য সতশ্চলস্যাস্থিরচেতসঃ, ।
নৈব দেবা ন পিতরঃ প্রতীচ্ছন্তীতি নঃ শ্রুতম্" ॥

অসত্যসন্ধ অস্থির চিত্ত, ও চঞ্চল স্বভাব ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রদত্ত হব্য, কব্য, দেবগণ ও পিতৃগণ গ্রহণ করেন্ না।

অতএব যাও বৎস, পিতাকে ঋণ হইতে মুক্ত করিয়া পরিত্রাণ কর। পিতাকে সত্যবাদী করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। ভরত ! গয়া প্রদেশে 'গয়' নামক কোন যশস্বী পিতৃলোকের প্রীতি কামনায় এই শ্রুতি গান করিয়াছেন—

"পুন্নামো নরকাদ্ যস্মাৎ পিতরঃ ত্রায়তে সুতঃ'
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ পিতৃন্ যঃ পাতি সর্ব্বতঃ" ॥

পুৎ নামক নরক হইতে ত্রাণ করে, এবং ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মদ্বারা পিতাকে স্বর্গলোকে প্রেরণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করে,

সেইজন্য 'পুত্র' এই নামে উক্ত হয়। ভরত! এই নিমিত্তই লোকে সন্তানের কামনা করে।

হায়! যুগধর্ম্মের প্রবল প্রতাপে জীব আর এখন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে চাহে না. শাস্ত্র—ভগবান—অবিশ্বাসী জীব, পিতৃকার্য্য পিতৃযজ্ঞজ্ঞাপক শাস্ত্র বাক্যকে উপহাস করিয়া মোহমদে উন্মত্ত হইয়া বলিয়া থাকেন, "মরা গরু কি ঘাস খায়?" বুঝি আবার শ্রীভগবান্ অবতরণ না করিলে, কেহ আপনি আচরণ করিয়া অপর কাহাকেও কিছু শিখাইতে পারিবে না।

ভগবান্ রামচন্দ্র বলিতেছেন—ভরত!

পিতা ধর্ম্ম, পিতা স্বর্গ, পিতা প্রসন্ন থাকিলে, আমরা সর্ব্ব-দেবতার প্রসন্নতা অনুভব করিব। অতএব বীরশ্রেষ্ঠ ভরত! তুমি অযোধ্যার সিংহাসনে উপবেশন করিয়া, পিতাকে সত্যবাদী ও প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত রাজ্যপালন কর। শীঘ্রই আবার আমি তোমার সহিত মিলিব।

ইষ্টলাভের ক্ষণবিলম্বও যে ক্ষণকে যুগ করিয়া তুলে। ধৈর্য্যশূন্যতা সময়কে বড় দীর্ঘ করে। অশ্রুবেগে শ্রীভরতের কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইল। অনিমেষ লোচনে শ্রীরামের সেই চির প্রফুল্ল শ্যামল সুন্দর মুখ কান্তি দেখিতে দেখিতে দুধারে প্রেমাশ্রু বহিতে লাগিল।

তখন অযোধ্যাবাসী সকলেই ভাবিতে লাগিল, সীতারাম বিহনে আমরাও আর অযোধ্যায় ফিরিব না—

"সীতারামসঙ্গ বনবাসূ।
কোটি অমরপুর সরিস সুপাসূ ॥
পরিহরি লষণ রাম বৈদেহী,
জ্যহি ঘর ভাব বাম বিধি তেহী ॥
দাহিন দৈব হোই জব সবহীঁ
রাম সমীপ বসিয় বন তবহীঁ।
মন্দাকিনী মজ্জন তিহুঁ কালা,
রাম দরশ মুদ মঙ্গলমালা।
অটন রামগিরি বন তাপসথল,
অশন অমিয় সম কন্দ-মূল ফল।
সুখ সমেত সম্বত দুই সাতা,
পল সম হোইহি জানি ন জাতা ॥

সীতারামের সহিত বনবাস, কোটিকল্প ইন্দ্রপুর বাসাপেক্ষা অধিক সুখকর, বিধাতা যাহার প্রতি প্রতিকূল, সেই ব্যক্তিই সীতারাম সঙ্গ ছাড়িয়া, নিজ ভবন চিন্তা করে, দৈব প্রসন্ন থাকিলে তবেই সীতারামের সহিত কাননে অবস্থান করিতে পারিব, মন্দাকিনী নীরে ত্রিসন্ধ্যা, ও অবগাহন স্নান করিয়া, সর্ব্বদা শুভকর রামচরণ দর্শন করিব," বনে বনে ভ্রমণ করিয়া কত তপস্বীদিগের আশ্রম দর্শন করিব, সুধাসম কন্দ-ফল-মূল ভোজন করিব এইরূপে চতুর্দ্দশবর্ষ আনন্দে পল সম কখন চলিয়া যাইবে, আমরা কিছুই জানিতে পারিবনা।

দ্বাদশ চিত্র।

"সব্ হি ঘটমে হরি বসে, যেঁও গিরিস্থৎমে জ্যোতি,
জ্ঞান গুরু চক্‌মক্ বিনা, কৈসে প্রকট হোতি"।

যেরূপ প্রস্তর মাত্রেই অগ্নি বিদ্যমান আছে, লৌহদ্বারা আঘাত করিলে অগ্নি উত্থিত হয়, সেইরূপ সমস্ত জীবদেহেই জগদীশ্বর বর্ত্তমান রহিয়াছেন; কিন্তু জ্ঞানবান গুরুর উপদেশরূপ চক্‌মকি ভিন্ন, তিনি কোনরূপেই প্রকাশিত হন্ না, অর্থাৎ গুরু উপদেশ ভিন্ন ঈশ্বরানুগ্রহ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

শরণাগত বৎসল শ্রীভগবান্, শরণাগত ভক্তকে কতরূপেই রক্ষা করিয়া থাকেন, ভক্ত কাতর হইলে, সদ্‌গুরুর প্রেরণায় ভক্তের অজ্ঞানতম নাশ করিয়া জ্ঞানে প্রেম যে কত সুন্দর তাহা অনুভব করাইয়া, ভগবৎতত্ত্বের মধ্যে ভক্তকে ডুবাইয়া রাখেন। ঐশ্বর্য্য শূন্য, মাধুর্য্যের মধুরতা যেমন মধুর হয় না, জ্ঞানশূন্য প্রেমে, জীব যেমন বহু ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিয়া থাকে, জ্ঞান বিচার ও স্বরূপ তত্ত্বটি জানা হইলে, প্রেম ভক্তিভাবকে জীব তেমনি আয়ত্ত্ব করিয়া, খেলিতে পারে। পরিচয় না হইলে কি ভালবাসা যায়? সৎসঙ্গে সৎশাস্ত্রের নিকট, সদ্‌গুরুর নিকট, তাহার পরিচয় জানিয়া শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদির দ্বারা ক্রমে অনাদিযুগসঞ্চিত অজ্ঞান-তিমির তিরোহিত হয়, তখনই জীব জানিতে পারে এক চৈতন্যস্বরূপ আমার ইষ্ট জগন্ময়। সব নামের

নামী হইয়া, সব রূপে রূপ মিশাইয়া আমার ইষ্ট, নামরূপ বিহীন। চৈতন্যই, একমাত্র জীবের ভালবাসার বস্তু, নাম রূপ দেহের প্রতি যে ভালবাসা, তাহা মোহযুক্ত, চেতনশূন্য দেহটার প্রতি কি জীব আসক্ত হইতে পারে? আমার ইষ্ট সকলের ভিতরে অবস্থিত, তাই সকলই আমার ভালবাসার বস্তু।

পরিচয় লইয়া ভালবাসিলে তবেই আর ভালবাসার নিকট প্রতারিত হইতে হয় না নতুবা একটুখানি ভাবের ঘোরে হাঁসিয়া কাঁদিয়া জ্ঞানশূন্য ভক্তিতে হৃদয়ের বেগকে ঊর্দ্ধে প্রবাহিত করা সুদুষ্কর। স্বরূপ জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তিতে জীবচিত্তকে আদিত্য পথ-গামী বরণীয় ভর্গের নিকটে পৌঁছাইয়া দেয়, ভক্ত তখন আপন ইষ্টের পবিত্র প্রেমাস্বাদ লাভে, নিত্য নব অনুরাগে নাম-সুধারসে ডুবিয়া, সীমাশূন্য প্রেমের মাঝে আপনাকে হারাইয়া ফেলে, বিশ্বময় সমস্ত দৃশ্য দর্শনের মধ্যে, মায়ার মুখসে মুখ ঢাকিয়া সে দেখে, আমারই ইষ্ট লুকাইয়া আছে।

আর জ্ঞানী দেখেন, দৃশ্য দর্শন এবং প্রকৃতি হইতে জাত সবই মিথ্যা, অধিষ্ঠান চৈতন্যস্বরূপ একমাত্র তিনিই আছেন।

শ্রীভরত বলিলেন—যিনি অন্তরের প্রেরণ কর্ত্তা, সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বদুঃখহারী, তাঁহাকে আর আমি, অব্যক্ত হৃদয় ভাষা আমার কি জানাইব? রাম! তোমার বিশাল রাজ্য রক্ষা করিতে আমি পারিব না, ওই দেখ প্রভু! কৃষকেরা যেমন মেঘের প্রতীক্ষা করে, সমস্ত অযোধ্যাবাসী সেইরূপে তোমার আশাপথ চাহিয়া

আছে, অপার অতল জলধির জল, স্বচ্ছ স্নিগ্ধ তটিনীর বারি থাকিতে চাতক যেমন মেঘের চিরানুগত হইয়া ঊর্দ্ধমুখে জলদের জলই প্রার্থনা করে, আর কোন জলে তাহার "ফটিক জলের" পিপাসা মিটাইতে পারে না, সেইরূপে অযোধ্যাবাসীও তাহাদের শুষ্ক দীন কণ্ঠে তোমার ওই রামরূপ নবনীরদের করুণাবারি প্রার্থী হইয়া, এই দুর্গম অরণ্যে আসিয়া কাতর দৃষ্টে তোমার প্রতি চাহিয়া আছে, তোমারই চরণে নিবেদন করিতেছে, যে রামশূন্য অযোধ্যায় তাহারা কেহই থাকিতে পারিবে না।

তবুও রাম! যদি তুমি নিতান্ত না যাও, তবে কেহই আর ফিরিবে না, তোমার অভয় চরণ সেবা করিতে আমিও বনবাসী হইব।

"নো চেৎ প্রায়োপবেশন ত্যজাম্যেতৎ কলেবরম্"

নতুবা প্রায়োপবেশন করিয়া আমি এ দেহ পরিত্যাগ করিব, তোমায় সম্মুখে রাখিয়া তোমার নাম জপ করিতে করিতে তোমার ঐ "স্মিতরুচির বিকাসিতাননাব্জ" তোমার ঐ সুন্দর বদন মণ্ডল, বিকসিত প্রস্ফুট নীল নলিন বিশাল নয়নে আমার নয়ন স্থির করিয়া তোমায় লাভ করিবার আশা লইয়া যদি মরিতে পারি তবেত এ দেহ অন্তে আমার প্রাণারামকে প্রাপ্ত হইয়া এ মরণে আমি চির অমরত্ব লাভ করিব।

এই বলিয়া, জলভারাক্রান্ত নয়নে বিশাল বক্ষঃ ভরত সুমন্ত্রকে ডাকিয়া বলিলেন,

"ইহ তু স্থণ্ডিলে শীঘ্রং কুশানাস্তর সারথে"

সারথে! শীঘ্র এই চত্বরে কুশ বিস্তার করিয়া দাও।

আর্য্য, যাবৎকাল আমার প্রতি প্রসন্ন না হন্ তাবৎকাল আমি একাসনে অনাহারে রাম রাম জপ করিব পরে এ অসার দেহ পরিত্যাগ করিব। রামানুরোধে, সুমন্ত্রকে কুশাস্তরণ বিষয়ে বিলম্ব করিতে দেখিয়া ভরত স্বয়ং ভূতলে কুশ বিস্তার করিলেন। প্রেমাশ্রু ভরিত গদ্‌গদ্ কণ্ঠে ভরত শ্রীরামকে বলিলেন—

প্রভু তুমি ক্ষমাসার, এ দাসের অপরাধ ক্ষমা করিয়া তোমার শ্রীচরণ সরোজে স্থান দিও। রামশূন্য অযোধ্যায় গমন করিলে, পিতা দশরথের ন্যায় অবিলম্বে এ দেহ্ মরিয়া যাইবে, হে সর্ব্বজন-প্রাণ রঘুবংশ-কুলতিলক রাম! যদি আমার মৃত্যুই নিশ্চয় হইল, তবে রামশূন্য স্থানে কেন মরিব? প্রভু! তুমিই আমার ইহ পরকালের গতি। তোমার চরণ তলে যদি মরিতে পারি চির-দিনের জন্য তোমার শীতল অঙ্কে আমায় স্থান দিবে, আমার ইহ পরকালে গতি লাগিবে. তোমার আশীর্ব্বাদই আমার শেষের সম্বল।

"ভরতস্যাপি নির্ব্বন্ধং দৃষ্ট্বা রামোঽতিবিস্মিতঃ"

ভরতের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া শ্রীরাম চন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয় সমস্ত দ্বন্দ্বভাবের অতীত হইয়াও, ভক্তের কাতরতা আজ শ্রীভগবানকে অস্থির করিয়াছে, পূর্ণচন্দ্র সদৃশ নির্ম্মল মুখ কান্তি, সজল জলদাবরণে আবরিত, ও নীল-নলিনাভ নয়ন যুগল করুণার্দ্র হইয়া উঠিল। জলভরা নীলশ্যামল, বড় সুন্দর দেখাইল।

ভক্তের ক্লেশ ভগবানের অসহ্য।

ভরতকে এইরূপ কঠোর ব্রতে ব্রতী দেখিয়া আপনার পাণি যুগল দ্বারা ভ্রাতার করকমল ধারণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে, রাম বলিলেন—

"কিং মাং ভরত কুর্ব্বাণং তাত প্রত্যুপবেক্ষ্যসে"

ভরত! আমি কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, যে তুমি এমন দুরূহ বিষয় মনস্থ করিতেছ? তৎকালে—

"তমপ্রতিমতেজোভ্যাং ভ্রাতৃভ্যাং লোমহর্ষণম্,
বিস্মিতাঃ সঙ্গমং প্রেক্ষ্য সমুপেতা মহর্ষয়ঃ"॥

নারদাদি মহর্ষিগণ অতুল তেজশালী ভ্রাতৃদ্বয়ের সেই লোমহর্ষণ সমাগম সন্দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হইয়া তথায় আসিলেন।

"অন্তর্হিতা মুণিগণাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ"

মুনিগণ মহর্ষিগণ অদৃশ্যভাবে শূন্যমার্গে থাকিয়া সেই কাকুৎস্থ কুলোদ্ভব মহাভাগ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"স ধন্যো-যস্য পুত্রৌ দ্বৌ ধর্ম্মজ্ঞৌ ধর্ম্মবিক্রমৌ"

যাঁহার এইরূপ ধর্ম্মপথানুবর্ত্তী পরম ধার্ম্মিক পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সেই রাজা দশরথই ধন্য। পরে সেই রাবণ-বধাভিলাষী ঋষিগণ, দেবতাগণ, গন্ধর্ব্বগণ ঐক্যমত অবলম্বন করিয়া ভরতকে বলিলেন—

"কুলে জাত মহাপ্রাজ্ঞ মহাবৃত্ত মহাযশঃ,
গ্রাহ্যং রামস্য বাক্যং তে পিতরং যদ্যবেক্ষসে" ॥

মহাপ্রাজ্ঞ মহাযশস্বীন্ সুচরিত্রব্রত ভরত! তুমি মহৎবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, যদি তোমার পিতার স্বর্গকামনা কর, তবে রামের বাক্য অগ্রাহ্য করা তোমার উচিত নহে। দৈববাণীর ন্যায় এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া, উদ্বিগ্নচিত্ত ভরত ভীত হইয়া, "রাঘবেতি প্রিয়ংবদন্" হে রাম এই প্রিয়বাক্য উচ্চারণ করত রাম-চরণে পতিত হইলেন। তখন সেই মত্তহংসের ন্যায় মধুরকণ্ঠ রাম, শ্যামবর্ণপদ্মপত্রবৎ আরক্তলোচন ভ্রাতা ভরতকে সান্ত্বনা দিবার আর কোন উপায় না পাইয়া গুরু বশিষ্ঠদেবকে ইঙ্গিত করিলেন—

"নেত্রাস্তসংজ্ঞাং গুরবে চকার রঘুনন্দনঃ"

শ্রীরামের অভিপ্রায় বুঝিয়া জ্ঞানগুরু বশিষ্ঠদেব ভরতকে একান্তে আনিয়া অতি গুহ্য এবং সর্ব্বশোকহর রামতত্ত্ব বুঝাইতে লাগিলেন। "যব্ গোবিন্দ দয়া করি তব্ গুরু মিলি যায়" গুরু ব্যতীত গোবিন্দ-তত্ত্ব উপলব্ধি করা যায় না। আর গোবিন্দের ইঙ্গিতইতো গুরুর প্রেরণা!

যে আশ্রিত তাহার আবার চিন্তা কোথায়? শ্রীভগবানের শরণ লইলে কি আর মরণ থাকে? শ্রীগোবিন্দই তখন গুরুরূপে দেখা দিয়া অনুগত জনের সমস্ত জড় বিষাদ মোহ-কালিমা মুছাইয়া, "সংসার মিথ্যাত্ব শিবাত্মতত্ত্বম্" বুঝাইয়া তাহাকে প্রবুদ্ধ করিয়া, গন্তব্য স্থান দেখাইয়া দিয়া থাকেন।

তখন রামগুরু বশিষ্ঠদেব বলিলেন—বৎস! আমার নিকট গোপনীয় রামতত্ত্ব শ্রবণ কর, তাহা হইলে তুমি সমস্ত দুঃখ হইতে অবসর লইয়া আপন আনন্দস্বরূপে স্থিতিলাভ করিতে পারিবে।

"রামো নারায়ণঃ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মণা যাচিতঃ পুরা।
রাবণস্য বধার্থায় জাতো দশরথাত্মজঃ" ॥

রাম সাক্ষাৎ নারায়ণ, পূর্ব্বে রাবণবধের জন্য ব্রহ্মা প্রার্থনা করাতে দশরথ তনয়রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

রাম সর্ব্বউপাধিরহিত সৎচিৎআনন্দস্বরূপ পরমব্রহ্ম। রাম, সর্ব্বব্যাপী স্বপ্রকাশ অকল্মষ পরমাত্মা। রাম, জ্ঞানসুধাস্বরূপ এক সমরস গগনসদৃশ হইয়াও মধুর মূর্ত্তি ধারণ করেন। বৎস ভরত! সেই সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মই আজ দুষ্টের দমনার্থে দশরথ তনয় রূপে জাত হইয়াছেন, তিনি যুগে যুগে এইরূপ অবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন।

স্থির শান্ত চতুষ্পাদ পরিপূর্ণ একমাত্র তিনিই আছেন। এক-পাদের বিন্দু পরিমিত স্থান আপনা হইতে যেন স্পন্দিত হইল। 'আমি বহু হইব' 'এই তাঁহার খেলিবার ইচ্ছা, এই সঙ্কল্প তাঁহারই শক্তি, শক্তি জড় হইয়াও চিৎপ্রদীপের প্রভায় যেন স্পন্দিত মত দেখাইল। শক্তি তখন চেতন মত হইয়া চিৎ-প্রদীপের সান্নিধ্যে আমি চিৎ ইহা নিশ্চয় করিল। ইহাই ব্রহ্মের সগুণ অবস্থা। তিনি আপন প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া

আপন মায়াকে অধীনে রাখিয়া আত্মমায়া দ্বারা অবতার গ্রহণ করেন। নামরূপ তাঁহার আত্মমায়া। এক পরিপূর্ণ ব্রহ্মই কখনও মনোভিরাম নয়নাভিরামরূপে কৌশল্যানন্দন, কখনও বা ব্রহ্ম গোপালবেশে দৈবকী নন্দন। ভরত! আত্ম বিস্মৃতিই মৃত্যু তুমি এই রামতত্ত্ব জানিয়া, তোমার হৃদয়ে আত্মরূপী আত্মারামে একাগ্র হইতে যত্ন কর, তখন ভিতরে বাহিরে রাম দেখিয়া জীবন্মুক্ত হইতে পারিবে।

"লব্ধা সুদুর্ল্লভতরং নরজন্ম জন্তু।
স্তত্রাপি পৌরুষমতঃ সদসদ্ বিবেকম্।
সংপ্রাপ্য দৈহিক সুখাভিরতো যদিস্যাৎ,।
ধিক্ তস্য জন্ম কুমতে পুরুষাধামস্য ॥"

অতিশয় দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া এবং সেই জন্মে পুরুষকার সদসদ বিবেক প্রাপ্ত হইয়াও জীব যদি পার্থিব সুখ ভোগেই একান্ত নিরত হয়, তাহা হইলে সেই কুমতি পুরুষাধমের জন্মই ধিক্।

ভরত! চিত্তের চঞ্চলতাই অবিদ্যা, সাধনা দ্বারা চিত্তকে বিশ্রাম সুখ অনুভব করাইতে হয়। পরমপদে বিশ্রান্তি লাভ হইলে যে সুখ অনুভব হয়, পাতালে ভূতলে স্বর্গে কোথাও সে সুখ পাওয়া যায় না।

তাই বলিতেছি, তুমি রামপদে চিত্তস্থির করিয়া সাধনায় পুরুষার্থ প্রয়োগ করিতে যত্নবান হও।

সর্ব্বব্যাপী অধিষ্ঠান চৈতন্যের ঘনীভূত মূর্ত্তিই এই রাম। ধৈর্য্যই সাধনার অঙ্গ, গুণ কর্ম্মের ভিতর থাকিয়াও রাম তত্ত্ব না জানা পর্য্যন্ত ধ্যানের পূর্ণাবস্থা লাভ করিতে পারা যায় না, স্বরূপ, রূপ, গুণ ও কর্ম্ম চিন্তায় পূর্ণ ধ্যান হয়। জানিয়া ধ্যান করিলেই বুঝিতে পারিবে, রামই সকল কর্ম্মের প্রেরক। দুঃখই সুখের সোপন। ভরত! যে রামের বিরহ তোমার অসহনীয় দুঃখ বলিয়া মনে হইতেছে, ধৈর্য্য ধরিয়া কিছুদিন সাধনা করিলে অনুভব করিবে, এই ধৈর্য্যই অন্তর্নিহিত শক্তিকে প্রকাশ করিয়া এই দুঃখই চিরানন্দের পথে লইয়া যাইতেছে। রামাদেশ পালন রূপ কর্ম্মই তোমার জীবনে উন্নতির উপায় স্বরূপ, প্রধান শিক্ষক। পিতৃসত্য পালন করা রূপ কর্ম্মই মহান্ সংযম।

দেখ ভরত! অজ্ঞানের কি মোহিনী শক্তি।

"পদার্থ রথমারূঢ়া ভাবনৈষা বলান্বিতা।
আক্রামতি মনঃ ক্ষিপ্রং বিহঙ্গং বাগুরা যথা" ॥

বিষয়রথে আরোহণ করিয়া, বিষয় আকারে আকারিত হইয়া এই প্রচণ্ড পরাক্রমশালিনী ভাবনারূপিনী অবিদ্যা, বাগুরা দ্বারা বিহগ আক্রমণের ন্যায় ঝটিতি মনকে আক্রমণ করে।

কেবল মিথ্যা প্রকৃতিতে অভিমান করিয়া অহং কর্ত্তা বোধে জীবের দুঃখ। হায়! মোহ-হত চিত্ত ব্যক্তিগণ, আপনাকে হারাইয়া প্রপঞ্চময় জগতের মায়িক দৃশ্য বস্তুর সহিত একীভাব প্রাপ্ত হইয়া, দেহের ধর্ম্ম—জন্ম, মৃত্যু, মনের ধর্ম্ম—শোক, মোহ, প্রাণের ধর্ম্ম—

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, এই সমস্তকে আত্মার ধর্ম্ম মনে করিয়া, এই ষড়ূর্ম্মি পীড়নে নিয়ত ব্যথিত হইতে থাকে, এবং দেহ মনঃ কল্পিত, মিথ্যা দুঃখে অভিভূত হইয়া, সর্ব্ব উপাধি শূন্য অসঙ্গ অবিনাশী আত্মাকেই সুখী দুঃখী মনে করিয়া থাকে। ভরত! বিচার দ্বারা দেহ, মন, আশা, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা জগতকে পর্য্যন্ত মিথ্যা করিয়া একমাত্র নিজ স্বরূপ আত্মারামে অভিমান করাই জগৎজাল ছিন্ন করিবার একমাত্র উপায়। ভরত! তুমি এই দেহ মন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। তুমি একাই আছ, কেহ ছিল না, কেহ নাই, ভ্রমে এই জগত ইন্দ্রজাল, সত্যমত বোধ করিয়াছ মাত্র। ভরত! শুভাশুভ সকল বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া স্থির হইয়া একবার আত্মমাঝে ডুবিয়া দেখ তুমি কে ?

বাসনাক্ষয়ে যখন চিত্তনাশ হয় তখনই অনুভূত হয় রাম কোন্ বস্তু ? কর্ম্ম সমস্ত সংসার প্রাপ্তির কারণ হইলেও, কর্ম্ম যদি ঈশ্বরে অর্পিত হয়, তবে তৎদ্বারাই মুক্তিলাভ হয়, ঈশ্বরে অর্পিত কর্ম্মই তাপত্রয়ের মহৌষধ।

যাঁহারা বিবেকী, কিছুতেই তাঁহাদের চিত্তে ভয় ও মোহ উৎপন্ন হয় না। অসচ্ছন্দ হইয়া যে কর্ম্ম করিয়া অপ্রসন্নতা লাভ হয়, সেই কর্ম্মই পাপ। ছন্দমত কর্ম্মদ্বারা গ্লানিশূন্য আনন্দ যখন লাভ হয় তখন সেই কর্ম্মই মোক্ষমার্গে প্রেরণ করে। বর্ণাশ্রম মত বেদ বিহিত, ছন্দমত, নিষ্কাম বা কামনাশূন্য কর্ম্ম দ্বারা, পাপ সমূহ পরিপাক হইলে, পরে জ্ঞানোৎপত্তি হয়, জ্ঞান লাভ হইলে জীব জন্ম মরণকেও অতিক্রম করিতে পারে। ভরত! কর্ম্ম ত্রিবিধ,

সঞ্চিত, ক্রিয়মাণ, ও প্রারব্ধ। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা সঞ্চিত কর্ম্মবীজ দগ্ধ হইয়া যায়। অহং কর্ত্তা শূন্য হওয়ায় ক্রিয়মান কর্ম্মে জীবকে আর কর্ম্মজালে বদ্ধ করিতে পারে না, আর প্রারব্ধ তাঁহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভোগ করিলে আর দুঃখ থাকে না, আপন বাঞ্ছিতের সদা প্রসন্নময়ের মুখকমল স্মরণে সব দুঃখ দূর হইয়া যায়, পরে প্রারব্ধ কর্ম্মের গতিস্থির হইয়া গেলে এই পঞ্চভূতময় দেহ পঞ্চভূতে লয় করিয়া জ্ঞানী স্বরূপে সমাহিত হয়েন। কর্ম্ম দ্বারাই চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্ত বিশুদ্ধ হইলেই সেই নির্ম্মল চিত্তে শুদ্ধ সত্ত্ব, নিরাময় জ্যোতি স্বরূপ ভগবৎ দর্শন হয়। ভরত! রাম ভ্রাতা তুমি; শ্রীরামের সহায় রূপে থাকিয়া রামকার্য্য সাধিত কর। কর্ম্মের কৌশলই যোগ। কিন্তু এ কৌশল কয়জন জানে? ভরত! তুমি কিরূপে কর্ম্মকে যোগে পরিণত করিতে হয়, রাজকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া কিরূপে কর্ম্মদ্বারা মোক্ষলাভ হয়; শত প্রলোভনের মধ্যে কেমন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে তপস্যা করিতে হয়, শত উৎপীড়নে কিরূপে আপন হৃদয়কে অটল রাখা যায়, সমস্তই জান, এখন সকল ভাবনা, বাক্য, কর্ম্ম, শ্রীভগবানে নিবেদন করিয়া সর্ব্ব দুঃখের মূল অবিদ্যাকে ধ্বংস কর; ভরত তুমি জানিও অবিদ্যাই চিত্তকে মোহপ্রাপ্ত করাইতেছে, "প্রলয় রাত্রির মত সুদীর্ঘ কালকেও ইনি ক্ষণে পরিণত করেন—আবার "ক্ষণোবর্ষমিবাভাতি কান্তাবিরহিণামিব" কান্তাবিরহিণীর নিকটে, একক্ষণকেও বর্ষের মত করিয়া তুলেন। ইনিই দুঃখীজনের জীবিতকাল দীর্ঘ করেন, সুখীর সময় হ্রস্ব করেন"—

সঞ্চিত, ক্রিয়মাণ, ও প্রারব্ধ। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা সঞ্চিত কর্ম্মবীজ দগ্ধ হইয়া যায়। অহং কর্ত্তা শূন্য হওয়ায় ক্রিয়মান কর্ম্মে জীবকে আর কর্ম্মজালে বদ্ধ করিতে পারে না, আর প্রারব্ধ তাঁহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভোগ করিলে আর দুঃখ থাকে না, আপন বাঞ্ছিতের সদা প্রসন্নময়ের মুখকমল স্মরণে সব দুঃখ দূর হইয়া যায়, পরে প্রারব্ধ কর্ম্মের গতিস্থির হইয়া গেলে এই পঞ্চভূতময় দেহ পঞ্চভূতে লয় করিয়া জ্ঞানী স্বরূপে সমাহিত হয়েন। কর্ম্ম দ্বারাই চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্ত বিশুদ্ধ হইলেই সেই নির্ম্মল চিত্তে শুদ্ধ সত্ত্ব, নিরাময় জ্যোতি স্বরূপ ভগবৎ দর্শন হয়। ভরত! রাম ভ্রাতা তুমি; শ্রীরামের সহায় রূপে থাকিয়া রামকার্য্য সাধিত কর। কর্ম্মের কৌশলই যোগ। কিন্তু এ কৌশল কয়জন জানে? ভরত! তুমি কিরূপে কর্ম্মকে যোগে পরিণত করিতে হয়, রাজকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া কিরূপে কর্ম্মদ্বারা মোক্ষলাভ হয়; শত প্রলোভনের মধ্যে কেমন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে তপস্যা করিতে হয়, শত উৎপীড়নে কিরূপে আপন হৃদয়কে অটল রাখা যায়, সমস্তই জান, এখন সকল ভাবনা, বাক্য, কর্ম্ম, শ্রীভগবানে নিবেদন করিয়া সর্ব্ব দুঃখের মূল অবিদ্যাকে ধ্বংস কর; ভরত তুমি জানিও অবিদ্যাই চিত্তকে মোহপ্রাপ্ত করাইতেছে, "প্রলয় রাত্রির মত সুদীর্ঘ কালকেও ইনি ক্ষণে পরিণত করেন—আবার "ক্ষণোবর্ষমিবাভাতি কান্তাবিরহিণামিব" কান্তাবিরহিণীর নিকটে, একক্ষণকেও বর্ষের মত করিয়া তুলেন। ইনিই দুঃখীজনের জীবিতকাল দীর্ঘ করেন, সুখীর সময় হ্রস্ব করেন"—

"অসারসংসার দৃঢ়া রজ্জুস্তৃণগণৈরিব"

তৃণসমূহ যেমন দৃঢ় রজ্জুতে পরিণত হয়, সেইরূপ ইনি তৃণসম অসার সংসারকে বড়ই দৃঢ় করেন—

"অত্যন্ত বিস্মৃতৈবাতিসুখায়ভ্রমদায়িনী।
দুঃস্বপ্নকলনেবেয়মনর্থায়ৈব তর্কিতা" ॥

ইনি এমন ভ্রম উৎপাদন করেন, যাহাতে মানুষ সেই পরমপদকে ভুলিয়া যায়, আর সুখ দুঃখ বোধ করে, কিন্তু পুনঃ পুনঃ বিচার দ্বারা অনুসন্ধান করিলে জানা যায় ইনি দুঃস্বপ্নদর্শনের মত অনর্থই উৎপাদন করেন। সত্যের হৃদয় হইতে উদয় হইয়া সত্যকে আবরিত করিয়াছে, যাহা নাই তাহাকে সত্যমত দেখাইতেছে। ভরত! আত্মস্বরূপে ডুব না দেওয়া পর্য্যন্ত এ মিথ্যার প্রহেলিকা ভেদ করা দুঃসাধ্য।

তাই বলিতেছি ভরত, তোমার কল্পিত দুঃখ পরিত্যাগ কর। তোমার ভাবনাময় রাজ্যে ভাবময়কে হৃদয়ে রাখিয়া ভাবসাধনা কর, অচিরে তোমার সাধু ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। ভরত! মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় কখনও অমঙ্গল থাকিতে পারে না। জীব অঙ্গে শত শত অপরাধের বিস্ফোটক উঠিয়াছে, দুঃখ কষ্ট রূপ ছুরিকা দ্বারা শ্রীভগবান্ যদি অপরাধের ফোঁড়া অস্ত্র না করিতেন কিরূপে জীব নির্ম্মল হইত? ভরত! এই রাম—

"রমন্তে যোগীনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদে নাসৌ পরব্রহ্মাভিধীয়তে ॥"

যোগিগণ, অনন্ত সত্যানন্দ চিদাত্মায় রমণ করিয়া থাকেন, এই হেতু রামপদ দ্বারা পরব্রহ্মই কথিত হইয়া থাকে।

দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন—

"লোকে স্ত্রীবাচকং যাবৎ তৎ সর্ব্বং জানকী শুভা
পুন্নাম বাচকং যাবৎ তৎ সর্ব্বং ত্বং হি রাঘব" ॥

স্ত্রীবাচক যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই ভগবতী জানকী, এবং পুরুষ বাচক যাহা কিছু তৎসমস্তই রাম। প্রতি জীব চৈতন্যই রাম। এই রাম সাক্ষীস্বরূপে সর্ব্বদা স্থির, তিনি কোন কিছু করেন না।

"সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং সত্তামাত্রমগোচরম্"

সর্ব্ব উপাধি-বিরহিত, সত্তামাত্র, অগোচর,

"রামো ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি"।

রাজ্য, (দেহ মন প্রাণ ইন্দ্রিয়াদির ব্যবহার রূপ) আর স্থূল অযোধ্যার রাজ্য, কিরূপে রক্ষা করিয়া, তাঁহার ভাণ্ডারের ধন বৃদ্ধি করিয়া তাঁহার গচ্ছিত রাজ্য তাঁহাকে প্রদান করিয়া, কিরূপে প্রভুর আদেশ পালন করিতে হয়; তুমি প্রভু, আমি দাস জানিয়া কিরূপে "আমি তোমার" সাধনা সাধিয়া আপন ইষ্টের আসার প্রতীক্ষা লইয়া নিরন্তর ইষ্টচরণে যুক্ত হওয়া যায়; স্বধর্ম্মচ্যুত কর্ম্মভ্রষ্ট মনুষ্যদিগকে তাহা দেখাইয়া যাও, জগতে তোমার কীর্ত্তি চির অক্ষুণ্ণ থাকিবে। পরে তোমার আচরিত এই নিষ্কাম কর্ম্মের অল্পমাত্র অনুষ্ঠান করিয়া শত শত দুঃখী জীব,

রামভক্তি লাভ করিয়া মুক্ত হইয়া যাইবে। ভরত! ভোগের মধ্যে থাকিয়া যোগী হওয়া, দুঃসাধ্য হইলেও, যাঁহারা ভগবৎ-অনুরাগী, তাঁহারা সহজে সকল অসাধ্য সাধন করিতে পারেন।

সকলের জীবনেই বৈরাগ্য আসে। কিন্তু মূলে শ্রীভগবানে অনুরাগ থাকে না, তাই জীব সে বৈরাগ্যকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। ভরত! রামবিরহজনিত এ বৈরাগ্য সহায়ে তুমি জীবনে মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

তোমার সকল অহং, সব ভার, রামচরণে সমর্পণ করিয়া, শুধু আদেশ পালনের জন্য তাহার রাজ্য রক্ষা কর,—ভক্তহৃদয় দ্বারে ভগবান, আপনি প্রহরী রূপে থাকিয়া তাঁহার ভক্তকে রক্ষা করেন। ভগবৎ-বিরহে ভক্ত যত দুঃখ পায়, সেই দুঃখের মধ্যে শ্রীভগবান ভক্তের হৃদয় জুড়িয়া আসন করিয়া বসেন, ক্রমে অনুক্ষণ তাঁহার চিন্তায় ভক্ত তন্ময় হইয়া সকল স্থানে সবের মাঝে আপন বাঞ্ছিতকে দর্শন করে; গুরু মন্ত্র ইষ্টরূপে ঈপ্সিতকে দর্শন করে, ভাবে ভরিয়া আপন ইষ্টের প্রসন্নতা মাখা ভরিত মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে, আপন ভাবনাময় রাজ্যে প্রাণময়ের স্পর্শ-সুখাস্বাদ করিয়া সেই সুন্দরের স্পর্শে সব সুন্দর হইয়া যায়। আপন চিত্তকে ভগবৎ-অনুরাগে রঞ্জিত করিয়া, সেই রং দিয়া ভুবন রাঙ্গাইয়া তোলে। সেই আনন্দময়ের অভয়-চরণ পুনঃ পুনঃ স্পর্শে, হর্ষভরে, তাহার কণ্টকিত কলেবরের মধুময় প্রাণের স্পন্দনে, জগৎজীবকেও মধুর করিয়া দেয়, ভক্তহৃদয়ের সেই মধুময় ভাব লহরীতে ভাসিয়া কত শত

দুঃখী তাপিত জীব শীতল হইয়া যায়। ভক্ত ত পরিপূর্ণ। তাহার আবার অভাব কোথা ? সে যে প্রাণের মধ্যে প্রাণময়কে রাখিয়া আবার সবের ভিতর হইতে তাঁহারই সাড়া পায়। নদীর কল্লোলে, সাগরের গর্জ্জনে, কুসুমের বাসে, বায়ুর স্পর্শে, একটি পাখীর ডাকেও তাহার বাঞ্ছিতের সাড়া পাইয়া পূর্ণ হইয়া থাকে। তাই বলিতেছি ভরত, তোমার সব ভার রাম-চরণে সমর্পণ করিয়া, নিশ্চিন্ত মনে রাম রাম করিতে করিতে, শ্রীরামের আজ্ঞা পালন কর। তাহাতে নিত্যযুক্ত যে ভক্ত, তিনিই তাঁহার সকল ভার গ্রহণ করেন।

এই রাবণ বধাভিলাষী দেবতা-বৃন্দ ঋষিগণ একমত হইয়া সকলেই তোমাকে অনুরোধ করিতেছেন—

"তস্মাত্ত্যাজ্যাগ্রহং তাত রামস্থ বিনিবর্ত্তনে".

বৎস ! রামকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার আগ্রহ ত্যাগ কর।

ভরত ! শোকের দুইটি অবস্থা। একটি বিষাদ, ও অপরটি অবসাদ, অবসাদে জীবকে মোহমুগ্ধ করাইয়া জড়প্রায় করিয়া রাখে, আর বিষাদ, যোগরূপে উক্ত হয়, বিষাদ যোগে, মনুষ্যকে দুঃখের প্রতীকার জন্য পুরুষার্থ প্রয়োগ করায়। তুমি অনুক্ষণ রামতত্ত্ব চিন্তা দ্বারা বৃথা শোক পরিত্যাগ করিয়া, প্রবুদ্ধ হইয়া আপন কর্ত্তব্য সাধনে পুরুষার্থ প্রয়োগ কর, তবেই সকল অভাব পূর্ণ হইবে আর তুমি আত্মারাম হইয়া অবস্থান করিতে পারিবে।

ত্রয়োদশ চিত্র।

ধ্যেয় বস্তুতে চিত্তের একাগ্রতা লাভ হইলে, সমস্ত চিত্তবৃত্তি নিভিয়া, দ্রষ্টা, দর্শন, দৃশ্য সব লয় হইয়া যেরূপে আত্মস্বরূপে অবস্থান ঘটে, ভগবান্ বশিষ্ঠের মুখে রামতত্ত্ব শুনিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে ভরতের তাহাই হইল, অনিত্য জগতের সদা পরিণামশীল তরঙ্গ ভঙ্গ সব লয় হইয়া কি যেন কোন্ প্রশান্ত স্নিগ্ধ জ্যোতি সাগরের মধ্যে তাঁহাকে ডুবাইয়া দিল। ধীরে ধীরে তাঁহার নয়ন হইতে সমস্ত দৃশ্যপট মুছিয়া গেল। শ্রীভরতের প্রাণপ্রবাহ সীমার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া অসীমের প্রাণে ধাবিত হইয়াছে।

ভক্তিভরে, কৃতজ্ঞচিত্তে, শ্রীগুরুচরণে শত সহস্রবার প্রণাম করিয়া ভরত বলিলেন গুরুদেব!. আপনার শ্রীমুখনিঃসৃত অমৃত পান করিয়া, অজ্ঞানকৃত ক্ষুধা নিবারিত হইয়াছে, শ্রীরামতত্ত্বের মধ্যে ডুবিয়া মনে হইতেছে কত যুগ যুগান্তরের মোহ নিদ্রা আমার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আর কি বলিব, ধন্য তোমার দীনের প্রতি অজস্র করুণা।

তখন ভরত, শান্ত স্থির দৃষ্টিতে রামের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, ঠাকুর! তুমি ভিন্ন দুষ্কৃতির ক্ষয় করিতে তো আর কেহ নাই, একমাত্র তোমার তত্ত্ব চিন্তা ভিন্ন চঞ্চল চিত্তের তরঙ্গ দূর হয় না, চিত্ত বিশ্রান্তি সুখ আর কোথাও লাভ হয় না, তোমাকে হারানই জীবের অতৃপ্তি। তোমার চরণ সেবা করিতে করিতে তোমার

মত হইয়া, তোমাতে মিশিয়া না যাওয়াবধি, অতৃপ্তি নিবারণ হয় না। ভবসাগর তারণের একমাত্র উপায়, যে তোমার ওই রাঙা চরণ দুখানির আশ্রয় লইয়াছে, তাহার আর কিছুতেই বিনাশ নাই, স্থির বিশ্বাসে একান্তনিষ্ঠ প্রাণে যে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে, তুমি তাহার আর কোন অভাবই রাখ না, আহা! এমন দয়াল রাম না হইলে পাপী তাপীর গতি আজ কি হইত ?

কোন কিছুর অপেক্ষা না রাখিয়া সব দিয়া আপনার করিয়া লইতে, তোমা ভিন্ন আর কে আছে ? বল দয়াময়! নিরন্তর তোমার তত্ত্বের মধ্যে ডুবিয়া কবে এছার মিথ্যা দেহাত্মজ্ঞান আমার ঘুচিয়া যাইবে ? কতদিনে আমার অভিমান তোমায় দিয়া তুমি আমি মাখামাখি হইয়া থাকিব ? তুমি যে আমার নয়নে বচনে হৃদয়ে মনে প্রাণে অন্তরে বাহিরে সর্ব্বময় হইয়া সব সাজিয়া বিরাজ করিতেছ, কতদিনে অনুভব করিয়া এ লুব্ধ চিত্তভ্রমর তোমারই চরণাম্বুজের সুধাস্বাদে নিমগ্ন থাকিবে ?

যে তোমার নাম লইয়া হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে ডুবিতে শিখিয়াছে, প্রকৃতির ভীম তরঙ্গে তাহাকে ত আর ভাসাইতে পারে না। রাম! তোমার চরণ কমল যেখানে ফুটিয়াছে, সেই শান্ত সুনীল অম্বুরাশির মাঝে অবগাহন করিলে ত্রিতাপ জ্বালা নিবারিত হয়, সমস্ত বাসনা ও কামনার তরঙ্গ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া দেহ মন হইতেও মুক্ত হওয়া যায়। তবে দাও প্রভু! আমার শুভাশুভ কর্ম্মের মোহফাঁস খুলিয়া দাও, আমার সাধের কাজল মুছাইয়া, মায়ায় ঘেরা চোখের ঠুলি উন্মোচন

করিয়া দাও, আর আমি তোমার ওই কোটি শশি-বিনিন্দিত ভুবন আলো করা অলকা মণ্ডিত মুখ মণ্ডলের অনুপম রূপ মাধুরী দেখিতে দেখিতে, তোমার স্বরূপে ডুবিয়া যাই। দাও তবে প্রভু! আমার পুরুষার্থে শক্তি দাও, তোমার আদেশ পালন করিয়া. যেন মন্ত্রের সাধনে প্রাণপণ করিতে পারি।

বাক্য যেন আমার সতত তোমার নাম সংকীর্ত্তন করে, আমার কর্ণযুগল যেন তোমার অমৃতময় গুণগান শ্রবণ করে, আমার কর যুগল যেন তোমার শ্রীপাদ-পদ্মের অর্চ্চনাতে নিযুক্ত থাকে, মস্তক যেন আমার সর্ব্বদা ওই চরণে লুণ্ঠিত থাকে, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া আমি যেন তোমার সেবাতেই রত থাকি, "প্রপন্নং পাহি মাং রাম" আমি তোমার শরণাগত আমায় রক্ষা কর। আমি যেন এইরূপে. আমার আত্মারামে যুক্ত হইয়া সর্ব্বদা তোমার কৃপা স্মরণ করিয়া মলিনতার শত ব্যবধান, সব অন্তরায় ঘুচাইতে পারি, তোমার নাম সর্ব্বদা স্মরণ করিতে পারিলে প্রকৃতির শত কোলাহলেও আপন শান্ত স্বভাব হইতে কখন বিচ্যুত হইব না।

"ইদং রাজ্যং মহাপ্রাজ্ঞ স্থাপয় প্রতিপদ্যহি,
শক্তিমান্ স হি কাকুৎস্থ লোকস্য পরিপালনে"॥

মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি এই রাজ্য গ্রহণ করিয়া কাহারও প্রতি স্থাপন করুন্। কাকুৎস্থ! আপনি যাহার প্রতি রাজ্য পালনের ভার সমর্পণ করিবেন সেই ব্যক্তিই প্রজাপালন করিতে পারিবে।

"এবমুক্ত্বাপতদ্ভ্রাতুঃ পাদয়োর্ভরতস্তদা"

এই বাক্য বলিয়া ভরত ভ্রাতার পদদ্বয়ে পতিত হইলেন।

ভক্ত আজ ইষ্টচরণে আপনার 'অহং' সমর্পণ করিয়া বলিলেন ঠাকুর! আমিত তোমারই, তবে তোমার হস্তের স্নেহের দান যাহা দিবে তাহা মাথায় তুলিয়া লইব। তোমারই অজস্র করুণায় তোমার শক্তি লাভ করিয়া তোমার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া আমার প্রারব্ধ ক্ষয় হইলে তোমারই শ্রীচরণ লাভ করিব। বুঝিয়াছি প্রভু! 'আমি তোমার' সাধনা পূর্ণ না হইলে 'তোমাকে আমার' বলিতে, বা তুমি আমি মিশিতে পারিব না।

তখন সেই মধুর ভাষী রাম, প্রিয়দর্শন ভ্রাতা ভরতকে বলিলেন, ভাই তুমি কোন চিন্তা করিও না—

"আগতা ত্বামিয়ং বুদ্ধিঃ স্বজা বৈনয়িকী চ যা,
ভৃশমুৎসহসে তাত রক্ষিতুং পৃথিবীমপি" ॥

তোমার যে স্বাভাবিকী গুরু সেবা প্রাপ্ত বিনয় শিক্ষা জন্যা বুদ্ধি জন্মিয়াছে, তাহাতেই তুমি পৃথিবীকে রক্ষা করিতে পারিবে। তুমি সুহৃৎ, এবং মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া সমস্ত মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিও।

সূর্য্যসম তেজ সম্পন্ন, কৌশল্যাতনয় রাম, এই কথা বলিলে, প্রতিপচ্চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন ভ্রাতা ভরত তখন বলিলেন—

"পাদুকে দেহি রাজেন্দ্র রাজ্যায় তব পূজিতে।
তয়োঃ সেবাং করোম্যেব যাবদাগমনং তব" ॥

হে রাজেন্দ্র! রাজ্যপালন সামর্থ্য লাভের জন্য জগৎ পূজিত আপনার পাদুকা যুগল আমাকে দান করুন, আপনার আগমন যাবৎ, আমি তাহার সেবা করিব। তোমার পাদুকার সেবা করিয়া

তোমার দাস হওয়ার পূর্ণানন্দ অনুভব করিব এই বলিয়া ভরত, রত্নখচিত মহোজ্জ্বল অলঙ্কৃত পাদুকাদ্বয় লইয়া শ্রীরামকে বলিলেন—

অধিরোহার্য্য পাদাভ্যাং পাদুকে হেম ভূষিতে”

আপনি এই সুবর্ণভূষিত পাদুকাযুগলে চরণ অর্পণ করুন—

“এতে হি সর্ব্বলোকস্য যোগক্ষেমং বিধাস্যতঃ”

ইহাই সমস্ত লোকের যোগক্ষেম বিধান করিবে।

তখন মহাতেজস্বী নরবর রাম, সংসার সাগর পার হইবার বিশুদ্ধ তরণী স্বরূপ কমলা সেবিত, ভক্ত আকাঙ্ক্ষিত প্রস্ফুটিত পদ্মসম রাঙা চরণ দুখানি পাদুকাদ্বয়ে সংযোগ পূর্ব্বক তাহা মোচন করিয়া ভরতকে প্রদান করিলেন। ভরত, সেই মণিময় উজ্জ্বল অলঙ্কৃত দিব্য পাদুকাযুগল ভক্তিভাবে হর্ষকণ্টকিত কায়ে গ্রহণ করিয়া—

“রামং পুনঃ পরিক্রম্য প্রণনাম পুনঃপুনঃ”

প্রেমভরে রামকে পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণ ও বার বার সর্ব্বেন্দ্রিয় লুটাইয়া, ভূতল লুণ্ঠিত মস্তকে শ্রীরামের শ্রীচরণ রেণু মস্তকে ধারণ করিতে লাগিলেন।

ভরতের ভাব আজ বড় মধুর হইয়াছে, এই পরাভক্তির উদয়ে শ্রীভরতের অদম্য হৃদয়বেগ ঊর্দ্ধমুখে সপ্ততল ভেদ করিয়া পরম পদে মিশিতে ছুটিয়াছে। ভরত সমস্ত ভাবরাশিকে আয়ত্ত করিয়া প্রেমময়ের প্রেমামৃত পানে বিভোর হইয়া, অনিমেষ লোচনে রামরূপ দেখিতেছেন, এ, যে কি সুন্দর, বুঝি ইহা বর্ণনা করিবার

ভাষা নাই—সব আছে—সব নাই, এ প্রেমে ব্যাকুলতা আছে, মোহ নাই—তৃষ্ণা আছে, কামগন্ধ নাই—উচ্ছ্বাস আছে, উদ্বেলতা নাই।

পূর্ণিমার চন্দ্র দর্শনে, সাগর উদ্বেলিত হইলেও বেলা অতিক্রম করিতে পারে না। প্রেমে যদি জ্ঞানরূপ বাঁধ থাকে, তাহা হইলে আপনাকে হারাইয়া আর কোন কাজ হয় না। শ্রীরামের বিশুদ্ধ প্রেমের শুভ্রকিরণে চিত্তকে রঞ্জিত করিয়া, ভরত আজ রামাগমনের প্রতীক্ষা লইয়া আপনার সাধনা সাধিতে চলিয়াছেন, এ প্রেমে অভিমান আছে অপমান নাই।

শ্রীভরত তখন শ্রীরামকে বলিলেন—হে করুণাময় কমল-লোচন রাম! এই যোগক্ষেম বহনোপযোগী তোমার পাদুকা যুগল আমার হৃদয় সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া, আমি তোমার রাজ্য রক্ষা করিব তোমার আসার আশায় প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া—

"নব পঞ্চসমান্তে তু প্রথমে দিবসে যদি।
নাগমিষ্যসি চেদ্রাম প্রবিশামি মহানলম্" ॥

চতুর্দ্দশ বৎসরের শেষে পঞ্চদশ বৎসরের প্রারম্ভদিবসে, যদি আপনি আগমন না করেন, তাহা হইলে কিন্তু আমি মহানলে প্রবেশ করিব।

নির্দ্ধারিত দিনে যদি তোমার দর্শনে বঞ্চিত হই, তাহা হইলে তখনই এ দেহ হইতে জীবন বিচ্ছিন্ন হইবে। হে বীরবর রাঘব! আমি চতুর্দ্দশ বর্ষ জটাচীর ধারণ করিয়া, ফলমূল ভোজন করতঃ আপনার আগমন প্রতীক্ষায় নগরের বহির্ভাগে বাস করিব—

"তব পাদুকয়োর্ন্যস্য রাজ্যতন্ত্রং পরন্তপ" ॥

তোমার পাদুকাদ্বয়ে আমি রাজ্যভার সমর্পণ করিব।

"ইত্যুক্ত্বা চরণৌ ভ্রাতুঃ শিরস্যাধায় ভক্তিতঃ।
রামস্য পুরতঃ সাক্ষাদ্দণ্ডবৎ পতিতো ভুবি" ॥

এই বলিয়া ভরত, ভক্তিপূর্ব্বক ভ্রাতার চরণযুগল মস্তকে স্থাপন করিয়া সাক্ষাৎ রাম সম্মুখে ভূতলে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইলেন।

"উত্থাপ্য রাঘবঃ শীঘ্রমারোপ্যাঙ্কেঽতিভক্তিতঃ।
উবাচ ভরতং রাম স্নেহাদ্রনয়নঃ শনৈঃ" ॥

রাঘব ভরতকে অতি অনুরাগ সহকারে কোলে উঠাইয়া স্নেহাদ্র-নয়নে শনৈঃ শনৈঃ বলিতে লাগিলেন—ভাই! তোমার মত এক-নিষ্ঠ প্রাণে সরলান্তঃকরণে যে শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করিতে পারে, সে অনন্তকালের জন্য নিশ্চিন্ত হইয়া যায়। জগতের সমস্ত বস্তুই দোষদুষ্ট, সমস্তই ক্ষণস্থায়ী, সমস্তই আগমাপায়ী, সকলই মিথ্যা। দেহের বাসনা, আকাঙ্ক্ষা, মন, মনের সাধ, সব অনাস্থা করিয়া, সকলের হৃদয় বল্লভ আপন আত্মারামে যিনি সতত নিয়োজিত থাকেন, তিনি এ জীবনেই মুক্ত হইতে পারেন। ভাই! এ সংসারে শুধু সং সাজিয়া থাকা এ জীবনের উদ্দেশ্য নয়, এ মোহমদিরা-পানে মত্ত হইয়া, তত্ত্বজ্ঞান হারাইলে, এ ভীষণ যন্ত্রণাময় জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, বিভীষিকার কবল হইতে উদ্ধার পাওয়ার আর কোন উপায় নাই। স্বরূপের জ্ঞান না হওয়াবধি

জীবের দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না। জীব আপন স্বরূপটি বুঝিলেই, দেখে একই আছে, দুই যাহা তাহা মিথ্যা মায়ামাত্র; স্থাবর জঙ্গম ভাবৎবিশ্বে, একমাত্র অখণ্ড চৈতন্যই বিরাজিত, এই চৈতন্যবস্তু, তাহার ইষ্ট অভীষ্ট সব। নটরঙ্গালয়ে খেলিবার নিমিত্ত রঙ্গের নট নটবর হরি, মায়ারাণীর অন্তরালে অবস্থান করিয়া অনুক্ষণ পট পরিবর্ত্তন করিতেছেন, স্বস্বরূপে স্থির থাকিয়া সাক্ষী-রূপে যদি এই মায়ার খেলা দেখা যায়, তাহা হইলে সে আর মায়ার হাতের ক্রীড়ার পুত্তলি হইয়া মিথ্যা সুখ দুঃখ দ্বন্দ্বে অভিভূত হয় না।

ভরত! আমি জানি, কিছু না বলিয়া দিলেও, তোমার স্বভাবে তোমাকে সুন্দর করিয়া, ভগবৎচরণে যুক্ত করিয়া, তাঁহার কর্ম্ম তিনিই করাইয়া লইবেন। তথাপি তোমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ-বশে, কয়েকটি উপদেশ বাক্য বলিতেছি, আমার আদেশ বাক্য পালন করিয়া অনায়াসে তুমি আমার রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে, এবং অচিরেই তোমার ইষ্টসিদ্ধ হইবে।

"পরস্ত্রী মাতেব ক্বচিদপি ন লোভঃ পরধনে,
ন মর্য্যাদাভঙ্গঃ ক্ষণমপি ন নীচৈস্বভিরুচিঃ।
রিপৌ শৌর্য্যং ধৈর্য্যং বিপদি বিনয়ঃ সম্পদি সতা
মিদং বর্ত্ম ভ্রাতর্ভরত নিয়তং যাস্যসি সদা"॥

পরনারীকে মাতা মনে করিবে, পরধনে কখনও লোভ করিও না, মানীব্যক্তির কখন মর্য্যাদাভঙ্গ করিও না, আর একক্ষণও নীচ-

লোক সঙ্গ করিতে যেন অভিলাষ না হয়, আর রিপুর উপর বীরত্ব দেখাইবে, বিপদকালে ধৈর্য্য অবলম্বন করিবে, সম্পদকালে বিনয়ী হইবে, ইহাই সৎপথ। ভক্তকে নীতিশিক্ষা দিয়া ভগবানের আজ তৃপ্তি নাই। শ্রীরামের অক্ষয় ভাণ্ডারের অফুরন্ত জ্ঞান রত্ন, সমস্ত দান করিয়া, আপনার সহিত মিশাইয়া রাখিবার জন্য ভক্ত বৎসল প্রভু আমার, পুনরায় বলিতেছেন—

"বাঞ্ছা সজ্জন সঙ্গমে, পরগুণে প্রীতি গুরৌ নম্রতা
বিদ্যাস্থ ব্যসনং স্বযোষিতি রতি লোকাপবাদাদ্ভয়ং।
ভক্তিঃ শূলিনি শক্তিরাত্মদমনেসংসর্গমুক্তিঃ খলে
ষেতে যেষু বসন্তি নির্ম্মল গুণাস্তেভ্যো নরেভ্যোঃ নমঃ॥

সজ্জন সঙ্গে বাঞ্ছা, পরের গুণে প্রীতি, গুরুজনে নম্রতা, বিদ্যাতে অনুরাগ, আপন স্ত্রীতে আসক্তি, লোকাপবাদ হইতে ভয়, শিবে ভক্তি, আত্মদমনে শক্তি, খল সংসর্গ ত্যাগ, এই সমস্ত নির্ম্মল গুণ যে মনুষ্যে দেখা যায়, তাঁহাকে আমিও নমস্কার করি।

"ভরতঃ পুণরাহেদং ভক্ত্যা গদ্‌গদয়া গিরা"।

পুনরায় ভরত, ভক্তিভরে গদ্‌গদ চিত্তে শ্রীরামকে বলিলেন।

দুঃখহারী দয়াল ঠাকুর! অজ্ঞান অবোধ জীবের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া কত করিয়াই তোমার করিতে চাও? দুরন্ত কর্ম্ম বাসনা সাথে সাথে গমন করিয়া সত্যের পথ আগুলিয়া রাখে, তাই জীব তোমার অসীম করুণা অপার স্নেহ দেখিয়াও দেখিতে পায়

না। প্রাণময় অন্তর্যামি! প্রাণের জ্বালা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া, প্রাণ বিনিময়ে প্রাণ কিনিয়া, তোমার ভক্তকে তোমার করিয়া রাখ। তোমার কৃপায় পঙ্গুও গিরিলঙ্ঘনে সমর্থ হয়। তোমারই প্রাণের আশীর্ব্বাদে, তোমার উপদেশ বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া, তোমার রূপগুণ, কর্ম্ম স্বরূপ চিন্তা দ্বারা, 'আমি তোমার' হইয়া শেষে তোমারই চরণে মিশিব। তুমি আর আমি মাঝে আর কিছুই নাই, তবুও যে মনে হয় মায়ার আবরণ পড়িয়া তোমায় ঢাকিয়াছে, বৈরাগ্য সহায়ে কঠোর তপস্যায়, অহঃরহঃ স্বরূপ ভাবনায়, অতি ত্বরায় তাহা মুছিয়া যাইবে।

চতুর্দ্দশ চিত্র

"গরই গলানি কুটিল কৈকেয়ী।
কাহি কহৈ ক্যহি দূষণ দেই" ॥

কুটিলা কৈকেয়ী দেহে দুঃখে স্বেদ ঝরিতেছে, এ এদুঃখ জানাইবে কাহাকে? কাহাকেই বা দোষ দিবে, আজ আর ভগবৎবিমুখী কৈকেয়ীর কেহ নাই।

ভরত বিদায় লইয়াছেন কৈকেয়ী কিন্তু এখনও রাম দর্শন পায় নাই। কৈকেয়ী ব্যাকুল ভাবে স্মরণ করিতেছে।

ভগবানও অনুতপ্তা কৈকেয়ীর পাপরাশি মুছাইতে ব্যগ্র হইয়াছেন। কৈকেয়ী আজ বড় ব্যাকুল। রামাশ্রমের অনতিদূরে বৃক্ষকাণ্ডে মস্তক রাখিয়া শূন্য প্রাণে, জোড় করে ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া আত্মারামের করুণা প্রার্থনা করিতেছে, বৎসহারা গাভীর ন্যায় রামদর্শনে উৎসুকা হইয়াছে। অনুতাপাশ্রুতে কৈকেয়ীর সকল পাপ ধৌত হইয়া গিয়াছে, কৈকেয়ী আজ বড় বিশুদ্ধ।

দশরথের অত্যন্ত আদরের মহিষী, আপন কর্ম্মদোষে আজ সকলের নিকট ঘৃণার পাত্রী। যে রাম জগত জীবন, সকলের নয়নানন্দদায়ক, সকলের আত্মহৃদয়নিবাসী আত্মারাম, আজ কৈকেয়ী তাঁহাকে বনবাস দিয়াছে। অযোধ্যার কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত রাম দর্শন করিয়াছে, কিন্তু কৈকেয়ী আজ দূরে। কৈকেয়ী সকলের সম্মুখে আসিয়া ভগবানের নিকট আত্মনিবেদন করিতে

পারিল না। সকলের হৃদয়ের রাজা, আত্মারাম তো অন্তরেই অবস্থিত। স্বকর্ম্মজনিত পাপই অন্তরায় হইয়া সকল বাধা সৃজন করে। জীব স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া আপন ব্যভিচারে পাপের সৃজন করিয়া আপনাকে ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল, পাপী মনে করিয়াই আত্মারামের নিকটস্থ হইতে পারে না।

জীব আপন হৃদয়ের রাজাকে চির নির্ব্বাসিত করিয়া রাখিয়াছে, জীবের দুঃখ ঘুচিবে কিরূপে ?

কৈকেয়ী আজ অনুতাপাশ্রুতে বক্ষ ভাসাইয়া সংগোপনে হৃদয়রামের চরণে আত্ম নিবেদন করিয়া ব্যাকুলভাবে তাঁহাকেই আহ্বান করিতেছে।

রাম! প্রাণারাম! যে ভীষণ পাপ করিয়াছি ইহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। কিন্তু ক্ষমাই যে সাধুদিগের পরম বস্তু "ক্ষমাসারাহি সাধবঃ" আমায় ক্ষমা করিয়া একবার দেখা দাও, প্রভু! তুমি বিপদহারী, আমার যে বড় বিপদ সময়—এ অসময় একবার এস, বিপদবন্ধু! একবার সেই ভুবন মোহন রূপে, 'মা' বলিয়া ডাক, আমি প্রাণ মন তোমার চরণে লুটাইয়া একবার আমার অপরাধের ক্ষমা চাই। তোমার নবজলধরকান্তি সহাস্যবদন একবার দেখিয়া মরি। পতিত পাবন রাম তুমি! আজ আমি প্রাণ ভরিয়া রাম রাম করিয়া ডাকিতেছি, তোমার নামাগ্নিতে পাপীর পাপ তুলার মত ভস্ম হইয়া যায়, জগতের নিকট পাপী ঘৃণ্য, তোমার নিকট তো উপেক্ষণীয় নয়? প্রভু! তোমার সন্তানকে তুমি কোথায় ফেলিবে?

কাতর হইয়া যে কেহ তোমাকে ডাকে তুমি আর্ত্তত্রাণকারী দীনবন্ধু, তখনই তাহার সকল পাপ নাশ করিয়া আবার তোমায় পাইবার অকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দাও। তুমিই শুধু পতিতপাবন জগতত্রাণকর্ত্তা পাপীতাপীর একমাত্র গতি। তাই যে নিরাশ-দগ্ধ জ্বলন্ত হৃদয়ে আবার আশায় বাসা বাঁধিয়াছি। একবার দেখা দাও রাম! আজ আমি তোমাকে বনে পাঠাইয়াই, অনাথিনী, ভিখারিণী, পাপিনী। জগৎমাঝে আজ আমার দুঃখ জানাইবার আর কেহ নাই। স্বামী ঘাতিনী পাপীয়সী কাহারও সম্মুখে পড়িলে, দুই হস্তে নয়ন আবরিত করিয়া, অতি ত্বরায় সে স্থান হইতে সে প্রস্থান করে। রাজ্যলোভে পুত্রস্নেহে অন্ধ হইয়া রাজমাতা হইবার সাধে, যাহার জন্য তোমায় রাজ্যনাশ বনবাস দিয়া আমি রামহারা হইয়াছি, সেই একমাত্র পুত্র ভরতও আর আমায় মা বলিয়া ডাকে না। অহো! পাপের কি ভীষণ তাপ? রাম! তুমি যে পাপী তাপী সকলের বন্ধু? তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অগতির গতি, অনাথের নাথ! একবার দেখা দাও। একবার বল আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? রাম! তুমি অন্তর্যামী, তুমি ভিন্ন আমার অন্তরাগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে তো আর কেহ নাই। কৈকেয়ী অনুতাপাশ্রুতে ভাসিয়া বড় ব্যাকুল হইয়া 'রাম রাম' বলিয়া কাঁদিতেছে। কৈকেয়ীর কাতর ক্রন্দন, নিখিলাত্মা রামচন্দ্রের চরণ স্পর্শ করিল—সহসা ব্যাকুল হইয়া রাম, ভরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই! সকলেই আসিয়াছে, আমার মাতা কৈকেয়ী কোথায়?

শ্রীভরতকে নীরব থাকিতে দেখিয়া, শ্রীরাম আর ভরতের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, যেখানে প্রতিমুহূর্ত্তে কৈকেয়ী, রামাগমনাকাঙ্ক্ষায় উৎকণ্ঠাস্ফুটিত চিত্তে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিল, তথায় আগমন করিয়া মাতার চরণ বন্দনা করিয়া মাতৃ সম্ভাষণ করিলেন।

রাম কর স্পর্শে, বহুদিনের পিপাসিত শ্রবণে, 'মা' নাম শুনিয়া কৈকেয়ী শিহরিয়া উঠিল। বর্ষার বারি একবার ক্ষান্ত হইয়াছিল কৈকেয়ী স্থির নয়নে সেরূপ দেখিল। কৈকেয়ীর শোক দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইল, পরক্ষণেই অজস্রধারে বারিবর্ষণে গণ্ডপ্লাবিত হইল। গলদাশ্রুলোচনা দুঃখিনী আজ আপন অপরাধ স্মরণে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল। আহা! কৈকেয়ী করিয়াছে কি? সোনার অঙ্গে ছাই মাথাইয়া শ্রীরামের কোমলাঙ্গে বাকল পরাইয়াছে, রাজমুকুট কাড়িয়া লইয়া রাম শিরে বিশাল জটা বাঁধাইয়াছে, এ রাম যে সকলের হৃদয়ের নিধি? এ রাম যে সকলের জীবন, আজ কৈকেয়ী সকলের জীবন হরণ করিয়া, রাম বনবাস দিয়াছে।

আজ কৈকেয়ীর শতবার মনে হইতেছে, একবার রামকে কোলে লইয়া হৃদয়ের জ্বালা জুড়ায়—কিন্তু কৈকেয়ী আজ কি হইয়া গিয়াছে।

অন্তর্যামী অন্তর বুঝিয়া কৈকেয়ীর ক্রোড়ে আসিলেন—রামকে কোলে লইয়া কৈকেয়ীর সকল দুষ্কৃতির, খণ্ডন হইয়া গেল।

"কৈকেয়ী রামমেকান্তে স্রবন্নেত্রজলাকুলা"

তখন কৈকেয়ী নয়ন জলধারাভিষিক্ত হইতে হইতে সেই নির্জ্জনে কৃতাঞ্জলি পুটে রামকে বলিলেন—রাম! আমি দুষ্টবুদ্ধি! তোমার মায়ায় মোহিত চিত্ত হইয়া তোমার রাজ্যের বিঘ্ন করিয়াছি "ক্ষমস্ব মম দৌরাত্ম্যং" আমার দৌরাত্ম্য মার্জ্জনা কর।

"ত্বং সাক্ষাদ্বিষ্ণুরব্যক্তঃ পরমাত্মা সনাতনঃ"।
মায়ামানুষরূপেণ মোহয়স্যখিলং জগৎ" ॥

তুমি সাক্ষাৎ পরমাত্মা অব্যক্ত বিষ্ণু, মায়ামানুষ রূপে তুমি অখিল জগৎ মোহিত করিতেছ।

বাজীকরের গুপ্তসূত্র পরিচালনায় যেমন নর্ত্তকী, পুতুল নাচিয়া থাকে,

"ত্বদধীনা তথা মায়া নর্ত্তকী বহুরূপিণী"।

সেইরূপ বিচিত্র রূপধারিণী মায়া তোমার অধীনা হইয়া নাচিতেছে।

"ত্বয়ৈব প্রেরিতাহং চ দেবকার্য্যং করিষ্যতা।
পাপিষ্ঠং পাপমনসা কর্ম্মাচরমরিন্দম" ॥

হে অরিন্দম!

তুমিই দেবকার্য্য করিবার জন্য আমার প্রবৃত্তি দিয়াছিলে বলিয়া আমি পাপ মনে পাপকার্য্য করিয়াছি। রাম! তোমার কার্য্য তুমি করিলে, কেবল জগত মাঝে আমার চিরকলঙ্ক রহিয়া গেল—

"অদ্য প্রতীতোঽসি মম দেবানামপ্যগোচরঃ"।

তুমি দেবগণেরও অগোচর। আজ তোমারই কৃপায় যদি তোমাকে চিনিয়াছি, তাই বলিতেছি, এ ভীষণ মৃত্যু সংসার সাগর হইতে আমাকে পরিত্রাণ কর। হে ভগবন! তোমার মায়ার এমনই মোহিনী শক্তি, মায়ামুগ্ধ জীব, কাচমূল্যে কাঞ্চন বিকাইয়া ফেলিতেছে, তোমার এই অনিন্দ্যসুন্দর প্রাণমোহন জ্ঞানঘন মূর্ত্তি, মায়াবরণ ভেদ করিয়া, দেখিতে পায় না। তোমার নিকট যাইতে, "শত বাধা পায় পায় জড়াইয়া যায়" প্রতি ক্ষণে, ক্ষণে, দেখিয়া জানিয়া বুঝিয়াও, দেখা জানা বুঝা যায় না। রাম! যদি দীনার প্রতি দয়া করিয়া ক্ষণিকের জন্য দেবদুর্লভ জ্ঞান দিয়াছ — তবে—

"ছিন্ধি স্নেহময়ং পাশং পুত্র বিত্তাদিগোচরম্"
ত্বজ্ জ্ঞানামলখড়্গেন ত্বামহং শরণংগতা" ॥

তোমার স্বরূপ জ্ঞানরূপ শাণিত খড়গদ্বারা, ধন পুত্রাদি স্থিত মদীয় স্নেহপাশ ছেদন কর—

"পাহি বিশ্বেশ্বরানন্ত জগন্নাথ নমোঽস্তুতে"।

আমায় রক্ষা কর, বার বার প্রণাম করিয়া আমি তোমার শরণাগত হইলাম। রাম! আজ আমার শূন্য হৃদয়-মন্দিরে তোমার আসন পাতিয়া রাখিয়াছি, তুমি আসিয়া তোমার মায়াকবল হইতে আমায় রক্ষা কর। এই দুরন্ত প্রকৃতি অতিক্রম করিতে পারিলেই "আমি তোমার" হইতে পারিব। প্রকৃতির অধীনে থাকিয়াই না আজ আমি তোমায় বনে দিয়াছি। যদি বিবেকের নিষেধবাক্য

মানিতাম, যদি প্রকৃতিকে স্ববশে রাখিতে পারিতাম তাহা হইলে কি আজ তোমায় হারাইতাম ? যদি একবার তোমার কার্য্য, তোমার রূপ, গুণ, স্বরূপ স্মরণ করিয়া দেখিতাম তাহা হইলে, শত দুষ্টবুদ্ধি-রূপা "মন্থরা" আসিলেও কি আজ আমায় প্রকৃতির অধীন করিয়া দিতে পারিত ? রাম ! তুমি অখণ্ড চৈতন্য স্বরূপ, পরমাত্মা, তুমিই তো একমাত্র সকল হৃদয় বল্লভ। আমিও মায়ামুগ্ধ হইয়া আপন চৈতন্য স্বরূপ যে রাম, সেই তোমাকে ভুলিয়াছিলাম, তোমাকে ভুলিলেই তো রাগ, দ্বেষ, হিংসা, কাম, ক্রোধ, ইত্যাদি কত পাপাশ্রয় করে, হৃদয়মন্দিরে যে তোমার আসন পাতা আছে, সেথায় তখন তাহারা আসিয়া বসে, আর প্রতি নিয়ত আমায় পাপ পথে প্রেরণ করে। জীবন মরণের বন্ধুকে পরিত্যাগ করিয়া তখন, কালসর্প বিষধরকে মিত্র বলিয়া আলিঙ্গন করি—তাই বলি দয়াময় ! যদি পাপিনীকে করুণা করিয়াছ তবে তোমার পূত চরণ স্পর্শে আমার হৃদয় পূর্ণ করিয়া দাও। আর যেন ক্ষণতরে আমার স্বরূপ বিচ্যুতি না হয়, সর্ব্বদা আমার প্রাণারামে যুক্ত থাকিয়া, আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মারাম হইয়া যেন তোমাতে মিশিয়া থাকিতে পারি।

সর্ব্ব লোক বিমোহনকারী প্রাণানন্দকর রাম তখন, ঈষৎ হাস্যযুক্ত রুচির বদনে কৈকেয়ীকে বলিলেন।

মা তোমার পূর্ব্ব ব্রহ্মশাপ বশে এবং দেবকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত আমার প্রবর্ত্তিত কথাই তোমার মুখ দিয়া নির্গত হইয়াছে।

মা! সে শাপ আজ তোমার বর হইয়াছে, যাও মা তুমি,—

"গচ্ছ ত্বং হৃদি মাং নিত্যং ভাবয়ন্তী দিবানিশম্,।
সর্ব্বত্র বিগতস্নেহা মদ্ভক্ত্যা মোক্ষসেঽচিরাৎ ॥

প্রতিদিন নিরন্তর আমাকে চিন্তা কর, আমার প্রতি গাঢ়ভক্তি-বশতঃ সর্ব্বত্র স্নেহশূন্য হইয়া অচিরে মুক্তিলাভ করিবে।

শ্রীভগবানের অনন্ত করুণা। কোন্ পথ দিয়া কাহাকে কোথায় লইয়া যান, ক্ষুদ্র জীবহৃদয়ে তাহা ধারণার স্থান কোথায়? সুখ ও তাঁহার করুণা, দুঃখ ও তাঁহার কৃপা, শত চেষ্টাতেও যে মমতাপাশ ছেদন করা যায় না, সকলের নিকট উপেক্ষিতা, সকলের কাছে ঘৃণিতা, কৈকেয়ীর সমস্ত মমতার বন্ধন আজ ছিন্ন হইয়াছে, একমাত্র পুত্র ভরতও আজ তাহাকে 'মা' বলিয়া ডাকে না, শ্রীভগবানের কৃপায় সকল আসক্তি শূন্য হইয়া কৈকেয়ী নিরুপায়ের উপায় রামচরণে স্থান চাহিতেছেন।

ভক্তবৎসল দয়াল রাম! কৈকেয়ীকে দর্শন দিয়া দিব্যজ্ঞান দানে জীবন্মুক্ত করিয়া দিলেন। তিনি নিজমুখে আপন স্বরূপ বর্ণনা করিয়া বলিলেন,—মা! "অহং সর্ব্বত্র সমদৃগ্" আমি সর্ব্বত্র সমদর্শী। মায়াবী ব্যক্তির নিজ মায়াকৃত বস্তুতে যেমন দ্বেষ বা প্রীতি থাকে না, সেইরূপ আমারও কেহ দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই। যে আমাকে ভজনা করে, আমিও তাহাকে ভজনা করি, আমার মায়ায় মোহিত জনগণ আমার তত্ত্ব জানিতে পারে না।

"দিষ্ট্যা মদ্গোচরং জ্ঞানমুৎপন্নং তে ভবাপহম্।
স্মরন্তী তিষ্ঠ ভবনে লিপ্যসে ন চ কর্ম্মভিঃ" ॥

আমার স্বরূপ জ্ঞান ভাগ্যক্রমে তোমার হইয়াছে, ইহা সর্ব্ব-ভয়নাশক, মা! তুমি আমাকে স্মরণ করতঃ গৃহে অবস্থিতি কর, আর তুমি কর্ম্মে লিপ্ত হইবে না।

শ্রীরামের অভয়বাণী শ্রবণ করিয়া, আনন্দে, বিস্ময়ে, রাম-চরণে কৈকেয়ী

"প্রণম্য শতশো ভূমৌ যযৌ গেহং মুদান্বিতা" ॥

ভূতলে শত শত প্রণাম করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইতে প্রস্তুত হইলেন।

মাতাকে সান্ত্বনা করিয়া, রাম, প্রিয় ভ্রাতা ভরতের নিকটে আসিয়া বলিলেন, ভাই! তুমি ত্বরায় রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন কর, অরাজক রাজ্যে বহু বিপত্তি ঘটে।

আর—

"মাতরং রক্ষ কৈকেয়ীং মা রোষং কুরুতাং প্রতি।
ময়া চ সীতয়া চৈব শপ্তোঽসি রঘুনন্দন" ॥

রঘুনন্দন! আমি এবং সীতা তোমায় শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি মাতা কৈকেয়ীকে রক্ষা করিও, তাঁহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিও না।

অশ্রুপূর্ণ নেত্রে এইকথা বলিয়া রাম ভরতকে বিদায় দিলেন। ধর্ম্মজ্ঞ ভরত! অশ্রুপূর্ণ নেত্রে রামপদরেণু মস্তকে ধারণ করিলেন, ভরত পরে সেই, মহোজ্জ্বল, অলঙ্কৃত পাদুকাদ্বয় স্মরণ পূর্ব্বক, আপন শিরস্থ অমৃত সরোবরে অবস্থিত সহস্রার পদ্মমাঝে মণিপীঠোপরি চির প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

অন্তশ্চক্ষু সংলগ্ন করিয়া দেখিলেন, নব-প্রকাশিত পল্লব সমূহের ন্যায় অরুণবর্ণ, আপন আত্মারামের সেই সুখস্পর্শী হিমশীতল রাঙাচরণ দুখানি মস্তক স্পর্শ করিয়া আছে, আর চরণ-নিঃসৃত-পরামৃত শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়া সমস্ত অঘ-কোলাহল নিবৃত্তি করিয়া হৃদয় মন ভরিত করিয়া অন্তঃশীতলতা অনুভব করাইতেছে।

রাম চরণে প্রণম করিয়া ভরত পাদুকাদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক—

"প্রদক্ষিণঞ্চৈব চকার রাঘবং।
চকার চৈব্বোত্তম নাগ মূর্দ্ধনি"॥

শ্রীরামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিয়া, পাদুকাযুগল রাজবাহ্য গজরাজের মস্তকে রাখিলেন।

পরে হিমবান্ পর্ব্বতের ন্যায় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ রঘুকুলবর্দ্ধন রাম, গুরু, মন্ত্রীমণ্ডল, প্রজাসকল ও সমস্ত জনগণকে যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিয়া ভ্রাতৃদ্ধয়কে বিদায় দিলেন।

শ্রীভরত শত্রুঘ্নের সহিত শ্রীরাম চরণ বন্দনা করিয়া, অন্তরে বাহিরে আপন ইষ্ট রাম, মুখ-কমল দেখিতে দেখিতে প্রেমাশ্রু-পূরিত লোচনে রথে আরোহণ করিলেন।

শোকাকুলা জননীগণ অতি দুঃখ বশতঃ বাষ্পাকুল কণ্ঠে রামকে আমন্ত্রণ করিতে পারিলেন না, পুত্রের মুখদর্শনে মাতাগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।

রাম, তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া রোদন করিতে করিতে স্বীয় কুঠীরে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চদশ চিত্র।

"মুনি মহিসুর গুরু ভরত ভূয়ালূ,
রামবিরহ সব সাজ বিহালূ।
প্রভুগুণগ্রাম গণত মনমাহীঁ,
সব চুপচাপ চলে মগু জাহীঁ।

গুরু, মুনি, বিপ্রদল, ভরত, শ্রীরাম বিরহে কেহই আর ঠিক সাজে চলিতেছেন না, শ্রীরামের রূপ গুণ মনে মনে স্মরণ করিয়া সকলেই মৌনাবলম্বনে পথ চলিতে লাগিলেন। আজ যেন সবাই মৌন, জল স্থল আকাশ মৌন, ছায়াচ্ছন্ন কানন মৌন, বন্য জন্তুগণ মৌন, বিহগের কণ্ঠ মৌন, দারুণ দুঃখে, বায়ুও স্তব্ধপ্রায়। এইরূপে শ্রীভরত সসৈন্যে মহাগিরি চিত্রকূটকে প্রদক্ষিণ করিলেন, পরে সকলে মহাত্মা ভরদ্বাজ আশ্রম অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

সৎকুল প্রসূত বুদ্ধিমান্ ভরত সেই আশ্রমে আগমন করিয়া মহামুনির পদদ্বয় বন্দনা করিলেন।

মুনি ভরদ্বাজ ভরতকে দর্শন করিয়া প্রীত হইয়া হৃষ্টচিত্তে কহিলেন—

"অপি কৃত্যং কৃতং তাত রামেন চ সমাগতম্"॥

বৎস! তোমার যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম রামের সহিত সমাগম তাহা করিয়াছ ত?

ধর্ম্ম বৎসল ভরত তখন সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া বলিলেন—

ভগবন্! এক্ষণে আমি মহাত্মা রামের আজ্ঞানুসারে নিবৃত্ত হইয়া এই যোগক্ষেম বহন যোগ্য শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকাযুগল গ্রহণ পূর্ব্বক রামরাজ্যে গমন করিতেছি; শ্রীরামের রাজ্য রামই রক্ষা করিবেন; আমি তাঁহার পাদুকাদ্বয়ের সেবা পূর্ব্বক তাঁহারই আগমন কাল প্রতীক্ষা করিব। এক্ষণে আমার এই শুভ ইচ্ছায় আপনাদের করুনাই আমার ভরসা, ভরতের শুভবাক্যে মুনি ভরদ্বাজ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—

"নৈতচ্চিত্রং নরব্যাঘ্রে শীলবৃত্তবিদাং বরে,
যদার্য্যং ত্বয়ি তিষ্ঠেত্তু নিম্নোৎসৃষ্টমিবোদকম্" ॥

জল যেমন নিম্নস্থলেই থাকে, সেইরূপ তুমি শীলতাদি সদবৃত্ত-সম্পন্ন নরশ্রেষ্ঠ; অতএব তোমাতে যে সচ্চরিত্রতা বিদ্যমান থাকিবে তাহা বিচিত্র নহে। তুমি ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্ম বৎসল, তোমার ন্যায় যাঁহার পুত্র;

অণৃনঃ স মহাবাহুঃ পিতা দশরথস্তব"।

তোমার পিতা মহাবাহু দশরথ ইহাতেই ঋণশূন্য হইলেন।

সেই মহাপ্রাজ্ঞ ঋষি এইকথা বলিলে কৃতাঞ্জলি হইয়া ভরত, মুনি চরণে প্রণাম করিয়া, অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তৎপরে তাঁহারা সকলে তরঙ্গ-সমাকুল রমণীয় যমুনা পার হইয়া, "গঙ্গাং শিবজলাং নদীম্" পবিত্র সলিলা ভাগীরথীকে দর্শন করিয়া প্রণামান্তে রামভক্তি প্রার্থনা করিলেন।

তখন ভরত সবান্ধবে রম্যজল পূর্ণা গঙ্গা উত্তীর্ণা হইয়া অতি রমণীয় শৃঙ্গবের নগরে উপস্থিত হইয়া, নিষাদপুত্র গুহকে আনন্দিত করতঃ অযোধ্যাগমন করিলেন।

অবিলম্বে পিতা ভ্রাতা কর্ত্তৃক বিবর্জ্জিতা অযোধ্যাকে দেখিয়া সারথিকে বলিলেন—

"সারথে! পশ্য বিধ্বস্তা অযোধ্যা ন প্রকাশতে।
নিরাকারা নিরানন্দা দীনা প্রতিহতস্বনা" ॥

সারথে! দেখ অলঙ্কার বিহীনা দীনা আনন্দধ্বনি বর্জ্জিতা নিরানন্দা অযোধ্যা পূর্ব্বের ন্যায় আর শোভা পাইতেছে না।

শ্রীরামচন্দ্র উদয় বিহনে, অযোধ্যা নগরীর দুর্দ্দশা দেখিয়া আবার তাঁহার দুধারে নয়ন ধারা বহিল।

অশ্রুপূর্ণ লোচনে ভরত সারথিকে বলিলেন—

দেখ সারথি! অযোধ্যাচন্দ্র উদয় বিহনে "তিমিরাভ্যাহতাং কালীমপ্রকাশাং নিশামিব" নগরী অন্ধকারাবৃতা প্রকাশ রহিতা কৃষ্ণবর্ণা নিশার ন্যায় হইয়াছে, বিড়াল ও পেচকসকল তথায় বিচরণ করিতেছে, গৃহ কবাট সকল রুদ্ধ! অযোধ্যার রাজপথ জন-সঞ্চার রহিত, আনন্দশূন্যা বিধবার ন্যায় ধূসরবর্ণ ধারণ করিয়াছে। রাহুরিপু রোহিণীনাথ রাহুগ্রস্ত হইলে চন্দ্র কিরণ দ্বারা প্রজ্জ্বলিত প্রভাশালিনী, অসহায়া রোহিণীর যেরূপ অবস্থা হয়, অযোধ্যার ও সেইরূপ দশা ঘটিয়াছে—

"সফেনাং সস্বনাং ভূত্বা সাগরস্য সমুত্থিতাম্।
প্রশান্ত মারুতোদ্ধূতাং জলোর্ম্মিমিব নিঃস্বনাম" ॥

সাগরের তরঙ্গ যেমন প্রবল বায়ুবেগে সশব্দে ও ফেনের সহিত সমুত্থিত হইয়া পরে প্রশান্ত পবন দ্বারা স্থিরীভূত ও নিঃশব্দ হয়, অযোধ্যার ও সেইরূপ দশা ঘটিয়াছে।

"পুষ্পনদ্ধাং বসন্তান্তে মত্ত ভ্রমরশালিনীম্।
দ্রুতদাবাগ্নিবিপ্লুষ্টাং ক্লান্তাং বনলতামিব॥

বসন্তকাল অবসান হইলে, মত্তভ্রমরযুক্ত পুষ্পিতলতা, প্রবল দাবানল দ্বারা আক্রান্ত হইয়া যেরূপ ম্লান হয়, অযোধ্যাও সেইরূপ আকার ধারণ করিয়াছে।

"সহসা চরিতাং স্থানান্মহীং পুণ্যক্ষয়াগতাম্।
সংহৃতদ্যুতি বিস্তারাং তারামিব দিবশ্চ্যুতাম্" ॥

পুণ্যক্ষয় বশতঃ সহসা আকাশ পরিভ্রষ্ট পৃথিবীর অভিমুখে প্রচলিত, সঙ্কীর্ণদ্যুতি নক্ষত্রের ন্যায় অযোধ্যার শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে। হায় সারাথে! জগত-জীবন-রাম-শোকে প্রপীড়িত পুর মধ্যে আর কোন উৎসব নাই; আমার প্রভুর সহিত সকল শোভা চলিয়া গিয়াছে।

শরৎকালীন শুক্ল পক্ষীয়া মনোহারিণী নিশা, প্রবল বৃষ্টিধারায় পরিব্যাপ্ত হইলে, যেমন তাহার আর সে সৌন্দর্য্য থাকে না, তদ্রূপ রাম বিরহে অযোধ্যাধামও শোভাশূন্য হইয়াছে।

সারথে!

"কদা নু খলু মে ভ্রাতা মহোৎসব ইবাগতঃ।
জনয়িষ্যত্যযোধ্যায়ং হর্ষং গ্রীষ্ম ইবাম্বুদঃ" ॥

কবে আমার ভ্রাতা মহোৎসবের ন্যায় আবার এস্থানে আসিবেন ? গ্রীষ্মকালের মেঘমালার ন্যায় কবে তিনি অযোধ্যাতে আনন্দ বিস্তার করিবেন ? দুঃখিত চিত্ত ভরত এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে সারথির সহিত অযোধ্যাপুরে প্রবিষ্ট হইয়া, সেই পিতৃভ্রাতৃ-হীন অন্ধকারময় ভবনে অগ্রেই সিংহহীন গুহার ন্যায়, রাজশূন্য পিতৃগৃহে প্রবেশ করিলেন।

সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হইলে, দিবস যেমন ভাস্কর বৰ্জ্জিত হইয়া প্রভাশূন্য হয়, তদ্রূপ প্রভাহীন জনসঞ্চার বিরহিত সেই অন্তঃপুর নিরীক্ষণ করিয়া, রুদ্ধ হৃদয়ের শোকাবেগ ভরতকে আকুল করিয়া তুলিল।

রামশূন্য অযোধ্যার দুর্দ্দশা আর যেন দেখা যায় না, ত্বরায় শ্রীভরত অযোধ্যা হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন।

দৃঢ়ব্রত ভরত তখন শোকাকুল হৃদয়ে, সকলকেই বলিলেন—

"গতশ্চাহো দিবং রাজা বনস্থঃ স গুরুর্ম্মম"

রাজা স্বর্গগত, আমার গুরু রামও বনবাসী, রামই অযোধ্যার রাজা, আমি তাঁহার চিরসেবক দাস মাত্র, রামশূন্য নগরীর দুর্দ্দশা আর আমি দেখিতে পারি না, আমি এই নগরের বহির্ভাগে নন্দীগ্রামে অবস্থান পূর্ব্বক, শ্রীরাম পাদুকাদ্বয়কে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের শুভাগমন আকাঙ্ক্ষায় তপস্যা করিব।

গুরু বশিষ্টদেব মন্ত্রী ও মহাত্মাগণ ভরতের শুভবাক্য শ্রবণে সকলেই প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অবিলম্বে শ্রীরামের পাদুকাদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক সকলের সহিত ভরত নন্দীগ্রামে উপস্থিত হইলেন। তিনি আপনাকে অত্যন্ত অপরাধীর ন্যায় বিবেচনা করিয়া, কাতরতা পূর্ণ হৃদয়ে বিনয় নম্র বচনে, সকলকে বলিলেন আমার ভ্রাতা রাম গচ্ছিত স্বরূপ এই অযোধ্যা রাজ্য আমাকে অর্পণ করিয়াছেন, অতএব আমি রাজ্যের জন্য এক্ষণে তাঁহারই প্রতীক্ষা করিব। এই সুবর্ণভূষিত প্রভুর পাদুকাদ্বয় এক্ষণে রাজ্যের যোগক্ষেম বহন করিবে। পরে তিনি মন্ত্রীসকলকে বলিলেন—

আর্য্য রামের চরণ স্বরূপ পাদুকাদ্বয়ে অবিলম্বে ছত্র ধারণ করা হউক।

"আভ্যাং রাজ্যে স্থিতো ধর্ম্মঃ পাদুকাভ্যাং গুরোর্ম্মম"।

আমার গুরু শ্রীরামের এই পাদুকাদ্বয় দ্বারা রাজ্যমধ্যে ধর্ম্ম স্থিরতর আছে। চতুর্দ্দশবর্ষ পরে শ্রীরামের পুনরাগমন হইলে, তাঁহার গচ্ছিত এই অযোধ্যা রাজ্য তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া, এই মনোহর পাদুকাদ্বয় অযোধ্যানাথের চরণ যুগলে পরিধান করাইয়া দিয়া আমি সকল পাপ শূন্য হইব। শ্রীভরত, পাদুকাযুগল রাজ-সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া, তদুপরি ছত্র চামর ধারণ করিলেন। রামবোধে শ্রীরাম পাদুকাদ্বয়কে গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, প্রভৃতি রাজ পূজা যোগ্য নিখিল উপকরণ দ্বারা ভক্তিভাবে নিত্য পূজা করিতে লাগিলেন। সেই জীর্ণকায় ফলমূলভোগী মুনিবেশধারী জিতেন্দ্রিয় ভরত, শ্রীরামের পাদুকাদ্বয়ের অভিষেক করিয়া নিয়ত তাঁহার অধীন হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

আর ভক্ত তুলসীদাস বলিতেছেন—ভরত কিরূপে রাজ্যরক্ষা করিয়াছিলেন ?

"নন্দীগ্রাম করি পর্ণকুটীরা,
কীহ্ন নিবাস ধর্ম্ম ধুরধীরা।
জটাজূট শির মুনি পটধারী,
মহি খনি কুশ সাথরী সঁবারী।
অশন বসন আসন ব্রতনেমা,
করত কঠিন ঋষি ধর্ম্ম সপ্রেমা।
ভূষণ বসন ভোগসুখ ভূরী,
মনক্রমবচন তজে তৃণতূরী।
অবধরাজ সুররাজ সিহাহীঁ,
দশরথধন লখি ধনদ লজাহীঁ।
তেহিপুর বসত ভরত বিনুরাসা,
চঞ্চরীক জিমি চম্পকবাগা।
রমা বিলাস রাম অনুরাগী,
তজত বমন ইব জন বড় ভাগী॥"

নন্দীগ্রামে পত্রের কুটীর রচনা করিয়া ধর্ম্মবীর ভরত তথায় নিবাস করিতেন, মস্তকে জটাজূট, পরিধানে চীরবস্ত্র, ভূমি মধ্যে কুশশয্যা রচনা করিয়া, রামপ্রেমানুরাগে রঞ্জিত হইয়া, সুকঠিন ঋষির ধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন। প্রচুর সুখ ভোগ্যাদি বস্তু সকল, কায়মনো-বাক্যে তৃণসম পরিহার করিয়াছিলেন, অযোধ্যার রাজ্যকে স্বর্গ-রাজ ইন্দ্রও প্রশংসা করিতেন, এবং দশরথের অতুল ঐশ্বর্য্য

কুবেরকেও লজ্জা দিয়াছিল, সেই পুরে ভরত কিরূপ, বিষয় ভোগেচ্ছাহীন হইয়াছিলেন ? চম্পক কাননে ভ্রমর যেমন বিরাগী থাকে সেইরূপ। সুধাহীন কঠিন চম্পক কুসুম যেমন ভ্রমরের গ্রহণীয় হয় না, সেইরূপ আপাতরমণীয়, সারশূন্য সম্পদ, ভাগ্যবান্ রামানুরাগী জন, বিষয়াদি সমস্ত বিলাস বাসনাই, বমনের মত পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

"রাম দরশহিত লোগ সব
করত নেম উপবাস।
তজি তজি ভূষণ ভোগ সুখ
জিয়ত অবধকী আশ"॥

রাম দর্শন আশায় সমস্ত নগরবাসী উপবাসাদি ব্রত ইত্যাদি করিতে লাগিল। সকল বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া, চতুর্দ্দশ বর্ষের আশায় প্রাণ মাত্র রাখিল।

ষোড়শ চিত্র।

"পুলক গাত হিয় সিয় রঘুবীরা,
জীহ নাম জপি লোচননীরা।
লষণ রামসিয় কানন বসহীঁ,
ভরত ভবন বসি তপ তনু কসহীঁ" ॥

হৃদয় মধ্যে অভিনব চিরসুন্দর আনন্দঘন সীতারাম মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, সর্ব্বাঙ্গ পুলকাঙ্কিত হইয়া ভরতের নয়নে অজস্র প্রেমাশ্রু-ধারা বর্ষিত হইতেছে, রসময়ের মধুর রাম নাম রসনা সতত জপ করিতেছে। শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও সীতা কানন মধ্যে অবস্থান করিতেছেন, আর ভরত রাজভবনে, থাকিয়াও কঠোর তপস্যা করিতেছেন—

তুলসীদাস বলিতেছেন—

"দেহ দিনাহিঁ দিন দূবরি হোই,
বড়ত তেজ মুখদ্যুতিচ্ছবি সোই" ॥

যদিও তাঁহার দেহ প্রতিদিন কৃশতা প্রাপ্ত হইতেছিল, রাম প্রেম-রাগ ভরা পবিত্রোজ্জ্বল মুখ লাবণ্য কিন্তু বড় সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

"যোগঃ কর্ম্মসুকৌশলম্" কৌশলে কর্ম্ম করাই যোগ। বীরশ্রেষ্ঠ ভরত, স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াও কর্ম্মকে যোগরূপে পরিণত করিয়া কর্ম্ম অন্তে ইষ্টলাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকে নিবেদন না করিয়া, ভাবনা, বাক্য, কর্ম্ম, শ্রীভরত কিছুরই ব্যবহার করিতেন না। কোন কিছু চিন্তা করিবার পূর্ব্বে, কোন কর্ম্ম করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বে, বাক্য ব্যবহার করিবার পূর্ব্বেই, আপন কূটস্থিত প্রভুর আদেশ লইয়া, পাদুকাদ্বয়কে নিবেদন করিয়া তবে ব্যবহারিক কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন।

"রাজকার্য্যাণি সর্ব্বাণি যাবন্তি পৃথিবীতলে'।

তানি পাদুকয়োঃ সম্যক নিবেদয়তি রাঘবঃ" ॥

ভূতলের যাবতীয় রাজকার্য্য সকল উপস্থিত হইলে, রাঘব ভরত, তৎসমুদয় পাদুকা সমীপে নিবেদন করিতেন।

রাজকার্য্য সংক্রান্ত যে কোন বিষয় উপস্থিত হইত, যে কেহ মহামূল্য উপঢৌকন দ্রব্যাদি লইয়া আসিত—স পাদুকাভ্যাং প্রথমং নিবেদ্য" ভরত তাহা অগ্রে পাদুকাদ্বয়কে নিবেদন করিয়া "চকার পশ্চাদ্ভরতো যথাবৎ"—পশ্চাৎ যথাবিধানে তাহা কোঁষাগারাদিতে রক্ষা করিতেন। শ্রীভরতের প্রাণ মন ইন্দ্রিয় দেহ, সমস্তই রাম-চরণে নিবেদিত হইয়াছিল।

"অকামো বিষ্ণুকামো বা" ভগবানের প্রীতির জন্য নিষ্কাম্-ভাবে যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাতে কর্ম্ম গৌণ হইয়া ভগবৎ স্মরণটি মুখ্য হইয়া থাকে। এই কর্ম্মই ভগবৎ চরণে যুক্ত করিয়া রাখিতে পারে।

শ্রীভরত যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মে স্পন্দিত হইয়া, আবার কর্ম্ম অন্তে সাধনায় মগ্ন থাকিতেন। আত্মস্বরূপ আত্মারামে চিত্তকে সংযোজিত করিয়া, একাগ্র সমাধি লাভে, বাহ্যদৃষ্টির বিলোপ

সাধনে, দেহ ইন্দ্রিয় শ্রীভরতের সব স্থির হইয়া যাইত। শ্রীভরত মনকে সর্ব্বপ্রকার বস্তু হইতে হৃদয় মধ্যে আকর্ষণ করিয়া কেবল আত্মারামের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। সুদৃঢ় ধ্যানযোগ দ্বারা চিত্ত নিশ্চল হওয়ায় হৃৎপদ্ম কোষ বিকসিত, বিদ্যুৎপ্রভা সদৃশ ইষ্টরূপ দর্শন করিতে করিতে আত্মারামের স্পর্শানন্দ অনুভব করিয়া ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেন। সহস্রার স্থিত রাঙা পা দুখানির সেবা করিয়া, শ্রীভরত প্রাণের সকল তাপ নিবারণ করিতেন।

এইরূপে সতত ভাবযুক্ত হইয়া ভাবময়কে আস্বাদন করিতে করিতে ভরতের ভগবৎ বুদ্ধি খুলিয়া যাইতে লাগিল।

মন যখন আপন সত্ত্বা স্বরূপ আপন রমণীয় দর্শনে লাগিয়া থাকে, তখন আর কোন বস্তুতে রমণ করিতে পারে না, চিত্ত যখন একটি বস্তুর গ্রহণে ভরিত থাকে, তখন অন্য কিছু ভাবিবার বা দেখিবার অবসর পায় না, যাহা কিছু ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু উপস্থিত হয়, তাহাই অসার হেয় বলিয়া পরিত্যক্ত হয়।

শ্রীভরত পূর্ণভাবে শ্রীভগবানকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই শত প্রলোভনময় রাজ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও তিনি রামকে একক্ষণের নিমিত্তও বিস্মৃত হয়েন নাই। একটি বস্তু পূর্ণভাবে গ্রহণ করিলে, অন্য সমস্ত ত্যাগ আপনিই হয়। যাহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু সত্যস্বরূপ শ্রীভগবান, তাহাকে এ মিথ্যা মায়ার ইন্দ্রজালে, কোন্ মনমুগ্ধকর বস্তু দিয়া, ইষ্ট ভুলাইবে ?

জীবের ভালবাসিবার বস্তু একমাত্র পরম রমণীয়, প্রেমময়, জ্ঞানময়, আনন্দময় শ্রীভগবান্। শ্রীভরতের মত প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া ভগবানের আসার আকাঙ্ক্ষায় শ্রীভগবানের দ্বারে প্রায়োপবেশন করিতে পারিলেই বুঝি সাধকের চিরনিবৃত্তি হয়। সে দয়াল শরণাগত জনকে বহুকাল উপেক্ষা করিতে পারেন না। তখন প্রসন্নময় গুরু মন্ত্র, ইষ্ট, কতরূপে আসিয়া, তাঁহার পরমতত্ত্ব জানাইয়া; মায়ামোহের কুয়াসা ঘুচাইয়া সত্যের পথ উদ্ভাসিত করিয়া, জীবের পরম শান্তিধাম দেখাইয়া দিয়া থাকেন। শুধু তারে ভালবাসা চাই, শুধু বিষয় বিরাগ, ও ভগবৎ অনুরাগ চাই। অনুরাগ ও ভক্তিই, আত্মজ্ঞান লাভ করিবার প্রথম সোপান, ভক্ত, ভক্তিতেই সর্ব্ব দুঃখ দূর করিয়া পরমানন্দে অবস্থান করেন, ভক্তিই মুক্তিদায়িনী, ভক্তি বিনা "ব্রহ্মজ্ঞানং কদাঽপি ন জায়তে" ভক্তি ব্যতীত কদাপি ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। আর এই ভক্তি কোন বস্তু? "স্ব স্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে"—আপন স্বরূপের অনুসন্ধানই ভক্তি।

শ্রীভরতের সকল সাধের সমষ্টি রাম। নিরন্তর জপ-ধ্যানমগ্ন শ্রীভরত কখন বিচার করিয়া বলিতেন—এই যে অতুল ঐশ্বর্য্য, ইহা সাগর তীরস্থ বালুকারাশির ন্যায়—এই সদা পরিণাম শীল জগৎ প্রপঞ্চে আস্থা করিবার কি আছে? আমার হৃদয়ের রাজা আমার আত্মদেব, আমার রামই একমাত্র আসক্তির বস্তু।

শ্রীরামের পাদপদ্মের সুধাপানে যাঁহার চিত্তভ্রমর 'মধুমাতল'

হইয়া বসিয়াছে; সে কি আর চিত্রে আঁকা চিত্রিত পঙ্কজে মুগ্ধ হইতে পারে ?

পদ্ম সংলগ্ন সৌগন্ধির ন্যায়, শ্রীভরতের চিত্ত, শ্রীরাম চরণে সতত মগ্ন থাকিত। শ্রীভগবানের গুণ, কর্ম্ম, লীলা, রূপ, স্বরূপ চিন্তা করিয়াই ভগবান বিরহে ভক্ত জীবন ধারণ করে।

সতত শ্রীরামতত্ত্ব চিন্তা দ্বারা ভরত অনুভব করিয়াছিলেন, আমার 'রাম' শুধু অস্থি মাংসময় দেহটি নহেন, এই আকাশদেহ, জলদেহ, ক্ষিতিদেহ, পরা, অপরা প্রকৃতি, রামই সাজিয়াছেন, আবার ভক্তের জন্য মায়া-মানুষ বেশে রামরূপও ধারণ করিয়াছেন, তিনি কোথায় নাই ? এই সীমাশূন্য আকাশের মত সমন্তাৎ প্রসারিত বিশাল নয়নে আমারই প্রতি চাহিয়া আছেন, আমার সুখে, দুঃখে, বিপদে, সম্পদে, এমন প্রাণের বন্ধু, এমন সহায় আর কোথায় ? শোকের জ্বালা, পাপীর পাপ, নিরাশার উত্তাপ, বিয়োগের ব্যথা, দীনের কাতর অশ্রু মুছাইতে আমার রাম বিনা যে আর কেহই নাই। সেই চিদানন্দঘন আত্মস্বরূপ রামের সুস্নিগ্ধ কিরণেই সমস্ত জগতজীব উদ্ভাসিত হইয়াছে, আমার রাম সীমাশূন্য পরম প্রেমাধার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ,—রাম যে সকলের প্রাণ, আমিও সেই রামের চিরকিঙ্কর—তবে প্রভুর আজ্ঞা পালনের জন্য, তাঁহারই কৃপায় এ দাস সকল অসাধ্য সাধন করিয়া মন্ত্রের সাধনে প্রাণপাত করিবে। শ্রীভরত ধ্যান রাজ্যে ডুবিয়া চিত্তাকাশে, শ্রীরামের সহিত মিলিত হইয়া, কত কথাই বলিতেন—ঠাকুর ! কি আর বলিব ? তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

তুমি আমার সদাকুশলরত দয়াল রাম, পিপাসিত প্রাণে একবিন্দু বারি প্রার্থনা করিলে তুমি ওই চরণ নিঃসৃত মকরন্দ পান করাইয়া চিরদিনের পিপাসা মিটাইয়া দাও। আশীর্ব্বাদ কর প্রভু, মমতার মোহে অন্ধ হইয়া আর যেন তোমায় না হারাই, আর আমার কেহ নাই, তুমিই শুধু আমার গতি মুক্তি,—আমার হৃদয়দেব, আমার ঈপ্সিত,—মনরূপে, প্রাণরূপে, বাক্যরূপে, কর্ম্মরূপে তুমিই আছ। শক্তিময়! ক্ষুদ্রহৃদয়ে শক্তিদান কর, এই চতুর্দ্দশ বর্ষ "আমি তোমার" সাধনা শেষ করিয়া "তোমাকে আমার" জানিয়া, তোমার ওই দেব লুণ্ঠিত শীতল চরণের নির্ম্মাল্য হইয়া লুটাইয়া থাকিব।

এইরূপে ভরত রামধ্যানে তন্ময়, রামগানে বিভোর, রামরসে ডুবিয়া রামরাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। রামরাজ্যে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি-সুখ, সেখানে অভাবের জ্বালা, শোকের জ্বালা, পাপ তাপের জ্বালা, আধিব্যাধির জ্বালা, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার জ্বালা, কোন জ্বালা নাই, তিনি যে সুখময় অন্তররাজ্যে রাজত্ব করিতেন তাহার কাছে তুচ্ছ এই জ্বালা-মালা পূর্ণ, ত্রিতাপ-তাপিত সংসারের ক্ষণভঙ্গুর অনিত্য ঐশ্বর্য্য। অনুরাগে নাম সাধন করিয়া শ্রীভরত অনুক্ষণ নামের সহিত নামীকে দর্শন করিতেন, বড় অপূর্ব্ব এই নামের সাধনা। পাপী, তাপী, বদ্ধ মুক্ত, সকল জীবেরই এই নাম মহামন্ত্র।

শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"শ্রদ্ধয়া হেলয়া বাপি গায়ন্তি নাম মঙ্গলং,
তেষাং মধ্যে পরং নাম বসেন্নিত্যং ন সংশয়ঃ" ॥

শ্রদ্ধায় বা হেলায় যে কেহ এই নাম জপ করে, নামের সহিত নামী তাহারই হৃদয়ে বাস করেন ইহাতে সংশয় নাই।

নাম জপে প্রাণের উৎক্রমণ নিবারিত হয়, মরণ বিভীষিকা ঘুচিয়া যায়, নাম বলে সাধক আপন অদৃষ্টেরও পরিবর্ত্তন করিতে পারেন, জন্ম জন্মান্তরার্জ্জিত সংস্কারও খণ্ডাইতে পারেন। যখন আর আপনার বলিতে জীবের কেহ থাকে না, নিরাশ্রয় জীবের সেই মহান্ তিমিরাচ্ছন্ন মরণপথে নামই বৈতরণী পারের সহায়, নামই ভবপারের ভেলা, অকূলের কাণ্ডারী, দুর্ব্বলের শক্তি। এই নামের বলে কালকূট অমৃত হইয়াছিল, জলে পাষাণ ভাসিয়াছিল, কাটামুণ্ড কৃষ্ণনাম করিয়াছিল, আর এই নাম প্রভাবে অতি হীন পাপাচারীও প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন।

এ সংসারের মিথ্যা অভিনয়ে আপনাকে না হারাইয়া একমাত্র নিত্য সত্য চিরমধুর শ্রীভগবানের নাম অনুরাগসহ জপ করিলেই সাধকের সকল সাধ আশা পূর্ণ হয়, নামের তলে অফুরন্ত রত্ন আছে, সাধন সাগরে ডুবিয়া অতি যত্নে সে রত্ন লাভ করিতে হয়, সেযে সাধনার ধন, সাধনালব্ধ বস্তু, বিনা সাধনে সিদ্ধি নাই। নাম করিতে করিতেই নামীর কৃপা অনুভব হয়, বায়ু যেমন সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও সকল সময়ে তাহার অনুভব হয় না, বীজন দ্বারা অনুভব হয়, তেমনি, এই নামের নামী, সকল হৃদয়েই চৈতন্যরূপে অবস্থিত, সর্ব্বত্র তাঁহার সমভাবে করুণা বর্ষিত হইতেছে, সাধনার দ্বারা তবে তাহার অনুভূতি হয়। কিন্তু "নাম নিয়ে তো কেউ দেখে না গুণ পেতে চায় সবাই আগে" তাহাও কি

সম্ভব ? গ্রহণ ব্যতীত কি বস্তুর আস্বাদ অনুভূত হয় ? জলের সহিত ঘর্ষণের দ্বারা যেরূপ চন্দনের সৌগন্ধ বিস্তারিত হয়, শ্রীভগবানের মৃত সঞ্জীবনী মধুর নাম রসনায় অবিরত আস্বাদ করিতে করিতে, তবে মধুর রস প্রবাহিত হয়, তখনই ইহা ভক্তের প্রাণ মন মাতাইয়া তোলে। দিবানিশি যে নাম জপ করে, শ্রীভগবান আপনি তাহার সহায় হইয়া, ক্ষুরের ধার সংসার চুলের সেতু দিয়া হাতে ধরিয়া পার করিয়া দিয়া থাকেন।

শ্রীভরত দিবানিশি নাম জপ করিতে করিতে রামতত্ত্ব অনুভব করিয়াছেন—খেলিবার জন্য ভক্ত "দাস অহং" এই অভিমান রাখিয়াছেন, জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তিকে আয়ত্ত করিয়া, এ খেলা জীব তরাইতে। জ্ঞানী ভক্ত অনুভব করিয়াছেন, শোক, দুঃখ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, ইত্যাদি সকলই প্রকৃতির ধর্ম্ম ; হৃদয়স্থ আত্মচৈতন্য পরম শুদ্ধ অজ, নিত্য শাশ্বত সাক্ষীস্বরূপে অবস্থিত। তিনি আকাশের মত সর্ব্বত্র ওতপ্রোত ভাবে পরিব্যাপ্ত থাকিয়াও কিছুতে লিপ্ত নহেন।

শ্রীভরত জানিয়াছেন আমার আত্মস্বরূপ রাম, নিরাকার, নির্গুণ, অচিন্ত্য অব্যক্ত, অনন্ত হইয়া "সমস্ত ভক্তকৃপয়া স্বেচ্ছাবিষ্কৃতবিগ্রহ" ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া স্বেচ্ছায় বিগ্রহ মূর্ত্তি ধারণ করেন, তিনি অজ হইয়াও ভক্তের চিত্তানুসারে, ভক্তের হৃদয়ে উদয় হয়েন, তিনি সমকালে নির্গুণ, সগুণ, আত্মা, অবতার।

শ্রীরামধ্যানে তন্ময় হইয়া ভরত দেখিতে পাইতেন, এই

দৃশ্য প্রপঞ্চ সবের মাঝে, মিথ্যা বস্তুর কোলে কোলে সত্যময় রামের চক্ষু চাহিয়া আছে, চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহ, নক্ষত্র, পশুপাখী, নর নারী সমস্ত প্রাণীপুঞ্জ, রামকে অন্তরে রাখিয়া মায়ার মুখসে মুখ ঢাকিয়া, এই ছায়াবাজী প্রায় নট রঙ্গালয়ে গুপ্ত সূত্রধরের পরিচালনায় খেলিতেছে মাত্র।

রামই,—কালী, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা, সীতা, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা নানা মূর্ত্তিতে প্রকাশিত।

সপ্তদশ চিত্র।

"গণয়ন দিবসান্যেব রামাগমন কাঙ্ক্ষয়া,
স্থিতো রামার্পিতমনাঃ সাক্ষাদ্ব্রহ্মমুনির্যথা" ॥

শ্রীরামের আগমন আকাঙ্ক্ষায় দিবস গণনা করতঃ শ্রীরামে চিত্ত অর্পণ করিয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মর্ষির ন্যায় শ্রীভরত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

বৃথা সুখ, সাধ, আশা, আকাঙ্ক্ষা, ভোগ, আসন, ভূষণ, শয্যা, ছাড়িয়া, শ্রীভরত শুধু 'রাম রাম' রাখিয়াছিলেন। দুঃখে সময়কে বড় দীর্ঘ করে। চতুর্দ্দশ বর্ষ প্রায় অতীত। ভগবানের আসিবার দিন সন্নিকট হইয়াছে। এই চতুর্দ্দশ বর্ষ ভক্তের চতুর্দ্দশ কল্প মনে হইয়াছিল। স্থির শান্ত ধ্যানরত ভরত আজ বড় উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। নির্ম্মল শশধর হইতে যেরূপ সুধাধারা বর্ষিত হয়, আজ সেইরূপে শ্রীভরতের দুধারে নয়নধারা প্রবাহিত হইতেছে।

শ্রীভরত ঊর্দ্ধনেত্রে করজোড়ে আপন হৃদয় দেবতাকে বলিতেছেন—রাম—দয়াময়—তুমি নিরাকার নির্গুণ চিদ্‌ঘন; সাকার সর্ব্বব্যাপী হইয়া, আমারই আত্মচৈতন্য রূপে, আমার ইষ্ট, মন্ত্র গুরুরূপে, হৃদয়ে, ভ্রূমধ্যে, সহস্রারে থাকিয়া তোমার আজ্ঞাপালনরূপ কর্ম্ম করাইয়া, আমার সকল নালিশ শুনিয়া,

আমাকে সব উপদ্রব শূন্য করিয়া আমার সাথে সাথে থাকিয়া আমার দেহে জীবন রূপে রহিয়াছ, নতুবা তোমার বিরহে এ জীবন দেহে থাকিত না। প্রতিশ্বাসের মরণে, তোমার স্মরণ প্রতিশ্বাসে আমায় বাঁচাইয়া তুলিয়াছে। দাও প্রভু শক্তি। তোমার স্মরণের পূর্ণতায়, সমস্ত উপাধি নাশ করিয়া, একমাত্র আত্মারাম রামে, আপনাতে আপনি ভরিত হইয়া তোমাকে লইয়া তোমার মাঝে যেন ডুবিয়া থাকিতে পারি।

ভক্ত আপন সাধনার শেষ করিয়া, বড় ব্যাকুল হইয়া, ইষ্ট দর্শন লাভের অপেক্ষা করিতেছে; শ্রীভগবানও ভক্তের আকুল আহ্বানে আজ ততোধিক ব্যাকুল হইয়াছেন।

শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসের নির্দ্দিষ্ট দিন অতীত হইয়াছে, ভগবান আজই অযোধ্যা যাত্রা করিবেন। এমনই সময়ে বিভীষণ আসিয়া নিবেদন করিল—

"দেব মামনুগৃহ্লীষ্ব ময়িভক্তির্যদা তব
মঙ্গলস্নানমদ্য ত্বং কুরু সীতাসমম্বিতঃ"

হে দেব! আপনার প্রতি যদি আমার ভক্তি থাকে, তবে ভ্রাতা ও সীতার সহিত অদ্য আপনি মঙ্গল স্নান করিয়া অলঙ্কৃত হউন। আগামী কল্য আমরা অযোধ্যা গমন করিব। বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভক্তবৎসল শ্রীরাম বলিলেন—

"সুকুমারোঽতি ভক্তো মে ভরতো মামবেক্ষতে"

বিভীষণ! সুকুমার ভরত আমার অত্যন্ত ভক্ত।

"জটাবল্কলধারী স শব্দব্রহ্ম সমাহিতঃ,
কথং তেন বিনা স্নানমলঙ্কারাদিকং মম" ॥

সে জটাবল্কলধারী ও প্রণবধ্যান তৎপর হইয়া আমারই প্রতীক্ষা করিতেছে, সেই প্রিয়দর্শন ভরত ব্যতীত আমার স্নান বা ভূষণাদি কিরূপে হইবে?

ধর্ম্মাত্মা সুকুমার ভ্রাতা ভরত সত্যপাশে বদ্ধ হইয়া, আমারই নিমিত্ত দুঃখভোগ করিতেছে, আমি যে পর্য্যন্ত সেই ধর্ম্মবীর কৈকেয়ী নন্দনকে না দেখিতেছি, সেইকাল পর্য্যন্ত স্নান, বস্ত্র, অলঙ্কার কিছুই আমার প্রীতিজনক মনে হইতেছে না। ভরতের প্রতি স্নেহবশতঃ তাহাকে দেখিবার জন্য আমার মন অত্যন্ত অস্থির হইয়াছে। চিত্তের প্রীতিপ্রদ এবং অমৃতের ন্যায় হৃদয়াহ্লাদকারী তাহার প্রিয় মধুর বাক্যগুলি স্মরণ পথে উদিত হইয়া আমার প্রাণকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে।

"এতৎ পশ্য যথা ক্ষিপ্রং প্রতিগচ্ছাম তাং পুরীম্,
অযোধ্যাং গচ্ছতো হ্যেষ পন্থাঃ পরম দুর্গমঃ" ॥

অতএব যাহাতে শীঘ্র অযোধ্যানগরীতে যাইতে পারি তাহারই উপায় দেখ, কারণ যাইবার পথ অতি দুর্গম।

করুণামৃত সেচন করিয়া, ভক্তহৃদয়ের বিরহ-অনল নির্ব্বাপিত করিতে ভগবান আজ বড় ব্যাকুল।

শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন, হে সখে, সৌম্য বিভীষণ! ভরত আমাকে অযোধ্যা ফিরাইবার মানসে চিত্রকূট পর্য্যন্ত আসিয়া—

"শিরসা যাচতো যস্য ন কৃতং বচনং ময়া"

আমার চরণতলে পড়িয়া প্রার্থনা করিলেও, আমি তাহার বাক্য রক্ষা করিতে পারি নাই। এক্ষণে উপযুক্ত কাল পাইয়া, আর আমি তাহার সহিত দর্শনের কাল বিলম্বও সহ্য করিতে পারিতেছি না।

বিভীষণ শ্রীরাম আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ত্বরায় রথসজ্জা করাইলেন। অবিলম্বে শ্রীরামচন্দ্র ভ্রাতা ও বৈদেহীর সহিত, বিভীষণের আনীত সর্ব্বোত্তম হংসযুক্ত ভাস্বর বিমানে আরূঢ় হইয়া দ্বিতীয় ব্রহ্মার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

সূর্য্যমণ্ডল সদৃশ তপোলব্ধ কুবেরযান, সীতা সমেত সানুজ রামের আরোহণে অত্যন্ত সুন্দর দেখাইল।

রঘুবর রামচন্দ্র আগমন কালীন পূর্ব্ব চিহ্নিত স্থান সকল নিরীক্ষণ করিয়া সীতাকে বলিলেন—দেবি! "অসৌ শৈলবরো দেবি চিত্রকূটঃ প্রকাশতে" ঐ দেখ পর্ব্বত শ্রেষ্ঠ চিত্রকূট শোভা পাইতেছে। কৈকেয়ী নন্দন ভরত আমাকে প্রসন্ন করিবার জন্য আমার গমন প্রার্থনায় এইস্থানে আসিয়াছিলেন। আর ঐ ভরদ্বাজাশ্রম অবলোকন কর, দেবি! ঐ দেখ যমুনাতীর দেখা যাইতেছে। "এষা ভাগীরথী গঙ্গা দৃশ্যতে লোকপাবনী" লোক-পাবনী ভাগীরথী গঙ্গা ঐ দৃষ্টি গোচর হইতেছে আর—"এষা সা দৃশ্যতে সীতে সরযূর্যূপমালিনী" যূপমালা ভূষিত সেই সরযূনদী ঐ দেখা যাইতেছে—

এষা সা দৃশ্যতেঽযোধ্যা প্রণামং কুরু ভামিনি"

ঐ দেখ সীতে অযোধ্যা নগরী নয়ন গোচর হইতেছেন, হে ভামিনি! প্রণাম কর। নারায়ণ রাম ঐরূপ বলিতে বলিতে পূর্ণ চতুর্দ্দশ বৎসরে পঞ্চমী তিথিতে ভরদ্বাজ আশ্রমে উপনীত হইলেন। শ্রীরামচন্দ্র ভক্তিভাবে মুনিকে প্রণাম করিলেন। তপোধন ভরদ্বাজ অযোধ্যা আগমন কালে রামচন্দ্রকে বর দিতে চাহিলেন। শ্রীমান্ রামচন্দ্র তাঁহার সেই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, হৃষ্টচিত্তে এইবর প্রার্থনা করিলেন—ব্রহ্মন্! আমি যে পথে অযোধ্যায় যাইব—

"অকালফলিনো বৃক্ষাঃ সর্ব্বে চাপি মধুস্রবাঃ,
ফলান্যমৃতগন্ধীনি বহূনি বিবিধানি চ" ॥

তথাকার বৃক্ষ সকল যেন অকালে ফলবান্ এবং মধুস্রাবী, ফল সকল অমৃতগন্ধী এবং পথ সকল ধনপূর্ণ হয়।

ঋষিবর "তথাস্তু" বলিবা মাত্রই অভবন্ পাদপাস্তত্র স্বর্গপাদপ-সন্নিভঃ "তথাকার তরুরাজী স্বর্গীয় তরুরাজীর ন্যায় শোভা পাইল, অযোধ্যা গমনের পথে তিন যোজন পর্য্যন্ত ফলহীন বৃক্ষ সকল ফলবান্, পুষ্প বিহীন তরুগণ পুষ্পিত, এবং শুষ্ক তরুগণ আমূল পত্র শোভিত এবং মধুস্রাবী হইল।

তখন সহস্র সহস্র বানরবীর হৃষ্টচিত্তে বহুবিধ সুমিষ্ট ফল ভক্ষণ করতঃ যেন স্বর্গ বিজয়ীগণের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল।

তখন মূহূর্ত্তকাল ভগবান কি যেন চিন্তা করিয়া পবন তনয়কে

বলিলেন—হনুমন্! তুমি পূর্ব্বে নন্দীগ্রামে উপস্থিত হইয়া আমার আগমন-বার্ত্তা ভরতকে নিবেদন কর।

শ্রীরাম কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া, মহাবীর বায়ুপুত্র অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। গরুড় যেরূপ বিশাল সর্পকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হয়, পবননন্দন সেইরূপ বেগে উৎপতিত হইয়া আকাশ লঙ্ঘন পূর্ব্বক—

"গঙ্গা যমুনয়োর্ভীমং সমতীত্য সমাগমম্"

ভয়ঙ্কর গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থান অতিক্রম করিয়া শৃঙ্গবের পুরে উপস্থিত হইয়া গুহককে শুভসংবাদ জ্ঞাপন করতঃ বহুদূর অতিক্রম করিয়া নন্দীগ্রামের সমীপবর্ত্তী বিকসিত পুষ্পাশোভী বৃক্ষ সমূহ দেখিতে পাইলেন।

অষ্টাদশ চিত্র

"শ্রীরাম বিচ্ছেদ ভুজঙ্গ দষ্টং
সন্তাপযুক্তং ভরতং কুমারম্।
শ্রীরাম বার্ত্তামনুনাদকরোদয়ঃ
স্বস্থং স জীয়াৎ পবমানপুত্রঃ" ॥

চতুর্দ্দশবর্ষ পূর্ণদিনে অপরাহ্ন কাল উপস্থিত। দীর্ঘ বিরহের অপেক্ষার অমানিশা আজ মিলনের পূর্ণিমায় পরিণত হইবে।

শ্রীভরত আজ কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছেন না, প্রতি মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা লইয়া এতদিন গিয়াছে, আজ ভক্তের ভগবান্ আসিবেন. আজ ভরত, ভরতের সাধনার পূর্ণাহুতি রাম চরণে সমর্পণ করিয়া, রামের গচ্ছিত রাজ্য রামকে অর্পণ করিয়া, রামদাস হওয়ার সাধ মিটাইবেন। নদী সাগরের যত নিকটগামিনী হয়, ততই বেগে ছুটিতে থাকে, প্রিয় দর্শন আশায় উচ্ছ্বসিত প্রাণের উদ্বেগ আর ধরিয়া রাখিতে পারে না, রামানন্দ সাগরাভিমুখী ভরতের হৃদয় নদী আজ প্রবল বেগে প্রিয় সঙ্গম আশায় ছুটিয়াছে, প্রিয়মিলন সুখ স্মরণপথে উদিত হওয়ায় হর্ষ পুলকাশ্রু কম্পনাদিতে শ্রীভরত আজ কিছুতেই প্রকৃতিস্থ হইতে পারিতেছেন না, বক্ষের দুরুদুরু শব্দ বাহিরে পর্য্যন্ত অনুভূত হইতেছে। আবার কখনও বা বিপরীত ভাবনায়, শিরায় শোণিত বিদ্যুৎবেগে

প্রবাহিত হইতেছে। ভগবানের প্রাণস্বরূপ ভক্ত, ভক্তের এ অপেক্ষা বড় মধুর।

অস্ত গমনোন্মুখ সূর্য্য। কই রাম তো এখনও আসিলেন না? ভক্তের দেহে আর বুঝি প্রাণ থাকে না?

অশ্রু পরায়ণ ভরত তখন অমাত্য মন্ত্রী প্রভৃতিকে বলিলেন—

তোমরা সত্বর আমায় চিতা প্রস্তুত করিয়া দাও, প্রভু আমার এখনও আসিলেন না, এখন পর্য্যন্ত প্রভুর আমার কোন সংবাদ পাইলাম না—আজ প্রভুর দর্শনে বঞ্চিত হইলে, আমি নিশ্চয় অনলে প্রবেশ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব। ভরতের মুখে এইরূপ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, অযোধ্যাবাসীদিগের ভয়ে দুঃখে মুখ পরিম্লান হইল।

শ্রীরামের বিরহে জীবন ধারণ করিয়া ভরতকে দেখিয়া তাহারা কোন রূপে জীবন রাখিয়াছে, তখন কায়মনোবাক্যে অযোধ্যাবাসীগণ বিপদহারী কমললোচন শ্রীরামকে স্মরণ করিয়া, রাম রাম জপ করিতে করিতে, রামকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। সভাস্থ সকলেই নিরুত্তর। কেহই চিতা সজ্জা করিল না দেখিয়া, শ্রীভরত আপনি চিতা বিরচণ করিলেন। শ্রীভরত পূর্ব্বে পাদুকাকে ভক্তিভরে প্রণাম প্রদক্ষিণ করিয়া, জীবন-বিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইয়াছেন।

রাজসভা নিস্তব্ধ। শ্রীভরত কিছুক্ষণের জন্য সাধনাসনে উপবেশন করিয়াছেন, ধ্যানযোগে হৃদয় দেবতাকে হৃদাসনে দর্শন

করিয়া, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহার নয়ন যুগলে অজস্র ধারা বহিতেছে।

এমন সময় মহাবীর উচ্চৈঃস্বরে শ্রবণ মঙ্গল ধ্বনি—সুমধুর জয়রাম সীতারাম বলিতে বলিতে নন্দীগ্রামে আগমন করিলেন। মহাবীরের উচ্চ রাম রামধ্বনি, সুধা সিন্ধু উছলিয়া যেন নন্দী গ্রামকে ডুবাইয়া দিল। রামাগমন বাণীরূপ অমৃত সেচন করিয়া ভক্ত ভক্তের জীবন দান করিল।

অবিলম্বে ভরত সমীপে আগমন করিয়া হনুমান যাহা দেখিলেন তাহাতে হর্য বিষাদে তাঁহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল।

"দদর্শ ভরতং দীনং কৃশমাশ্রমবাসীনম্"

তথায় দেখিলেন কাতর ভাবাপন্ন শীর্ণদেহ, ফলমুল ভোজী রাম চিন্তা পরায়ণ, জটিল ভরত; চীর কৃষ্ণাজীন ও বল্কল পরিধান করিয়া আশ্রমে অবস্থিত।

"মল পঙ্ক-বিদিগ্ধাঙ্গং জটিলং বল্কলাম্বরম্"

সংস্কার অভাবে, তাঁহার অঙ্গে পঙ্কের ন্যায় মলা হইয়াছে। রাম বোধে রাম পাদুকাকে সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া—

"পাদুকেতে পুরস্কৃত্য শাসয়ন্তং বসুন্ধরাম্"।

শ্রীরামের পাদুকা যুগল সম্মুখে রাখিয়া পৃথিবী শাসন করিতেছেন। কাষায় বসনধারী প্রধান প্রধান পুরবাসী ও মন্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া —"সাক্ষাদ্ধর্ম্মমিব স্থিতম্" সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ন্যায় অবস্থিতি করিতে-

ছেন। তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদা সহস্রারস্থিত ইষ্টচরণে সংলগ্ন থাকায় চক্ষু-অৰ্দ্ধমুদ্রিত ভাব ধারণ করিয়াছে। নয়নে অজস্র ধারা।

ভক্তশ্রেষ্ঠ পবনতনয় চমৎকৃত হইয়া ভাবিলেন, ধন্য ভগবানের এ হেন ভক্ত, ভক্ত অভিমান আমার চূর্ণ করাইবার নিমিত্ত প্রভু বুঝি পূর্ব্বেই আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। আজ ভক্ত দর্শনে আমি পবিত্র ও ধন্য হইলাম।

বায়ুপুত্র তখন অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া শ্রীভরতকে প্রণাম করিয়া অতি ধীর ও মধুর স্বরে কহিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, আমি আপনার প্রিয় কথা বলিতেছি, আপনি শোকত্যাগ করুন, ক্ষণ পরেই আপনার অভীষ্টদেব রামচন্দ্রের সহিত আপনি মিলিত হইবেন।

"এবমুক্তো মহাতেজা ভরতো হর্ষমূর্চ্ছিতঃ
পপাত ভুবি চাস্বস্থঃ কৈকেয়ী প্রিয়নন্দনঃ"।

এইরূপ কথিত হইলে. কৈকেয়ীর প্রিয়পুত্র মহাতেজা ভরত হর্ষাবেগে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

পরে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে সংজ্ঞালাভ করত উত্থিত হইয়া, প্রিয় সংবাদ দানে প্রাণদাতা হনূমানকে আলিঙ্গন করিয়া—

"সিষেচ ভরতঃ শ্রীমান্ বিপুলৈরশ্রু বিন্দুভিঃ"

আনন্দ জনিত অশ্রুবিন্দু দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া বলিলেন—কে তুমি? দেখিতে পশুর আকার হইলেও, আমার প্রকৃতি তোমাকে দেখিযা সরস হইতেছে। কে তুমি, সুধাবৃষ্টি বর্ষণ করিয়া তাপিত

অন্তর শীতল করিয়া দিলে ? আমায় অকুলপাথার হইতে উদ্ধার করিলে, আমার মৃতদেহে জীবন দিলে ?

"দেবো বা মানুষো বা ত্বমনুক্রোশাদিহাগতঃ"

তুমি দেবতা হও বা মানুষ হও, বল, কোন দেবতা কৃপা পরবশ হইয়া এখানে আসিয়াছ ? তুমি আমার প্রাণদাতা, কি দিয়া আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করিব ? আমার বলিতে আমার কিছুই নাই, আমার রাজ্যধন শ্রীরামের রাঙাচরণ, সেই চরণে যুক্ত থাকিয়া তুমি চির অমরত্ব লাভ কর। আমি আর তোমায় কি বলিব ? কে তুমি আমি জানি না, আমাকে ক্ষমা করিও, এহেন শুভ সংবাদ আমার বিশ্বাস হইয়াও হইতেছে না, তাই আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি, বল, সত্যই কি আমার প্রভু আসিতেছেন ? যদি বলিলে আরও ভাল করিয়া বল, শ্রবণ মন তৃপ্তিকর তোমার মধুরবাণী শ্রবণ করিয়া যদি আমি রামদর্শনে অগ্রসর হইতে পারি ? কৃপা করিয়া প্রভুর নাম শুনাইয়া আমার দুর্ব্বল হৃদয়ে শক্তিদান করিয়া, আমায় চিরদিনের জন্য কিনিয়া রাখ। শ্রীভরতের বাক্য শ্রবণমাত্রে, মহাবীর প্রগাঢ় প্রেমভরে, রাম রাম ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সভাস্থ সকলেই সমস্বরে রাম রাম ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

শ্রীভরত পবন-নন্দনকে আনন্দাশ্রুজলে অভিষিক্ত করিতে করিতে বলিলেন—প্রভু আমার বহু বৎসর হইল বনে গিয়াছেন—

"শৃণোম্যহং প্রীতিকরং মম নাথস্য কীর্ত্তনম্"

আজ আমার প্রীতিকর তদীয় কীর্ত্তন শ্রুতিগোচর হইল।

মনুষ্য বাঁচিয়া থাকিলে অন্ততঃ একশত বৎসর পরেও তার আনন্দ উদয় হয়,—

"কল্যাণী বত গাথেয়ং লৌকিকী প্রতিভাতি মাম্"

এই লৌকিক গাথা আমার পক্ষে সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। মহাবীরের আনন্দজনক শুভবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, ভরত তখন, হৃষ্টচিত্তে শত্রুঘ্নকে বলিলেন, হে রঘুনন্দন! নগরে যত দেবমূর্ত্তি আছেন, সুবুদ্ধি ব্রাহ্মণগণ বিবিধ উপহার ও বলিদ্বারা তাঁহাদিগের পূজা করুন। উচ্চ নিম্ন পথ সকল ছেদন ও পূরণ দ্বারা সমতল করিয়া অযোধ্যা হইতে নন্দীগ্রাম পর্য্যন্ত—

"সিঞ্চন্তু পৃথিবীং কৃৎস্নাং হীমশীতেন বারিণা"

তথাকার সমস্ত ভূভাগে তুষারের ন্যায় শীতল বারি সেচন করা হউক। চতুর্দ্দিকে লাজ ও কুসুম বর্ষণ করাইয়া, শতশত উড্ডীন পতকা দ্বারা প্রাসাদ সকল যেন শোভিত হয়, শত শত ব্যক্তি রাজপথের সর্ব্বত্র পুষ্প ও পুষ্পমাল্য, সুবর্ণ ও রজত সমুদয় বিতরণ করুক, বাদ্যশাস্ত্র নিপুণ বাদ্যকরগণ, বিবিধ বাদ্যবাদন পূর্ব্বক, গায়কগণ মঙ্গল-সঙ্গীত গান করুক, আর প্রতি দ্বারে দ্বারে আম্র-পল্লবাদি শোভিত মঙ্গল-ঘট যেন স্থাপিত করা হয়।

"অভিনির্যান্তু রামস্য দ্রষ্টুং শশিনিভং মুখম্"

পুরবাসী এবং যে সকল রাজগণ এখানে উপস্থিত আছেন, সকলেই আজ রাঘবের চন্দ্রানন দেখিবার জন্য নির্গত হউন।

শ্রীভরতের আদেশ পাইয়া, সুমিত্রা নন্দন সহস্র সহস্র ব্যক্তি দ্বারা নিমেষের মধ্যে সকল কার্য্য সম্পন্ন করাইলেন।

"নির্যান্তি বৃন্দশঃ সর্ব্বে রাম-দর্শন লালসাঃ"

সকলেই রামদর্শনে আপনাকে ধন্য করিতে অভিলাষী হইয়া নানাবিধ রাজোচিত সামগ্রী লইয়া দলে দলে সুশোভিত রাজপথে সারি দিয়া দাঁড়াইল। অশ্বারোহীগণ অশ্বোপরি, মহারথগণ রথোপরি, ধ্বজ-শোভিত অলঙ্কৃত অসংখ্য মত্ত হস্তীতে পরিবৃত হইয়া ঘণ্টাশোভিত করিণীতে আরূঢ় হইয়া কত ব্যক্তি বহির্গত হইল। অন্যান্য রঘুবীরগণ ধ্বজ-পতাকা শোভিত এবং শক্তি-ঋষ্টি (দ্বিধার খড়গ) ও পাশহস্ত অসংখ্য পদাতি এবং উৎকৃষ্ট সহস্র অশ্বে পরিবৃত হইয়া বহির্গত হইল, দশরথ-রমণীগণ যথোপযুক্ত যানে আরোহণ করতঃ কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে অগ্রে অগ্রে করিয়া নির্গত হইলেন।

তৎকালে অশ্বগণের ক্ষুরশব্দ, রথ সকলের চক্রশব্দ, মাতঙ্গ-গণের বৃংহিত, এবং শঙ্খ দুন্দুভি নির্ঘোষে মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল।

আর চীরকৃষ্ণাজিনধারী উপবাস কৃশ ধর্ম্মাত্মা ভরত ? পরম প্রীতমনে হেমদণ্ড-ভূষিত রাজযোগ্য, শ্বেতচামর, শ্বেতছত্র, শ্বেতমাল্য দ্বারা শোভিত—

"আর্য্যপাদৌ গৃহীত্বা তু শিরসা ধর্ম্মকোবিদঃ"

আর্য্য রামচন্দ্রের পাদুকাযুগল মস্তকোপরি ধারণ করিয়া, মাল্য

মোদকহস্ত মন্ত্রী ও শ্রেণীমুখ্যগণে পরিবেষ্টিত, এবং শঙ্খভেরীধ্বনি-সহ বন্দীগণের অভিনন্দিত হইয়া রামচন্দ্রকে সাদরে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সচিবগণের সহিত প্রত্যুদ্গত হইলেন।

কিন্তু ভরত, রামচন্দ্র আসিবার আর কোন নিদর্শন না পাইয়া ভাবিলেন বানররূপী কোন দেবতা তো আমায় ছলনা করিতে আসেন নাই? জানি না প্রভুর পরীক্ষার সীমা কোথায়? শুনি সর্ব্ব-নাশ, না করিয়া, রাম কাহারও সর্ব্বস্ব হয়েন না, আমার তো আর কিছুই নাই, তবে এখনও কেন আমার প্রভু আসিতে-ছেন না? শুনি দুঃখ ভিন্ন সুখাধিকারী হওয়া যায় না, তবে আমার দুঃখেরও তো অন্ত নাই? বল, বল কপিশ্রেষ্ঠ! বানর-সুলভ চপলতা বশতঃ আমার নিকট মিথ্যা বল নাই ত?

"ন হি পশ্যামি কাকুৎস্থং রামমার্য্যং পরন্তপম্"

কই পরন্তপ আর্য্য কাকুৎস্থকে তো এখনও দেখিতেছি না?

ভাই! আশা যে দুঃখেরই কারণ? এ আশা আমার প্রতিহত হইলে, প্রাণ আমার দেহ হইতে এখনই নির্গত হইবে, কি জানি লীলাময়ের এখনও কোন্ খেলা বাকি? ভাই! আমি এই চতুর্দ্দশ-বর্ষ প্রতিক্ষণ প্রভুর আশার প্রতীক্ষা লইয়া, কেমন করিয়া জীবন রাখিয়াছি তাহা কি অন্তর্যামী রাম জানেন না? কই আমি তো তাঁহার আজ্ঞাপালন করিতে কোন ত্রুটি করি নাই? এখনও কি আমার সাধনা পূর্ণ হয় নাই? বল ভাই! আজ আমার সাধনার সার হারানিধি, চির শান্তিদাতা প্রাণারাম রাম আসিবেন তো? আমি যে ধৈর্য্য হারা হইতেছি, সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে।

শ্রীভরতের, রাম বিরহ ব্যাকুলতা দর্শনে, মহাবীরের অশ্রুজল সম্বরণ হইল না। ভক্তকে শত শত সাধুবাদ দিয়া বলিলেন—হে অরিন্দম রামগত প্রাণ পরমভক্ত সত্য বিক্রম ভরত! ধৈর্য্য ধর। অবিলম্বে তোমার সাধনালব্ধ ধন মিলিবে, আমার কোন বাক্যই মিথ্যা নয়—ঐ দেখ—

"সদাফলান্ কুসুমিতান্ বৃক্ষান্ প্রাপ্য মধুস্রবান্।
ভরদ্বাজ-প্রসাদেন মত্ত ভ্রমরনাদিতান্" ॥

ভরদ্বাজেব অনুগ্রহে মত্ত মধুকরগণ কর্ত্তৃক অনুনাদিত, ফল পুষ্প শোভিত মধুস্রাবী তরুরাজী দেখুন, ধীরে ধীরে কেমন উহারা ফলে ফুলে ফুটিয়া উঠিতেছে। ঐ দেখুন নগরের তমোরাশি ঘুচিয়া, সুস্নিগ্ধ কিরণে চারিদিক কেমন প্রকাশিত হইতেছে, পুষ্পে পুষ্পে শাখী ছাইয়া গিয়াছে, যেন কোন অজানা আনন্দের সাড়া পাইয়া পিককুল পঞ্চমে তান তুলিয়া আপন আনন্দে ভরিত হইয়া রামাগমনী গাহিতেছে, মৃত প্রাণে সঞ্জীবনী-সুধা শেচনের ন্যায় সকলেই যেন নূতন প্রাণে নূতন উৎসাহে ফুটিয়া উঠিতেছে।

এ সকল কখনই মিথ্যা হইবে না। ঐ শুনুন্ বানর ও সৈন্যগণের তুমুল, কোলাহল শ্রুতিগোচর হইতেছে, "মন্যে বানরসেনা সা নদীন্তরতি গোতমীম্" আমার মনে হইতেছে বানরসেনা গোতমী নদী পার হইতেছে প্রভুর আসিবার আর একটুও বিলম্ব নাই। ঐ দেখুন শালবনে সমুদ্ধৃত ধূলিপটল দেখা যাইতেছে। "মন্যে শালবনং রম্যং লোড়য়ন্তি প্লবঙ্গমাঃ" আমার মনে হইতেছে

বানরগণ শালবন আলোড়ন করিতেছে। আনন্দ লোমাঞ্চিত-দেহ পবন তনয় তখন, হৃষ্টচিত্তে উচ্চঃস্বরে সকলকে বলিয়া উঠিল, ঐ ব্রহ্মার মানস কল্পিত, চন্দ্র সূর্য্য সদৃশ পুষ্পক-বিমান দূর হইতে দেখা যাইতেছে, ওই দেখ ইহাতে সীতা সমেত রাম লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা, বিভীষণ এবং সুগ্রীবাদি বানরগণ পরিবৃত হইয়া বিরাজ করিতেছেন—"দৃশ্যতে পশ্যত জনাঃ" হে জনগণ দর্শন কর। হনুমান্ এইরূপ বলিতে বলিতেই তত্রত্য স্ত্রী বালক যুবা বৃদ্ধ সকলেই সমস্বরে 'ঐ'রাম ঐ 'রাম' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তখন সকলেই রথ হস্তী অশ্ব হইতে ভূমিতলে অবতরণ পূর্ব্বক "দদৃশুস্তং বিমানস্থং নরাঃ সোমমিবাম্বরে" গগনস্থ সুধাকরের ন্যায় হৃদয় তিমির নাশক রামচন্দ্রকে দর্শন করিলেন। রমণীগণ গৃহকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রাসাদোপরি আরোহণ করিয়াছেন বহুদিনের পর প্রাণারামকে দর্শন করিয়া তাহাদের মুখশ্রী উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। "দৃষ্ট্বা হরিং সর্ব্বদৃগুৎসবাকৃতিং পুষ্পৈঃ কিরন্ত্যঃ স্মিত শোভিতাননাঃ" নিখিল জন নয়নের উৎসব জনক, হরিকে দেখিবামাত্র ঈষৎ হাস্য যোগে রুচির বদনা হইয়া রমণীগণ তাঁহার প্রতি কুসুমবর্ষণ করিতে লাগিল। "দৃগ্ভিঃ পুনর্নেত্র মনোরসায়ণং, স্বানন্দমূর্ত্তিং মনসা ভিরে ভিরে" নয়ন মনের রসায়ণ স্বরূপ আত্মারামমূর্ত্তি রামকে নয়ন মনের দ্বারা পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিল।

নগরবাসীর আনন্দ কোলাহলে আনন্দের সাড়া পাইয়া, রাম-দর্শনোৎসুক হর্ষাশ্রুজল-নেত্রান্ত, কম্পিতকায় ভরত, গগনস্থ

সুধাকরের ন্যায় আপনার পূর্ণস্বরূপ পরমাত্মা রামচন্দ্রকে দর্শন করিলেন, নয়নে নয়ন সংমীলিত হইবামাত্র শ্রীভরতের নয়নচকোর শ্রীরাম মুখশশীর সুধাপানে ডুবিয়া গেল।

বাহ্যজ্ঞানের বিলোপে আপনাতে আপনি স্থির হইয়া, সেই অচিন্ত্য অব্যক্ত অপারসম্বিৎ সুখ, একরূপ, সনাতন শান্তিময় পরিপূর্ণকাম যোগীন্দ্র মানসবিহারি, জ্যোতির্ম্ময়ের জ্যোতিতে ডুবিয়া, ভরত যেন কোন্ স্থির শান্ত শান্তিরাজ্যে ডুবিয়া গেলেন। মেরুশিখরস্থিত সূর্য্যের ন্যায় রথস্থিত ভ্রাতাকে বন্দনা করিতে গিয়া হস্ত অঞ্জলি-বদ্ধই রহিয়া গেল, নিমেষহীন নয়নে চাহিয়া চাহিয়া, কোন্ সুপ্ত রাজ্যে গিয়া আপনাকেও হারাইলেন।

ভ্রাতৃবৎসল রঘুনন্দন রামও বহুকাল পরে সেই তপঃক্লিষ্ট জীর্ণ শীর্ণ ভ্রাতা ভরতকে অবলোকন করিয়া, "ভ্রাতরং স্বাঙ্কমারোপ্য" ভরতকে উঠাইয়া নিজ ক্রোড়ে বসাইলেন, এবং আনন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

পূর্ব্বে চিত্রকূটে রামের সহিত, ভরত-মিলন হইয়াছিল, এই চতুর্দ্দশ বর্ষ সাধনার পরে এ মিলনে ভরত মিশ্রণানন্দ অনুভব করিলেন।

ভরত অনুভব করিয়াছেন, "তুমি ও আমি" জল ও তরঙ্গ চন্দ্রও চন্দ্রিকার ন্যায় ভেদশূন্য। আমারই পূর্ণত্ব আমার আত্মারাম আমার স্বরূপ তুমিই। হৃদয়বিহারী প্রাণারাম তুমি, অবিদ্যায় কতকগুলি উপাধি গ্রহণ করিয়া, আমি তোমায় আমায় পৃথক বোধ করি।

ভক্তিতে মিলন ও জ্ঞান-ভক্তিতে মিশ্রণ হয়।

আজ ভরত কতকাল পরে, শ্রীরামের পবিত্র আলিঙ্গন লাভ করিলেন।

বুদ্‌বুদ যেমন বারিতে লুকায়, নদী যেমন সমুদ্রে মিশ্রিত হয়, ঘটাকাশ যেমন মহাকাশে মিশ্রিত হয়, সেইরূপ রাম অঙ্গস্পর্শে সকল উপাধির নাশ হইয়া, "আমি ও তুমি" সব ভুলিয়া ভরত, এক অখণ্ড আত্মরসে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছেন।

শ্রীরাম, ভরতকে স্নেহ-সম্বোধনে জাগ্রত করাইলেন, পরে, ভরতের সহিত বিমানে আরোহণ করিয়া ভরতাশ্রমে গমন করিলেন।

প্রেমবিহ্বল ভরত তখন, ভক্তিপূর্ণ-চিত্তে পৃথিবীর অতি মঙ্গলকর কমলা সেবিত ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ সরোজাদি রেখা সংযুক্ত শ্রীরামের চির শীতল, সকল তাপনাশক, রাঙ্গা চরণ দুখানি হস্তোপরি উঠাইয়া পাদুকা যুগল পরাইয়া দিলেন। পুলকিত কায়ে সাষ্টাঙ্গে শত শতবার প্রণাম করিতে করিতে বলিলেন—

"মাতা পিতা তথা ভ্রাতা ত্বমেব রঘুবল্লভ,
সর্ব্বেষাং ত্বং পরংব্রহ্ম ত্বন্ময়ং সর্ব্বমেবহি" ॥

পুনরায় সেই, শমন ভয় নিবারক অভয় চরণ আপন মস্তকোপরি সহস্রারে ধারণ করিয়া বলিলেন—

"শান্তং সর্ব্বগতং সূক্ষ্মং পরংব্রহ্ম সনাতনং।
রাজীবলোচনং রামং প্রণমামি জগৎপতিম্" ॥

শ্রীভরতের গণ্ড প্লাবিয়া অবিরত প্রেমাশ্রু বহিতেছে, ভক্তি অশ্রু-ভরিত কণ্ঠে ভরত আপন প্রভুকে তখন বলিলেন—

কি আর বলিব বাঞ্ছাকল্পতরু দয়াল রাম !

"অদ্য সে সফলং জন্ম ফলিতো মে মনোরথঃ।
যত্ত্বাং পশ্যামি রাজানমযোধ্যাং পুনরাগতম্॥"

আজ তোমায় অযোধ্যায় পুনরাগত দর্শনে আমার জন্ম সফল হইল, এবং মনোরথ পূর্ণ হইল। হে অযোধ্যানাথ! তুমি বাক্য মনাতীত, আজ কিরূপে আমি তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিব? কি দিব ভক্তের চিরসাধের ওই যুগলচরণে? আজ আমার বলিতে কিছুই নাই? তোমার গচ্ছিত রাজ্য আজ তোমাকেই প্রত্যর্পণ করিব। হে অনন্ত কোটি ব্রাহ্মণ্ডের নাথ! লও রাম, তোমার দেওয়া ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সহিত চতুর্বিংশতি তত্ত্বময় দেহ-রাজ্য, আর লও তোমার এই অযোধ্যার রাজ্য, তোমার প্রদত্ত স্থূল সূক্ষ্ম সকল রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া, আমার অজ্ঞান অহং দূর করিয়া দিয়া তোমাতে চির-বিশ্রান্তি করিয়া দাও।

ভক্তের আজ আনন্দের আর সীমা নাই, ভক্ত আজ শ্রীরাম ভাণ্ডারের ধন, আজ শ্রীরাম কৃপায় চতুর্গুণ বৃদ্ধি করিয়া রাম চরণে অর্পণ করিয়া রামদর্শনের পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতেছেন।

আহা কত আনন্দ! জীব যখন সাধন বল লাভ করিয়া বলিতে পারে প্রভু! যাহা তুমি আমায় দিয়াছিলে আমি কিছুরই অপব্যবহার করি নাই, এ নয়ন আমার সকল রূপে

তোমাকেই দর্শন করিয়াছে, এ শ্রবণে তোমারই নাম আস্বাদ করিয়াছি, ছাই ভস্মের আস্বাদে রসনা আমার কলঙ্কিত হয় নাই, এ হস্তের, সকল কর্ম্মে সব দিয়া তোমারই সেবা করিয়াছি, এ চরণে, তোমারই মন্দির-প্রদক্ষিণ করিয়াছি, প্রভু! জগতই তো তোমার মন্দির! তুমি ছাড়া যে আর কিছুই নাই! এ মন দ্বারা তোমারই চিন্তা করিয়াছি, এ বুদ্ধি কিরূপে তোমার চরণ দর্শন করিব তাহাই নিশ্চয় করিয়াছিল, এ প্রাণ তোমার জন্য সতত ব্যাকুল ছিল।

আহা! কত আনন্দ! যখন ভক্ত বলিতে পারে—

"নামৈব তে মৃত্যুহরামৃতং মে,
চিন্তা চ চিন্তামণিবৈভবং মে।
ত্বৎপাদ পদ্মংমম সত্যলোকঃ,
নির্ব্বাণ মুক্তিশ্চ তবাঙ্ক এব" ॥

একমাত্র তোমার নামই আমার মৃত্যুহারী ঔষধ, একমাত্র তোমার চিন্তাই চিন্তামণি, সকল ঐশ্বর্য্যের সার। উচ্চতম সত্যলোক আমার তোমারই শ্রীপদকমল, আর আমার নির্ব্বাণ মুক্তি তোমারই অঙ্কতল।

"ধ্যেয়ং চ গেয়ং বরণীয় মেকং.
নিত্যং চ নৈমিত্তিকমেব কাম্যং
হব্যং চ জপ্যং চ তথাসি বেদ্যং
সর্ব্বেশ্বর! ত্বং মম সর্ব্বমেব" ॥

তুমিই আমার আরাধ্য বস্তু, তুমিই আমার জ্ঞান, আমি তোমাকেই ধ্যান এবং তোমারই গুণগান করি। হে সর্ব্বেশ্বর! আমার নিত্য নৈমিত্তিক, কাম্য-কর্ম্ম, জপ হোম বলি, যাহা কিছু সব তুমি, সমস্ত তুমি।

দেহ মনপ্রাণ হৃদয় এবং অনন্তকোটি ব্রাহ্মাণ্ডের রাজা একমাত্র শ্রীভগবান্। জীব ভৃত্য স্বরূপ তাঁহার গচ্ছিত রাজ্য রক্ষা করিতে আসে মাত্র। অহঙ্কার-বশে আপন হৃদয়ের রাজাকে ভুলিয়া আপনি রাজা সাজিয়া তাঁহার বস্তুতে মমত্ব স্থাপন করিয়া, তাঁহার ভাণ্ডারের ধন লইয়া অপব্যবহার করিয়া পুনঃপুনঃ জনন মরণের দণ্ডভোগ করিয়া নিরন্তর শোক দুঃখে হাহাকার করে। আমরা যাহা কিছু গ্রহণ করি, কর্ম্ম করি, ভোগ করি, সবইতো শ্রীভগবানের দেওয়া, যদি তাঁহার বস্তু ভোগ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে জানাইয়া ভোগ করা যাইত, যদি, সকল বাক্যে সকল কর্ম্মে, সকল ভাবনায়, আপন হৃদয়ের রাজাকে দেখিতে শিখিত, যদি স্মরণ হইত— প্রভু! এ রাজ্য তোমার, এই স্ত্রী, পুত্র, ধন, আমার যা কিছু বলি, সকলই তোমার, আমি তোমারই আদেশে তোমার গচ্ছিত রাজ্য রক্ষা করিতে আসিয়াছি, সময় হইলে তোমার বস্তু তুমিই লইবে। এখানে এক তুমি-ভিন্ন আমার আপনার বলিতে কিছুই নাই, সব তুমি, সব তোমার, তাহা হইলে কি জীবের কোন দুঃখ থাকিত? শ্রীভগবান, দেহ মন বুদ্ধি প্রাণ দিয়া আমাদের পাঠাইয়াছেন, সাধনার দ্বারা তাঁহাকে জানিয়া চির অমরত্ব লাভ করিবার জন্য, আমরা ভগবৎ প্রদত্ত বস্তু লইয়া, অসাধনে অপব্যবহার করিয়া,

ভূতের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছি, সুতরাং, কিরূপে এ মলিন হৃদয়ে শুদ্ধ পবিত্রময় নির্ম্মল জ্ঞান স্বরূপ ভগবদ্দর্শন লাভ করিব ? চিন্তামণি সকলহৃদয়ে চিৎস্বরূপে অবস্থান করিতেছেন, আমরা সেই চিন্তামণি দিয়া লঙ্কা বাটিতেছি, রত্ন তো চিনিলাম না! অজ্ঞানাবরণে জ্ঞান যেন আবরিত হইয়াছে, তাই চিরানন্দময় প্রাণারামকে দেখিতে পাই না, তাই এত অভাব জ্বালা হাহাকার। নতুবা তিনি দূরাৎ দূরতর নহেন, প্রাণের প্রাণ হইয়া প্রাণে আছেন, বাসনার মোহ ছাড়াইয়া, তাঁহাকে ডাকিলেই তিনি সাড়া দিয়া থাকেন, যে ডাকিয়াছে সেই সাড়া পাইয়াছে, আমরা ডাকিলাম কই ? দেখিলাম কই ? তাই সুধা সিন্ধুর মাঝে থাকিয়াও পিপাসায় প্রাণ যাইতেছে। সাধনাগ্নিতে সকল ময়লা ভস্মীভূত হইয়া চিত্ত-দর্পণ যখন স্বচ্ছ হয়, তখনই সেই চিন্মণির বিকাশ হয়।

শ্রীভরত, ভগবৎ প্রদত্ত কোন দ্রব্যেরই অপব্যবহার করেন নাই, তাই তাঁহার নয়ন সমক্ষে আজ চিন্ময়ের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে।

শ্রীভরত, প্রভু রামচন্দ্রকে তখন বলিলেন—

প্রভু! রাজ্যছিদ্র অনেক, তোমার রাজ্য রক্ষা করা অতীব দুঃসাধ্য হইলেও হে জগৎপ্রভো! আমি তোমারই কৃপায়, অন্নাদি স্থাপন, গৃহ, সৈন্য, এবং কোষাগার, দশগুণ বৃদ্ধি করিয়াছি, প্রভু! এখন তোমার নিজরাজ্য তুমি গ্রহণ করিয়া, তুমি পালন কর। দয়াময়! আর এই দেহরাজ্য ছিদ্র দিয়া দুরন্ত

ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণ মায়ামুগ্ধ জীবকে আকর্ষণ করিয়া নিয়ত মোহ-গর্ত্তে নিপাতিত করিতেছে, বহির্মুখী জীব, রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধে, উন্মত্ত হইয়া, তোমায় ভুলিয়া, মায়া প্রলোভনে পতিত হইয়া, নিরন্তর ত্রিতাপে দগ্ধ হইতেছে। প্রভু! মায়াকে নিবারিত করা দুঃসাধ্য হইলেও এ মায়া যে তোমার; একান্ত প্রাণে যে তোমার চরণে শরণ লয়, সেই মায়াকবল হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে। প্রভু! তুমি তো নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়াছ—

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে"

যাঁহারা আমাকেই আশ্রয় করেন, তাঁহারা এই মায়া অতিক্রম করিতে পারেন।

শ্রীভরত, যখন এইরূপে শ্রীভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করিতেছিলেন, তৎকালে সমস্ত বানরগণের এবং রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণের পর্য্যন্ত অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল।

শ্রীভরত পুনরায় ভগবানকে বলিলেন—

হে করুণাঘন রাজীবলোচন রাম! তোমার গচ্ছিত রাজ্য আজ তোমায় আমি প্রত্যর্পণ করিলাম, প্রসন্ন হইয়া তোমার রাজ্য তুমি গ্রহণ কর। আজ আমার সব সাধনা, সকল তপস্যা, শুভাশুভ সকল কর্ম্মফল তোমার চরণে অর্পণ করিলাম। দয়াময়! আজ এই আপিত অন্তরের, সুখ সাধ আশা আকাঙ্ক্ষা আমার সব, তোমাতে অবসান কর। সদা প্রসন্নময়, ভক্তের প্রাণ তুমি, তোমার সব গ্রহণ করিয়া তুমি প্রসন্ন হও। আর আমি কি বলিব?

ভক্তবৎসল ভগবান্, ভরতকে 'তথাস্তু' বলিয়া অশ্বাস দিলেন। মায়াবলম্বনে মানব-লীলা-প্রাপ্ত-ঈশ্বর, ভরত হইতে সমগ্র রাজ্য-ভার গ্রহণ করিলেন—

"স্বরাজ্যানুভবো যস্য সুখ জ্ঞানৈকরূপিণঃ।
নিরস্তাতিশয়ানন্দরূপিণঃ পরমাত্মনঃ" ॥

সুখ ও চৈতন্য যাঁহার বাস্তবিক স্বরূপ, যে পরমাত্মার মূর্ত্তিই সর্ব্বোত্তম আনন্দ, এবং যিনি আত্মাতেই পূর্ণসুখ অনুভব করেন, সেই জগদীশ্বরের এই মনুষ্যরাজ্যের প্রয়োজন কি? মায়া অবলম্বনে ব্রহ্মার প্রার্থনায় রাক্ষস কুল বিনাশের জন্য পূর্ণব্রহ্ম রাম অবতার। যিনি স্বয়ঃ আনন্দ স্বরূপ, আপনা আপনি যিনি পরিপূর্ণ, সেই জগদীশ্বরের এই অনিত্য ঐশ্বর্য্যের কোন প্রয়োজন? কে বুঝিবে শ্রীভগবানের অচিন্ত্য-লীলা?

"যস্য ভ্রুভঙ্গী মাত্রেণ ত্রিলোকী নশ্যতি ক্ষণাৎ,।
যস্যানুগ্রহমাত্রেণ ভবন্ত্যা খণ্ডনশ্রিয়ঃ ॥

যাঁহার ভ্রুভঙ্গিতে ক্ষণমাত্রে ত্রিলোক বিনষ্ট হয়, যাঁহার অনুগ্রহ মাত্রে দরিদ্রের ইন্দ্রতুল্য সম্পদ হয়, অবলীলাক্রমে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডস্রষ্টা সেই রমাপতির পক্ষে এই মনুষ্যরাজ্য-কতটুকু?

সর্ব্ব শক্তিময় জগদীশ্বরের কোন কিছু কি অভাব ছিল?

কিন্তু তিনি ভক্তাধীন। ভক্তবাঞ্ছাপুরণেচ্ছায় তিনি মনুষ্য শরীর গ্রহণ করিয়া লোক ব্যবহার অনুসারেই চলিয়া থাকেন,

এমন কি মনের দ্বারাও কখন তিনি লৌকিকাচার লঙ্ঘন করিতে ইচ্ছা করেন নাই।

ভক্তের ঠাকুর শুধুই ভক্তিতে বাঁধা। ভক্তি করিয়া ভক্ত তাঁহাকে যে দ্রব্য প্রদান করেন, পত্র পুষ্পফল তার সকলই প্রীত মনে গ্রহণ করিয়া অনিত্য দ্রব্যের বিনিময়ে, ভক্তকে নিত্যবস্তু দান করিয়া ভক্তের অভীষ্ট পূর্ণ করেন।

চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, চতুর্ব্বিধ খাদ্যের কোনটাই তিনি গ্রহণ করেন না, কেবল, ভক্তের ভাবটুকু মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভাবে ভুলে, হৃদয় খুলে, যে যাহা বলে, এবং যে বস্তুই প্রদান করে ভক্তাভীষ্ট পূর্ণকারী রাম তাহাতেই প্রীত হয়েন। পরমশান্ত নির্গুণ ব্রহ্মের বরণীয় ভর্গ, এই রাম। সদা পরিপূর্ণ আত্মস্বরূপ রামের আবার কোন্ অভাব থাকিবে? কেবল ভক্তের জন্যই তাঁহার মূর্ত্তিধারণ। ভক্তিতে বিদুরের খুদ সেবনে পরমপ্রীতি লাভ করিয়াছিলেন, অভক্তজনের মেরুতুল্য রত্নও তাঁহার গ্রহণীয় নহে। ব্রাহ্মণ যদি অভক্ত হয়, তাঁহার কৃপা অনুভব করিতে পারে না, ভক্তিতে তিনি চণ্ডালের হৃদয়ে উদয় হইয়া, তাঁহার মধুর ভাবে তাহাকে ভরাইয়া দেন। যশোমতী ভক্তিডোরে বাঁধিয়াছিলেন, ভক্তিতে প্রহ্লাদ অনলে, জলে, হস্তি-পদতলে, বিষপানেও অমর হইয়াছিল, ভক্তিতে ডাকিয়া দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ হইয়াছিল, ভক্তিতে ধ্রুবের ধ্রুবলোক প্রাপ্তি, অতি দুষ্ক্রিয়াসক্ত অজামিল, অন্তিম-কালে ভক্তিভাবে নাম স্মরণ করিয়া অনায়াসে বৈকুণ্ঠ গমন করিয়াছিল, ভক্তিতে তিনি

পাণ্ডবের সখা, অর্জ্জুনের রথের সারথি। ভক্তিকে তিনি নিজে রক্ষা করেন, তাই ভক্তকে বিনাশ করিতে কেহই পারে না। ভক্তি উদয় হইলেই মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। ভক্তির দ্বারাই, ভরতের আজ জীবন্মুক্তি লাভ হইল, শ্রীভগবানে অকপট ভক্তি ছিল তাই শ্রীরাম ভরতকে, গুরুমুখে আত্মতত্ত্ব জানাইয়া ছিলেন। জ্ঞান-ভক্তির মিশ্রণে, সাধনার দ্বারা, ভরত আজ প্রেমময়, আত্মারামের কোলে চির-বিশ্রাম-লাভ করিলেন। এতদিন ভরত "আমি তোমার" সাধনা করিয়াছিলেন, তাই আজ 'রাম' ভরতের হইয়া সব অহং মুছাইয়া, তাহাকে আপনার সহিত এক করিয়া লইয়াছেন। এ খেলা অতি অপূর্ব্ব। পরিশ্রান্ত হওয়া নাই, যত ডুবিবে তত মজিবে, যত খেলিবে, তত খেলিতে ইচ্ছা হইবে।

তখন মহাতেজস্বী রাঘবানুজ ভরত, বানরগণ, শত্রুঘ্ন দূত-গণকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমরা শীঘ্র, প্রভুর অভিষেকের আয়োজন কর। নগরে মহাসমারোহ পড়িয়া গেল, ভরত নিজ-হস্তে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া স্নান করাইয়া কুঙ্কুম ও চন্দন দ্বারা অনুলিপ্ত করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন, অবিলম্বে সহস্র সহস্র দূত দ্বারা আভিষেচনিক সমস্ত দ্রব্যরাজী আনিত হইল। পরে সকলে রথারোহণ পূর্ব্বক শ্রীরামের সহিত অযোধ্যায় গমন করিতে লাগিলেন, তখন ভরতও রামের রথের সারথ্য গ্রহণ করিলেন, শত্রুঘ্ন, রত্ন দণ্ডযুক্ত শ্বেতছত্র গ্রহণ করিলেন, লক্ষ্মণ তালবৃন্ত ও রাক্ষসরাজ বিভীষণ অপর এক চামর লইলেন। দেব-গণ, সিদ্ধগণ, দিব্যদর্শন ঋষিগণ শ্রীরামকে স্তব করিতে লাগিলেন।

রাজরাজং রঘুবরং কৌশল্যানন্দবৰ্দ্ধনং ।
ভর্গং বরেণ্যং বিশ্বেশং রঘুনাথং জগদগুরুম্ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ দেবেন্দ্রো দেবতাস্তথা ।
আদিত্যাদিগ্রহাশ্চৈব ত্বমেব রঘুনন্দন ॥

ত্বমক্ষরং পরং জ্যোতিস্ত্বমেব পুরুষোত্তম ।
ত্বমেব তারকং ব্রহ্ম ত্বত্তোহন্যন্নৈব কিঞ্চন ॥

তত্ত্বস্বরূপং পুরুষং পুরাণং স্বতেজসা পূরিত বিশ্বমেকং ।
রাজাধিরাজং রবিমণ্ডলস্থং বিশ্বেশ্বরং রামমহং ভজামি ॥
মুনীন্দ্রগুহ্যং পরিপূর্ণকামং কলানিধিং কল্মষনাশহেতুং ।
পরাৎপরং যৎ পরমং পবিত্রং নমামি রামং মহতো মহান্তম্ ॥
অশেষসংসারবিহারহীনমাদিত্যগং পূর্ণসুখাভিরামং ।
সমস্তসাক্ষিং তমসঃপরস্তান্নারায়ণং বিষ্ণুমহং ভজামি ॥

রামরত্নমহং বন্দে চিত্রকূটকপেটকং ।
কৌশল্যাশুক্তিসম্ভূতং জানকীকণ্ঠভূষণম্ ॥

স্তবের মধুর শব্দ, সকলের শ্রুতি গোচর হইয়া, কি এক অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় আনন্দে সকলের প্রাণ ভরিয়া উঠিল। "মানুষং রূপমাস্থায় বানরা গজবাহনাঃ" তৎকালে বানরগণ মনুষ্য-রূপ ধারণ করিয়া, গজারোহণে গমন করিতে লাগিল। শ্রীরামচন্দ্র, প্রজাগণে, ব্রাহ্মণে, অমাত্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, তারাগণ বেষ্টিত চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন

রাম, নানাবিধ বাদ্যধ্বনিপূর্ণ সুসজ্জিত নগরে গমন করিলেন। মহানন্দে নগরবাসীরা আবার রাম দর্শন করিতে আসিল, দেখিয়া আর তৃপ্তি নাই, এই দেবতা বাঞ্ছিত নয়নানন্দ রামরূপ দেখিতে দেখিতে দেখিবার আশা বাড়িয়াই যায়। এই মধুর রাম নাম দিবানিশি শ্রবণ করিলেও যে শ্রুতিপথে পরশ হয় না" হিয়ার রতনকে সর্ব্বদা হিয়ায় রাখিলেও যে প্রাণ জুড়ায় না, "যত পাই তোমায় আরও তত যাচি যত জানি তত জানিনে"। পলক বিহীন নেত্রে নগর বাসীরা দেখিতেছেন—

"দুর্ব্বাদলশ্যামতনুং মহার্হ।
কিরীট রত্নাভরণাচিতাঙ্গম্" ॥

মহার্হ কিরীট রত্নাভরণে আবৃত দেহ, অরুণ-কমল বিশাল লোচন,

"বিচিত্ররত্নাঞ্চিতসূত্রনদ্ধ-
পীতাম্বরং পীনভুজান্তরালম্"।

বিচিত্র রত্নসূত্র গ্রথিত পীতাম্বর পরিধান, পীনবাহু, পীবর বক্ষস্থল, বহুমূল্য মুক্তাহারে সুশোভিত, "রবিতুল্যভাসম্" সূর্য্যসম জ্যোতি,

"কস্তূরিকা চন্দনলিপ্তগাত্রং।
নিবীতকল্পদ্রুমপুষ্পমালম্" ॥

কস্তুরী-চন্দন দ্বারা অনুলিপ্ত দেহ, কল্পবৃক্ষ পুষ্পমাল্যধারী, দুর্ব্বাদল-শ্যাম, রঘুনন্দনকে পুনঃপুনঃ অবলোকন করিয়া কিছুতেই রামরূপ দর্শন পিপাসু অতৃপ্ত প্রাণের আশা পরিতৃপ্ত হইতেছে না।

শ্রীরামও তখন রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক, মহেন্দ্রভবনতুল্য সুসজ্জিত পিতৃগৃহে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া পিতার চরণোদ্দেশে প্রণাম করিয়া, পরে পূর্ব্বাগত নিজ জননীর চরণে প্রণত হইয়া পরে, সকল জননীদিগকে প্রণাম করিলেন, সেই অরূপের রূপ নবদুর্ব্বাদলশ্যাম রামকে দর্শন করিয়া, জননীদিগের আজ আর আনন্দের সীমা নাই। মাতা কৌশল্যা, সীতাসহ রামকে অঙ্কে লইয়া মস্তক অঘ্রাণ পূর্ব্বক, স্নেহধারাভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। অনন্তর সংযমী বৃদ্ধ কুলগুরু বশিষ্ঠদেব, ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া, "রামং রত্নময়ে পীঠে সসীতং সন্ন্যবেশয়ৎ" সীতা সমেত রামকে রত্নময় পীঠে বসাইলেন। বানরগণের আনীত সুবর্ণ কলসপূর্ণ, তীর্থ সলিল দ্বারা, ভগবান্ বশিষ্ট, জাবালি, বামদেব, গৌতম ও বাল্মীকি প্রভৃতি মহর্ষিগণ, সেই নির্ম্মল সুগন্ধ জল দ্বারা পুরুষব্যাঘ্র রামচন্দ্রকে অভিষিক্ত করিলেন। পরে আকাশস্থিত দেবগণ, লোকপাল চতুষ্টয়ে মিলিত হইয়া, সর্ব্বৌষধি মিশ্রিত জল দ্বারা রামচন্দ্রকে অভিষেক করিলেন। স্বর্গে দেবতা, গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে লাগিল, অপ্সরাবৃন্দ নৃত্য করিতে লাগিল, দেব দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল, গগনমণ্ডল হইতে রাশি রাশি পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। মহাত্মা বশিষ্টদেব, মহাধন শোভিত এবং নানাবিধ সুশোভন রত্নে বিচিত্রিত সভায়, নানারত্ন খচিত পীঠে রাঘবকে বসাইয়া কিরীট দ্বারা অভিষিক্ত করিলেন। বসুগণ যেমন বাসবকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহর্ষিগণ, "কুশাগ্র-তুলসীযুক্তপুণ্যগন্ধজলৈর্মুদা" কুশাগ্র ও তুলসী দলযুত পবিত্র

গঙ্গাজল দ্বারা রঘুবরকে সহর্ষে অভিষিক্ত করিলেন। শ্রীভরতের আজ আর আনন্দের সীমা নাই, তিনি আজ স্বহস্তে আপন প্রভুর নব-নীরদ-রূপ-শ্যাম অঙ্গে, যেথানে যাহা শোভা পায়, "স্ফুরদ্রত্ন-কেয়ূরহারাভিরামং" দীপ্তি সম্পন্ন রত্ন কেয়ূর, রমণীয় রত্নহার, এবং ব্রহ্মার নির্ম্মিত ও মহাত্মা বশিষ্ঠ প্রদত্ত রত্নময় কিরীট দ্বারা শ্রীঅঙ্গে কুঙ্কুমাদি নানাবিধ গন্ধদ্রব্য প্রদান করিয়া, চরণে রত্নময় নুপূর পরাইয়া, সেই নবদুর্ব্বাদলশ্যামং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্ নব-দুর্ব্বাদলশ্যাম, রমণীয় কমল নয়ন, গলে হেম যজ্ঞোপবীত—

"রবিকোটি প্রভাযুক্ত কিরীটেন বিরাজিতম্।
কোটি কন্দর্প লাবণ্যং পীতাম্বর সমাবৃতাম্" ॥

সূর্য্য সমুজ্জ্বল, কিরীট্ দ্বারা বিরাজমান, পীতাম্বর পরিধান—

"দিব্যাভরণ সম্পন্নং দিব্যচন্দনলেপনম্।
অযুতাদিত্য সঙ্কাশং দ্বিভুজং রঘুনন্দন" ॥

উৎকৃষ্ট ভূষণে ভূষিত, দিব্যচন্দনে অনুলিপ্ত, অযুত ভাস্কর জ্যোতি, দ্বিভুজ রঘুনন্দনকে নানারত্ন বেষ্টিত রত্নময় মহামণ্ডলে, আর হৃদয় মধ্যেও অষ্টদল পদ্মমাঝে, রত্ন সিংহাসনে, "নীলাম্ভোজদলাভিরাম-নয়নাং নীলাম্বরালঙ্কৃতাং" গৌরাঙ্গী শরদিন্দুসুন্দরমুখী, "বামভাগে সমাসীনাং সীতাং কাঞ্চন সন্নিভাম"

সর্ব্বাভরণ সম্পন্নাং বামাঙ্কে সমুপস্থিতম।

নিজ-বামভাগে, সুন্দর ক্রোড়ে আসীনা, সুবর্ণবরণী, নিজ শক্তি সীতাকে বামবাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া অবস্থিতি করিতে দেখি-

ছেন। অনিমেষ লোচনে পুনঃপুনঃ দেখিতে দেখিতে ভরতের আজ সবসাধ পূর্ণ হইল, ভরত আজ অন্তরে বাহিরে পরিপূর্ণ যুগলরূপ নিরীক্ষণ করিতেছেন, দেখিয়া দেখিয়া নয়নের আর তৃপ্তি নাই, হৃদয় কল্পতরু মূলে, সুবর্ণের মহামণ্ডপে, পুষ্পের মত, কোমল আসনে, নবঘন জড়িত কানকীলতা বেষ্টিত সীতারাম। সেই নীলোৎপল শ্যামল কোমল কিরীট হার কেয়ূর ভূষিত, হৃদয় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, মায়াশক্তি সঙ্গত, আপন প্রাণের প্রাণারামের মধুর রূপ দেখিতে দেখিতে আপনাকে হারাইয়া কোন্ আনন্দরাজ্যে ডুবিয়া যাইতেছেন। কৃতাঞ্জলিপুটে আজ ভরত, ভূতলে লুণ্ঠিত মস্তকে শত শতবার প্রণাম করিতেছেন,

"রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥

লোকাভিরামং রণরঙ্গধীরং রাজীবনেত্রং রঘুবংশনাথম্।
কারুণ্যরূপং করুণাকরং তং শ্রীরামচন্দ্র শরণং প্রপদ্যে॥

রামান্নাস্তি পরায়ণং পরতরং রামস্য দাসোস্ম্যহং।
রামে চিত্তলয়ঃ সদা ভবতু মে ভো রাম মামুদ্ধর॥

ভক্তিভাব-ভরা হৃদয়ে ভরত শ্রীরামকে বলিতেছেন, হে কাকুৎস্থ, করুণার্ণব বিপ্রপ্রিয় সত্যসন্ধ সীতাপতি রাম! আজ আমার জীবন সার্থক হইল, সকল দুঃখহারী আজ তোমার দর্শন লাভ করিয়া আমি শত ধন্য হইলাম। এতদিনঃতোমার আদেশ

পালন করিয়া, অন্তরে তোমার প্রসন্নতা অনুভব করিতাম, আজ আমার সেই প্রভুকে অন্তরে বাহিরে দর্শন করিতেছি। হে ভবরোগ বিনাশক ভয়হারী রাম! স্তোতা, স্তুতি, স্তব্য, সবই তো তুমি, তোমাকে আমি কোন ভাষা দিয়া স্তব করিব? তুমি নির্গুণ অবস্থায় প্রপঞ্চ রহিত, নির্ব্বিকল্প, নির্ম্মল, নিরাময় হইয়াও, "সমস্তভক্তকৃপয়া স্বেচ্ছাবিষ্কৃতবিগ্রহ" সমস্ত ভক্তগণের প্রতি কৃপা করিয়া, সেচ্ছায় বিগ্রহমূর্ত্তি ধারণ কর। হে ভক্ত মনোরঞ্জনকারি! আজ আমি তোমারই অজস্র কৃপায়, তোমাকে জানিয়াছি, তোমার করুণা, কোন্ পথ দিয়া কোথায় লইয়া যায় কে বলিতে পারে? বুঝিয়াছি রাম, তোমার মধুর নাম যে দিবা-নিশি জপ করে, তাহাকে আর দুরন্ত মায়া-কবলে পড়িয়া বিনাশ পাইতে হয় না। তোমার নামের মহিমা, বিধি, বিষ্ণু, শিব, নারদাদি গাহিয়াও সীমা করিতে পারেন নাই, 'মুনি বাল্মীকি' যুগে যুগে 'রামায়ণ' লিখিয়া, ভাবিয়া, 'জপিয়া' আজিও অতৃপ্ত।

"ভর্জ্জনং ভববীজানামর্জ্জনং সুখসম্পদাং।
তর্জ্জনং যমদূতানাং রাম রামেতি গর্জ্জনম্" ॥

রাম তোমার নাম করিলে, জীবের অনাদি সঞ্চিত কর্ম্মবীজ ভর্জ্জিত হইয়া, নিত্যসুখ, নিত্যশান্তি সঞ্চিত হয়, 'রাম রাম' শব্দে যমদূত ভয়ে পলায়ন করে। রামনাম দুর্ব্বলের বল, রাম নামে সকল পাপ হরে, রামনাম মৃতসঞ্জীবনী সুধা, রামনামে ভবের ক্ষুধা বিনাশ করে, হে রঘুবংশনাথ, লোকাভিরাম,

রাজাধিরাজ মহারাজ রাম! কৌলিন্য, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যাবত্তা, সৌভাগ্য মদে মত্ত হইয়া, মানব তোমার নাম উচ্চারণ করিতে পারে না, তাই সম্পদে মঙ্গল নাই। তুমি অকিঞ্চনের ধন, যাহার কিছুই নাই, তাহাকেই তুমি দর্শন দাও। হে মুক্তিপ্রদ ভক্তবৎসল রাম! ধর্ম্ম অর্থ কাম, কিছুই তোমার অভিলাষ নাই, কেবল ভক্ত তোমার সর্ব্বস্ব, যে একান্ত মনপ্রাণে তোমার শরণ লইয়াছে সেই তোমার নামের মহিমা অনুভব করিয়া, অনন্ত সুখের অধিকারী হইতে পারে, তোমার কৃপায় "মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্" অন্ধ চক্ষুষ্মান হয়, খঞ্জ গিরি লঙ্ঘনে সমর্থ হয়, বাক্যহীনের ভাষা প্রকাশ হয়, শ্মশান ও স্বর্গ হয়, পাষাণ প্রাণও দ্রব হয়, নিবিড় তমসাচ্ছন্ন হৃদয় গুহাও দিব্যালোক-পূর্ণ হয়। হে মঙ্গলপ্রদ, সুখপ্রদ, ভক্ত-মানস-সরোবরের হংস স্বরূপ, সাধনের ধন রাম! বুঝিযাছি, সাধনা ব্যতীত, তোমাকে জানিবার আর উপায় নাই। যে তোমার আদেশ পালন করিয়া, সংসার মিথ্যা জানিয়া, তোমার নামে ডুবিয়া থাকিতে পারে সেই আমার মত, এ অনন্ত অমৃত রসাস্বাদনে ডুবিয়া আপনাকে সকল অভাব হইতে মোচন করিতে পারে। হায়! তোমাকে ভুলিয়াই অজ্ঞানী জীব শত শত অভাবের জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া, মরুভূমে মরীচিকা বোধে অবিরত দগ্ধ হইতেছে। অজ্ঞান আবরণে জানিতে পারে না, ক্ষণিক বস্তুতে ক্ষণিকের জন্য চিত্ত বিনোদন হয় মাত্র। তোমার চরণে যুক্ত হওয়া ভিন্ন, চিরশান্তি লাভ করিবার অন্য উপায় নাই। চিত্তের উৎপত্তি স্থানে না

মিশিলে চিত্তের নিবৃত্তি নাই। হে অচিন্ত্য অব্যক্ত অনন্ত মূর্ত্তি রাজাধিরাজ, রবিমণ্ডলস্থ, সত্যশিবশান্তিময়, একনাথ রাম, সর্ব্বেন্দ্রিয় লুটাইয়া তোমার অভয় চরণে সহস্র সহস্র প্রণাম করি। প্রসন্নময় চিরদিন তোমার প্রসন্নতা ভিক্ষা করি।

"আপদামপহর্ত্তারং দাতারং সর্ব্বসম্পদাং।
লোকাভিরামং শ্রীরামং ভূয়োভূয়ো নমাম্যহম্"॥

শ্রীভরত, এইরূপে ভগবৎ রসে গলিয়া "অযোধ্যানগরে রম্যে রত্নমণ্ডপ মধ্যবর্ত্তী" সহস্রাদিত্য তেজসম রঘুনাথকে পুনঃপুনঃ প্রণাম প্রদক্ষিণ স্তবের দ্বারা আত্ম নিবেদন করিয়া চির সুস্থতা ও চির শান্তি লাভ করিলেন।

কল্পতরু শ্রীভগবান্ আজ ভক্তের সকল বাসনা পূর্ণ করিলেন। হর্ষাশ্রুমণ্ডিত রোমাঞ্চিত ভরত জলধারাকুল নয়নে আপনার চিরঈপ্সিত বাঞ্ছিতের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া ভক্তিপ্রেমে আপ্লুত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন—

"চিদাকারো ধাতা পরমসুখদঃ পাবনতনু-
র্মুনীন্দ্রৈর্যোগীন্দ্রৈর্যতিপতি সুরেন্দ্রৈর্হনুমতা॥
সদা সেব্যঃ পূর্ণো জনকতনয়াঙ্গঃ সুরগুরু।
রমানাথো রামো রমতু মম চিত্তে তু সততম্॥
ভানুকোটি প্রতীকাশং কিরীটেন বিরাজিতং।
রত্নগ্রৈবেয়কেয়ূররত্নকুণ্ডলমণ্ডিতম্॥

রত্নকঙ্কণমঞ্জীরকটিসূত্রৈরলঙ্কৃতং।
শ্রীবৎকৌস্তুভোরস্কং মুক্তাহারোপশোভিতম্॥

দিব্যরত্নসমাযুক্তমুদ্রিকাভিরলঙ্কৃতং।
রাঘবং দ্বিভুজং বালং রামমীষৎ স্মিতাননম্॥

তুলসী কুন্দমন্দার পুষ্পমাল্যৈরলঙ্কৃতং।
কর্পূরাগুরুকস্তূরীদিব্যগন্ধানুলেপনম্॥

বিদ্যাধরসুরাধীশ সিদ্ধগন্ধর্ব্বকিন্নরৈঃ।
যোগীন্দ্রর্নারদাদ্যৈশ্চ স্তূয়মানমহর্নিশম্॥

বিশ্বামিত্রবশিষ্টাদিমুনিভিঃ পরিষেবিতম্।
সনকাদি মুনিশ্রেষ্ঠৈর্যোগীবৃন্দৈশ্চ সেবিতম্॥

রামং রঘুবরং বীরং ধনুর্ব্বেদবিশারদং।
মঙ্গলায়তনং দেবং রামং রাজীবলোচনম্॥

সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞমানন্দকরসুন্দরং।
কৌশল্যানন্দনং রামং ধনুর্ব্বাণধরং হরিম॥

যদেকং যৎপরং নিত্যং যদনন্তং চিদাত্মকং।
যদেকং ব্যাপকং লোকে তদ্রূপং চিন্তয়াম্যহম্॥

বিজ্ঞানহেতুং বিমলায়তাক্ষং. প্রজ্ঞানরূপং স্বসুখৈকহেতুং।
শ্রীরামচন্দ্রং হরিমাদিদেবং পরাৎপরং রামমহং ভজামি॥

কবিং পুরাণং পুরুষং পুরস্তাৎ সনাতনং যোগিনমীশিতারং।
অণোরনীয়াংস-মনন্তবীর্য্যং প্রাণেশ্বরং রামমসৌ দদর্শ॥

সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থং রামং সীতাসমন্বিতং।
নমামি পুণ্ডরীকাক্ষমাঞ্জনেয়গুরুং পরমং॥

আহা! কবে আমাদের এই জাতির—কবে এই জাতির প্রতি ব্যক্তির—প্রতি নরনারীর সুপ্রভাত হইবে? কবে আমরা মহাপ্রভু তুলসীদাসের মত কাতর-কণ্ঠে, প্রভাতী গাহিয়া বলিতে পারিব—প্রভু! সকলেই জাগিল তুমি উঠিয়া আমার হৃদয়-কমলে উপবেশন কর, একবার চক্ষুরুন্মীলন কর, আমরা তোমার মুখার-বিন্দ দেখিয়া দেখিয়া তোমার মধুময় নাম করিয়া করিয়া ভরিয়া গিয়া তোমার সংসারের কার্য্য সারিয়া তোমার কাছেই নিরন্তর থাকি—তুলসীদাসের ভজন-প্রভাতী দিয়া পুস্তক শেষ করিতেছি।

জাগিয়ে কৃপানিধান পঞ্ছীগণ বোলে।
শশী কি কিরণ মন্দ ভয়ী, চকইপিয়া মিলন গয়ী,
ত্রিবিধমন্দ চলত পবন পল্লবদ্রুম ডোলে॥
প্রাতর্ভানু প্রগট ভয়ো, রজনীক তিমির গয়ো,
ভৃঙ্গ করত গুঞ্জ-গান কমলন্ দল খোলে।
তুলসীদাস অতি আনন্দ, নিরখিয়ে মুখার-বিন্দ,
দীননকো দেত দান ভূষণ বহু মোলে॥

উপসংহার।

পড়া হইল, লেখাও হইল—এই কি সব হইল ? না—তা হইলনা। "করা" রহিল বাকী।

শ্রীভরত চতুর্দ্দশবর্ষব্যাপী ব্রত করিয়াছিলেন। আর আমরা ? এই জীবনে কোন্ ব্রত করিতেছি ? কোন্ ভোগ ত্যাগ করিতেছি ? কোন রামপাদুকাকে হৃদি-সিংহাসনে বসাইয়া সকল কর্ম্ম রামপাদুকায় সমর্পণ করিতেছি ? আজ তিনি পৃথিবীর পাপভার হরণ জন্য অধর্ম্ম বিনাশ করিতে গিয়াছেন। তাঁহার দুই কর্ম্ম। এক কর্ম্ম হইতেছে জগতের বাধা বিনাশ, দ্বিতীয় কর্ম্ম হইতেছে জগতের রক্ষা। তাঁহার রাজ্য-রক্ষার ভার শ্রীভরতের উপরে দিয়া তিনি জগতের মূর্ত্তিমান অজ্ঞান-শত্রু বিনাশের জন্য গিয়াছেন। এই দেহ-রাজ্য, এই জগৎ-রাজ্য রক্ষা করিতে তিনিই পারেন, তিনিই করিবেন। এই দেহ-রাজ্য, এই মনোরাজ্য, ইহা তাঁহারই রাজ্য। তাঁহার রাজ্য তিনি ভিন্ন কেহই রক্ষা করিতে পারে না। আমাদেরও কার্য্য প্রণালী যদি শ্রীভরতের পদাঙ্ক অনুসরণে অনুষ্ঠিত হয় তবে চতুর্দ্দশ বর্ষান্তে আমাদের ব্রত উদ্‌যাপনান্তে তিনি আসিয়া তাঁহার রাজ্য গ্রহণ করিবেন। আমরাও ধন্য হইয়া যাইব। এস এস তাঁহাকে, তাঁহার পাদুকাকে সকল কর্ম্ম নিবেদন করিয়া আমরাও ধর্ম্ম ও মোক্ষের বেড়া দিয়া তাঁহার রাজকোষ বৃদ্ধি করিতে

অভ্যাস করি। যেমন করিয়া করিতে হইবে শ্রীভরত তাহাত দেখাইয়া দিতেছেন। এমনি করিয়া ভোগলাম্পট্য বিসর্জ্জন দিয়া, তাঁহার জন্য কর্ম্ম করি এস।

কর্ম্ম করিতে হইবে। শুধু জ্ঞানের বচন, শুধু শাস্ত্রের ব্যাখ্যা, এই লইয়া থাকিলেই হইবে না। জ্ঞানের কথা শ্রবণ করা চাই, মনন করা চাই, কিন্তু সর্ব্বাগ্রে চাই চিত্তমল-ধৌত করা। কর্ম্ম না করিলে সংসারের আসক্তি ত কমিবে না। তাঁহার জন্য কর্ম্ম না করিলে রাগ দ্বেষ দূর হইবে না। রাগ দ্বেষই চিত্তমল। চিত্তের মলিনতা ও চিত্তের চাঞ্চল্য থাকিতে থাকিতে তাঁহার স্মরণ সর্ব্বদার জন্য হইবে না। প্রতি ভাবনা, প্রতি বাক্য, প্রতি কার্য্য তাঁহাকে স্মরণ করিয়া করিতে না পারিলে সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণ করা যাইবে না। স্মরণ ভুলই মরণ।

আহা! জীবনে আর যতটুকু সময় আছে ততটুকু সময় দিয়াই তাঁর জন্য কর্ম্ম করি এস। ভরত যেমন করিয়া ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন সেইরূপে ব্রত ধারণ করিয়া কর্ম্ম করি এস। ভিতরে তাঁহার ভাবনা, তাঁহার জন্য সন্ধ্যা পূজা, তাঁহার গুণ গান, তাঁহার নাম কীর্ত্তন আর বাহিরে সেই নরনারী বিজড়িত বিশ্বমূর্ত্তির সেবা—যথাসাধ্য সেবা। যিনি অর্থ দিয়া পারেন, অর্থ দিয়া সেবা করিবেন, যিনি শরীর দিয়া পারেন, শরীর দিয়া সেবা করিবেন, যিনি প্রার্থনায় পারেন তিনি সকলের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিয়া সেবা করিবেন, আর যিনি লেখা দিয়া পারেন, তিনি লেখা দিয়া সেবা করিবেন। কাহাকেও

কষ্টে পড়িতে দেখিলে দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার সেবা করা চাই। যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে—আর যাহা চেষ্টার বাহিরে তাহার জন্য প্রার্থনা। এইরূপ আচরণ করিলে তাঁহার হস্ত যে সর্ব্বত্র কার্য্য করিতেছে তাহা অনুভবে আসিবে।

এই হইলেই কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইবে। ভিতরের কর্ম্ম বাদ দিয়া শুধু বাহিরের কর্ম্ম করিলেও সব করা হইবেনা। আবার বাহিরের কর্ম্ম বাদ দিয়া শুধু ভিতরের কর্ম্ম করিলেও ভিতরের কর্ম্ম ঠিক ঠিক করা হইবেনা—কিছু হইলেও সরস কিছুতেই হইবেনা। এইজন্য সমকালে দুই কর্ম্মই করা চাই।

সর্ব্বশেষে অপেক্ষা। আহা! সে দিন কবে আসিবে যে দিন আমরা শ্রীভরতের মত রামাগমনের অপেক্ষা লইয়াই থাকিব। আমাদের উগ্র অপেক্ষায় তিনি তাঁহার প্রিয়-ভক্তকে আমাদের নিকটে পাঠাইবেন, তাঁহার আগমন সংবাদ দিতে। শ্রীভগবান্ ভরতের নিকটে শ্রীহনুমানকে পাঠাইয়াছেন। যে তাঁহার শরণাগত রাম তাঁহাকে ত ভুলেন না। নন্দাগ্রামে গিয়া তুমি ভরতকে সংবাদ দিও। পথে পাইবে শৃঙ্গবের পুর।

শৃঙ্গবের পুরে তুমি যাবে আগুয়ান।
চণ্ডাল মিতারে মম জানাবে কল্যাণ॥

এই না হইলে রাম আজ জগতের পূজ্য কেমনে হইবেন?

জগতেতে শ্রীরামের এমন ঠাকুরালী।
চণ্ডালে বানরে আর রাক্ষসে মিতালি॥

হনুমান সংবাদ লইয়া চলিলেন। ভাবিলেন—

স্বভাবে চণ্ডাল জাতি বড়ই চঞ্চল।
বানর দেখিয়া মোরে করিবেক বল ॥

দূত নররূপ ধরিয়া গুহককে সংবাদ দিলেন।

হনুমান বার্ত্তা কহে শুনহে চণ্ডাল—
শ্রীরাম তোমায় জানাইলেন কল্যাণ।
মিত্র সম্ভাষণে চল ত্যজহ দেওয়ান ॥

গুহক আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। চণ্ডাল রাজ্যে সকলে জানিল রাম আসিতেছেন।

শ্রীরাম আইসে দেশে পড়ে গেল সাড়া।
ঝাঁ গুড়গুড় বাদ্য বাজে নাচে চণ্ডাল পাড়া ॥

পরে হনুমান আসিলেন শ্রীভরতের নন্দীগ্রামে। শ্রীভরতের কার্য্য দেখিয়া শ্রীহনুমান বিস্মিত হইয়াছেন।

ভরত সাক্ষাৎ বিষ্ণু স্বয়ং অধিষ্ঠান।
অনুমানে ভরতে চিনিল হনুমান ॥

সাক্ষাৎ হইল। হনুমান প্রণাম করিয়া পরিচয় দিতেছেন—

স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ আমি তাঁর দাস।
এই পুণ্যে পাইলাম তোমার সম্ভাষ ॥

রঘুবংশে ভরত আপনি নারায়ণ।
তোমা দরশনে হয় পাপ বিমোচন ॥

আহা! আপনার গুণে আপনার মাতার দুর্ন্নাম গেল। "সে দুর্ন্নাম গেল তাঁর তোমা পুত্র গুণে"। হরি হরি—পুত্র হয়ত এইরূপ পুত্রই হওয়া উচিত। শ্রীহনুমান শেষে বলিলেন—

যাঁহারে আনিতে গেলে ল'য়ে রাজ্যখণ্ড।
যাঁহার পাদুকাপরি ধর ছত্র দণ্ড॥
বহুকাল দুঃখী আছ যাঁহার আশ্বাসে।
সেই রাম পাঠালেন তোমার উদ্দেশে॥

শ্রীভরত সংবাদ শুনিলেন—শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বলনা এইরূপ সংবাদ কি কখন আসিবে? বলনা—সংবাদ শুনিয়া কবে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে? মূর্চ্ছা ভঙ্গে যখন তাঁহাকে না দেখিবে তখন তাঁহার ভক্তের কথায় ঐ রকম সন্দেহ করে উঠিবে? কবে বলিতে পারিবে—

কচ্চিন্ন খলু কাপেয়ী সেব্যতে চলচিত্তয়া।
নহি পশ্যামি কাকুৎস্থং রামমার্য্যং পরন্তপম্॥

কৈ এখন ত রামকে, আর্য্যকে, শত্রুনিসূদন আমার প্রভুকে দেখিতে পাইতেছি না? তুমি কপি-স্বভাব-সুলভ চঞ্চল চিত্ততার অনুষ্টান কর নাই ত? তুমি ত মিথ্যা বল নাই?

না না আমি মিথ্যা বলি নাই। মিথ্যা বলিতে আমি জানি না। তাঁর সেবা করিয়া, তাঁর জন্য কর্ম্ম করিয়া কি মিথ্যা বলিতে রুচি থাকে? ঐ দেখনা! পুষ্পিত, ফলিত, মধুস্রাবা বৃক্ষ পত্র কম্পিত করিয়া কে উচ্চশব্দ করিতেছে—ঐ যে ঐ

কোলাহল শুনা যাইতেছে—এতক্ষণে তাঁহারা নদী পার হইয়াছেন। ঐ যে ঐ শালবনের দিকে মহান ধূলিরাশি সমুত্থিত হইতেছে—দেখা যাইতেছে—ঐ যে ঐ বনভূমি বিলোড়িত হইতেছে। ঐ যে ঐ দূরে, বহু দূরে শশিসন্নিভ-বিমান। ঐ বিমানে তিনি আছেন, সীতারাম আছেন। আহা! কবে অপেক্ষার পরে এইরূপ হইবে ?

আমাদের প্রাণ বুঝি পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন হইয়া গিয়াছে। শুনি "হরিনামে পাষাণও গলে" কিন্তু আমাদের হিয়া কিছুতেই গলিতে চায়না। তাই অনুরাগে যাঁহাদের হৃদয় গলিয়াছিল, তাঁহাদের প্রাণের কথা লইয়া আমাদিগকে নাড়া চাড়া করিতে হয়। ইহাতেও যদি প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় তাহা হইলেও আমরা ধন্য হইয়া যাই।

শ্রীভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের দেশে আগমনের কথা আমরা তুলসী প্রভুর মুখে শুনিয়া যদি কৃতার্থ হইতে পারি তজ্জন্য একটু চেষ্টা করিতেছি।

ভক্ত শ্রেষ্ঠ তুলসীদাস বলিতেছেন—

সিয়রাম প্রেম পিযূষ পূরণ, হোত জন্ম না ভরত কো।
মুনি মন অগম যম-নেম-শম, দম বিষম ব্রত আচরত কো॥

দুখদাহ দারিদ-দম্ভ-দূষণ, সুযশ মিশু অপহরত কো।
কলিকাল তুলসী সে শঠহি, হঠি রাম সম্মুখ করত কো॥

ভরত চরিত কর নেম, তুলসী জে সাদর শুনহিঁ।
সীয়রাম পদপ্রেম, অবশি হোহিঁ ভব-রস-বিরতি॥

শ্রীসীতারামের প্রেমামৃতকে পূর্ণ করিবার জন্য যদি শ্রীভরত না জন্মিতেন তবে মুনিগণের মনেরও অগম্য, যম, নিয়ম, শম, দম রূপ বিষম ব্রত কে আর আচরণ করিত? দুঃখদাহ, দারিদ্র্যদোষ, পাষণ্ডদোষ অপহরণ করিয়া কেই বা সুযশ লাভ করিত? তুলসী বলিতেছেন কলিযুগে আমার মত শঠকে কেই বা রামের সম্মুখীন করিত?

যে কেহ শ্রীভরত চরিত্র নিয়ম পূর্ব্বক আদর করিয়া শুনিবেন, তাঁহার সীতারামের চরণে প্রেম, আর সংসার রসে বিরক্তি অবশ্যই হইবে ইহা তুলসীদাস বলিতেছেন।

এইখানে আমরা গোস্বামী তুলসীদাস কৃত রামায়ণে চিত্রকূটে ভরত মিলনের একটি ছবি দিয়া মহাত্মা তুলসীদাসের ও ভক্ত কৃত্তিবাসের অযোধ্যায় ভরত-মিলনের কথা বলিয়া উপসংহার করিতেছি।

নীল জলদ তনুসুন্দরশ্যামা, তরুণ-কমল-সম নয়ন-ললামা।
সহিত লষণসিয় অবধ-বিহারী, রাজত চিত্রকূট দুখদারী॥

গুরুবশিষ্টমুনি ভরত সুচিবগণ, নৃপ মিথিলেশ সমাজ-মুদিতমন।
মুনিমণ্ডলী সুহাবন পাবন, চহুঁদিশি লসত শোক দুখদাবন॥

সম্মুখ গুহনিষাদ করজোরে, রঘুপতি চিতবত প্রেম নথোরে।
অবধ নগরবাসী নরনারী, নিরখত প্রভুহিঁ নিমেষু বিসারী॥

যহ বিচার সবঝে মনমাহী, জমুপ্রভু ঘরচলি হৈ কীনাহী।
তেহিচ্ছিন ভরত বিনয় অতিকীন্হী, কৃপাকীন্হপ্রভু পাঁবরিদীন্হী॥

চতুর্দ্দশবর্ষের আর একদিন বাকী, বিভীষণ অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া স্নান, অঙ্গরাগ, বস্ত্রাভরণ, চন্দন, দিব্য মাল্যধারণ করিতে কতই অনুনয় করিলেন, ভগবান্ একদিনও আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

"তং বিনা কৈকেয়ী পুত্রং ভরতং ধর্ম্মচারিণম্।
ন মে স্নানং বহুমতং বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ॥

সুকুমার ভরত আমার জন্য ব্রতধারণ করিয়া আছে। একদিন বিলম্ব হইলে সে অগ্নিপ্রবেশ করিবে। আমি আর বিলম্ব করিতে পারি না। ভরত বিনা আমার স্নানাদি বহুমত নয়। ভগবান্ ব্যাকুল হইয়াছেন অযোধ্যার জন্য। আর এদিকে রামবিয়োগে কাতর অযোধ্যার নরনারী অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। অকস্মাৎ সকলে প্রত্যক্ষ করিতেছেন—

শকুন হোহিঁ সুন্দর সকল মন প্রসন্ন সব কের।
প্রভু আগমন জনাব জমু নগর রম্য চহুঁফের॥

সকলে চারিদিকে শুভচিহ্ন সকল দেখিতেছেন, সকলের মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল—সকল বস্তুই যেন প্রভুর আগমন ঘোষণা করিতেছে। কৌশল্যাদি মাতাগণের মন প্রফুল্ল হইল, ভরতের দক্ষিণ নয়ন আর বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। সরযূর জল

নির্ম্মল হইল, মন্দ শীতল সুগন্ধি বায়ু বহিল। তথাপি ভরত ভাবিতেছেন—আর একদিন বাকী এখনও প্রভু আসিলেন না। ভরত ভাবিতেছেন "জানি কুটিল প্রভু মোহিঁ বিসরায়ে" আমাকে কুটিল জানিয়া প্রভু ভুলিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক "বীতে অবধি রহৈঁ জো প্রাণা। অধম কবন জগ মোহিঁ সমানা"। চতুর্দ্দশবর্ষ অবধি হইলেও যদি আমার প্রাণ থাকে তবে জগতে আমার সমান অধম আর কে আছে? এমন সময়ে বিপ্ররূপ ধরিয়া পবনসুত আগমন করিলেন।

"বৈঠে দেখি কুশাসন, জটামুকুট কৃশ গাত। রাম্‌রাম্‌ রঘুপতি জপত, স্রবত নয়ন জলজাত" মস্তকে জটাভার, শরীর কৃশ, কুশাসনে বসিয়া শ্রীভরত রাম রাম রঘুপতি এই নাম জপ করিতেছেন আর নয়নকমল নিরন্তর অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। হনুমানে ও ভরতে বহু কথা হইল। ভরত পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—রাম কি নিজদাস বলিয়া কখন আমার স্মরণ করেন? আর হনুমান বলিতে লাগিলেন তোমার মত ভাগ্যবান্‌ আর কাহাকেও দেখি না। কারণ "রাম প্রাণপ্রিয় নাথ তুম, সত্যবচন মম তাত। পুনিপুনি মিলত ভরত সন, প্রেম ন হৃদয় সমাত" হে নাথ! তুমি শ্রীরঘুনাথের প্রাণের অধিক প্রিয় আমার এই বাক্য সত্য। ইহা শুনিয়া ভরত মহাবীরকে বার বার আলিঙ্গন করিলেন—তাঁহার হৃদয়ে প্রেম উছলিয়া উঠিল। যাহা হউক অযোধ্যার নরনারী সকলে শুনিল রাম আসিতেছেন—সকলের আর আনন্দ ধরে না।

জো জৈসহিঁ তৈসহিঁ উঠি ধাবহিঁ, বালবৃদ্ধ কোউ সঙ্গ ন লাবহিঁ।
এক এক সন পুছহিঁ ধাই, তুম দেখে দয়ালু রঘুরাই ?

সে যেখানে বসিয়াছিল শুনিয়া উঠিয়া দ্রুত ছুটিল—বালক, বৃদ্ধ কাহাকে সঙ্গে লইল না। দৌড়িয়া দৌড়িয়া একজন অন্যজনকে জিজ্ঞাসা করিতেছে "তুম দেখে দয়ালু রঘুরাই" ? দয়ার সাগর রঘুনাথকে তুমি কি দেখিয়াছ ? তখন আর কি হইল ?

রাকাশশি রঘুপতি পুরী, সিন্ধু দেখি হর্ষান।
বঢ়েউ কোলাহল করত জনু, নারী তরঙ্গ সমান॥

পূর্ণ শারদশশি দর্শনে সমুদ্র যেমন উচ্ছসিত হইয়া উঠে সেইরূপ অযোধ্যাপুরী নারী কোলাহল রূপ তরঙ্গ তুলিয়া যেন উথলিয়া উঠিল।

ভক্তের ভাব সর্ব্বত্র সুন্দর। আমরা এখন কৃত্তিবাস হইতে অযোধ্যার ভরত মিলন দেখাইয়া উপসংহার করিতেছি।

আকাশে পুষ্পক রথ দেখা যাইতেছে। রথের কিরণে সূর্য্যের তেজ ঢাকা পড়িল। দেখিতে দেখিতে রথ নীচে নামিল। রঘুনাথ প্রথমেই দেখিলেন ভরতকে।

"ভরতে দেখিয়া রাম হইলেন কাতর।
অস্থিচর্ম্ম সার অতি ক্ষীণ-কলেবর॥

চলিয়া আসিতে পদে উথাড়িয়া পড়ে।
হনুমান কোলে করি রথে গিয়া চড়ে॥

শ্রীভগবান তখন গুরুকে প্রণাম করিলেন। ভরত প্রভৃতিকে আলিঙ্গন করিলেন। প্রণামার্হ সকলকে সকলে প্রণাম করিল। রাম সকল ব্রাহ্মণকে বন্দনা করিলেন।

রাম এখন মাতাদের নিকটে গমন করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে বর্ণনা শুনিয়া ভাবনা করাই উচিত। বোধ হয় নিতান্ত কঠিন হৃদয়ও এস্থানে বিচলিত হয়।

পুত্র শোকে কৌশল্যার অস্থি-চর্ম্ম সার।
রাম রাম বিনা তাঁর মুখে নাহি আর॥

সুমিত্রার নেত্রে বারি ঝরে ঝর ঝর।
সর্ব্বদা কান্দিছে বলি রাম রঘুবর॥

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে লইয়া রথ হইতে নামিলেন, আসিলেন মাতাদের নিকটে। কাহাকেও অগ্রে দেখিবার জন্য যেন চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছিল আহা! সে অভিমানে আসিতে পারে নাই। যাহা হউক—

মাতা বিমাতারে রাম করেন প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ করে চিরজীবী হও রাম॥

এখন সীতা আসিয়া প্রণাম করিলেন।

কান্দেন সুমিত্রা রাণী সীতা লয়ে কোলে।
তিনজনে তিতিলেক নয়নের জলে॥

এখন রাম সুমিত্রার কথা। রাম সুমিত্রার আগে যোড়হাতে

বলিলেন, "এই লহ মাতা তোমার প্রাণের লক্ষ্মণ"। রাম বলিতে লাগিলেন—

বনেতে গমন আমি কৈনু যেইকালে।
হাতে হাতে লক্ষ্মণেরে সঁপে দিয়েছিলে॥
লক্ষ্মণের গুণে বনে দুঃখ জানি নাই।
প্রাণের দোসর মম লক্ষ্মণ যে ভাই॥
পিতৃসত্য পালিয়া আইনু দেশে ফিরে।
তোমার লক্ষ্মণে এনে দিলাম তোমারে॥

সুমিত্রা বিস্মিতা হইয়া পুনঃপুনঃ রামকে দেখিতে লাগিলেন – আর বলিলেন—

সুমিত্রা বলেন রাম কত কহ আর।
আমার লক্ষ্মণ নহে জানিহ তোমার॥

লক্ষ্মণ মাতার চরণে প্রণাম করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন। সুমিত্রা কি যেন কি দেখিতেছেন আর কাঁদিতেছেন। অন্য মা হইলে পুত্রকেই জিজ্ঞাসা করিতেন—সুমিত্রা তাহা করিলেন না। লক্ষ্মণের বক্ষে হস্ত দিয়া সুমিত্রা রামকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

এক কথা রাম আমি জিজ্ঞাসি তোমাকে।
কেন এ শেলের চিহ্ন লক্ষ্মণের বুকে॥
শ্রীরাম বলেন মাতা করি নিবেদন।
লঙ্কাপুরী মধ্যে হৈয়া ছিল মহারণ॥

রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিত নাম ধরে।
মহাধনুর্দ্ধর সেই ভুবন ভিতরে॥

তাহারে লক্ষ্মণ ভাই করে বিনাশন।
মহাক্রোধে সমরে আইল দশানন॥

মহারণে লক্ষ্মণেরে শক্তি প্রহারিল।
সেই শক্তি লক্ষ্মণের বুকেতে বাজিল॥

অচেতন হয়ে ভাই পড়ে রণস্থলে।
ব্যাকুল হইয়া আমি করিলাম কোলে॥

হনুমান ঔষধ আনিয়া তদন্তর।
লক্ষ্মণের প্রাণদান দিল বীরবর॥

অতএব এই চিহ্ন শক্তির প্রহার।
সে সব কহিতে দুঃখ বাড়য়ে অপার॥

বলিতে বলিতে ভগবানের চক্ষে জল আসিল। সুমিত্রাও কাঁদিলেন। শেষে—

সুমিত্রা বলেন রাম শুনহ বচন।
শেলচিহ্ন পরে কেন না দিলে চরণ॥

যে পদ স্পর্শনে স্বর্ণ হৈল কাষ্ঠতরি।
কেন লক্ষ্মণের বুকে নাহি দিলে হরি?

লক্ষ্মণের বর্ণে স্বর্ণ হইত মিলন।
তবে শেলচিহ্ন না থাকিত কদাচন॥

সুমিত্রার কথায়, সকলেই কাঁদিতেছেন। সীতাও কাঁদিতেছেন। আর পুনঃপুনঃ রামের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কেমন হইয়া যাইতেছেন। আর রাম? ভক্ত কৃত্তিবাস বলিতেছেন—

"হেটমুখে রহে রাম হইয়া লজ্জিত" এমন সময়ে "ভরত পাদুকা আনি যোগায় ত্বরিত"। ভরত এই ভাবের স্রোত ফিরাইলেন। ভগবানের লজ্জা ভরা মুখ বুঝি ভরত দেখিতে পারিলেন না? আরও লজ্জার কার্য্য বাকি রহিয়াছে। ভগবানকে লজ্জা দিয়া ভক্ত বুঝি সুখ অনুভব করে।

রাম দেশে আসিয়াছেন। রাণী কৈকেয়ী এই শুভ-সমাচার শুনিলেন।

"অভিমানে কৈকেয়ীর বারিপূর্ণ আঁখি।
কথা কি কবেন রাম মা বলিয়া ডাকি॥

কেন মা! চিত্রকূটে তোমায় মা বলিয়া যে তোমার সকল জ্বালা জুড়াইয়াছিলেন। আহা! সে যে আজ চৌদ্দবৎসরের কথা। আবার যে অভিমান আসিয়াছে। এই চৌদ্দবৎসর ধরিয়া অযোধ্যার হাহাকার আর ভরতের কঠিন ব্রহ্মচর্য্য রাণী কৈকেয়ীকে কেবল কাঁদাইতেছে! আহা! তখন আমার কি হইয়াছিল? আমি কেন এমন করিয়াছিলাম? রাম জুড়াইয়া দিয়া গেলেন সত্য কিন্তু কৈকেয়ীর দুঃখের অবধি ছিল না। এখন আসিয়াছে অভিমান। কৈকেয়ী ভাবিতেছেন—

যদি রাম পূর্ব্বমত করে সম্ভাষণ।
রাখিব এ দেহ নহে ত্যজিব জীবন ॥

ভরত ত আমার দিকে এই চতুর্দ্দশবৎসর ফিরেও চায় নাই। আমি গোপনে দেখিয়াছি। কিন্তু আর আমি ভরতের পানেও তাকাইতে পারি নাই। দীর্ঘজটা অঙ্গ শুষ্ক সর্ব্বদা চক্ষে জল আহা! এই কি আমার কার্য্য! অনেক অনেক হইয়াছে—রামের অপেক্ষায় আছি—যদি পূর্ব্বের মত না দেখি তবে আর জীবন রাখিব কার জন্য? রাখিতে যে পারিব না।

এতেক ভাবিয়া রাণী হৈল অধোমুখ।
করেতে রাখিল এক বিষের লাড্ডুক ॥

যদি রাম মা বলিয়া না ডাকে আমারে।
ত্যজিব এ পাপ-প্রাণ বিষপান করে ॥

এত বলি অভিমানে রহিলেন রাণী।
অন্তরে জানিলা তাহা রাম-রঘুমণি ॥

হইল ব্যথিত প্রাণ বিমাতার তরে।
আগেতে চলিলা রাম বিমাতার পুরে ॥

আমরা বলি হায়! স্ত্রীলোকের অভিমান! অবিচারে অপাট করাও চাই আবার অভিমান করাও চাই। অথবা হইাতে বুঝি নরনারীর দোষ নাই। "স্বকর্ম্মসূত্রগ্রথিতোহি লোকঃ"। নরনারী কি এক দুর্লক্ষ্য কর্ম্মসূত্রে গ্রথিত। এই অনন্ত কোটি জীবের

কর্ম্মসূত্রের ব্যবস্থা যিনি করিতেছেন তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন বুঝি অন্য উপায় এ ক্ষেত্রে নাই ; পূর্ব্ব কর্ম্মের প্রেরণায় জানিয়া শুনিয়াও, ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিয়াও, মানুষ বিকর্ম্ম করিয়া ফেলে। সর্ব্বদা সকল সহ্য করিয়া রাম রাম করিতে পারিলে বুঝি মানুষের আর দুঃখ থাকে না—বুঝি মানুষ তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া সকল সহ্য করিতে পারে।

ধূলায় বসিয়া রাণী বিরস-বদন।
হেন কালে রাম গিয়া বন্দিলা চরণ॥

কৈকেয়ীরে শ্রীরাম কহেন যোড় করে।
দেশেতে আইনু মাতা চৌদ্দবর্ষ পরে॥

অরণ্যেতে পড়েছিলাম অনেক প্রমাদে।
উদ্ধার পেয়েছি সবে তব আশীর্ব্বাদে॥

"উদ্ধার পেয়েছি মাতঃ তব আশীর্ব্বাদে" রামের এই কথা শুনিয়া রাণী বড় লজ্জা পাইলেন। রাণীত এখন সব বুঝিয়াছেন।

লজ্জা পাইয়া কৈকেয়ী কহিছে রঘুনাথে।
কোন্ দোষে দোষী আমি তোমার অগ্রেতে ?
বনে গেলে দেবতার কার্য্য-সিদ্ধি লাগি।
আমাকে করিলে কেন নিমিত্তের ভাগী ?

তুমি গোলকের পতি জানে এ সংসার।
অবতার হ'য়েছ হরিতে ক্ষিতি-ভার॥

সংসারের সার তুমি কে চিনিতে পারে।
সূর্য্যবংশ পবিত্র তোমার অবতারে॥

অরি মারি দেবতার বাঞ্ছা পুরাইলি।
আমার মাথায় থুয়ে কলঙ্কের ডালি॥

বাছা রাম বলি তোরে আর এক কথা।
এত যে দিতেছ দুঃখ জানিয়া বিমাতা॥

চিরকাল ভরতের অধিক স্নেহ করি।
কুবোল বলিনু মুখে তোমার চাতুরী॥

সর্ব্ব ঘটে স্থায়ী তুমি সুখ দুঃখ দাতা।
এতেক দুর্গতি কৈলে জানিয়া বিমাতা॥

সত্যই ত। বিমাতা বলিয়া কি এতই করিতে হয়? রামের মাই হউন বা বিমাতা হউন—রামের ত বটেন। তাঁরও দুঃখ কি রাম খণ্ডাইতে পারেন না?

পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে সকলকেই ফলভোগ করিতে হইবে—তা আপনার জনই বা কি, আর পরই বা কি, ভগবানের আত্মপর এ ক্ষেত্রে বুঝি নাই। আপনার জন যখন অনুযোগ করেন তখন শ্রীভগবানের লজ্জিত হওয়া টুকুও আছে।

লজ্জিত হইয়া রাম হেট কৈল মাথা।
যোড়হাত করি রাম কহিছেন কথা॥

রাম অনেক প্রকারে বুঝাইলেন—নিজের বহু দুঃখের কথাও

বলিলেন। মাঁ! বনে না গেলে আমি বুঝি কাহাকেও চিনিতে পারিতাম না। ইহাই ত ঠাকুরের ঠাকুরালী।

রাম বলিতে লাগিলেন—

তব দোষ নাহি মাতা দৈবনির্ব্বন্ধনে।
কৈকেয়ীরে তোষে রাম বিনয়-বচনে॥

কালেতে সকলি হয় বিধির-নির্ব্বন্ধ।
তোমার প্রসাদে বধিলাম দশস্কন্ধ॥

তোমার প্রসাদে করি সাগর বন্ধন।
রাবণে মারিয়া তুষিলাম দেবগণ॥

জানিলাম লক্ষ্মণের যতেক ভকতি।
জানিলাম সীতাদেবী পতিব্রতা সতী॥

তোমা হৈতে ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিলাম মাতা।
ছল বাক্যে কৈকেয়া দ্বিগুণ পাইল ব্যথা॥

শ্রীভগবানের বিচিত্র লীলা যিনি বুঝেন তিনিই ধন্য। আমরা বলি শ্রীভরতের মত সাধনা করিতে পারিলে তবে জীব ধন্য হয়, তবে জীব শ্রীভগবানের মধুর স্বভাব দেখিতে পায়, পাইয়া সব সহ্য করিয়া তাঁহারই হইয়া যায়।

হে অনাথনাথ! হে দীনশরণ! হে করুণা সাগর! হে ক্ষমা-সার! তুমিই জগতের একমাত্র বরেণ্য! হে দেবদেব! আমাদের এই কর, আমরা যেন সর্ব্বদা তোমাকে স্মরণে রাখিতে

পারি, প্রতি ভাবনায়, প্রতি বাক্যোচ্চারণে, প্রতি কর্ম্মে যেন তোমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া সকল দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া তোমার জন্য সর্ব্ব কর্ম্ম করিতে উৎসাহ পাই। আর কি বলিব চাতক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জলধরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া জল জল করিয়াও জলধর যদি বজ্রহানে তাহাও মাথা পাতিয়া লইয়া যেন তোমার হইতে পারি—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

সমাপ্ত